

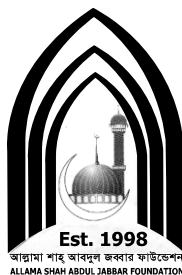
تَارِيخُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

আশ্বিয়ায়ে কেরামের

ইতিকথা

[প্রশ্নোত্তর]

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

আম্বিয়ায়ে কেরামে ইতিকথা

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে
মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহীদ আল-আমীন (হাসনাত), ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: রবিউস সানী ১৪১৯ হি. = আগস্ট ১৯৯৮ খ্রি.

দ্বিতীয় প্রকাশ: শাওয়াল ১৪৩৬ হি. = আগস্ট ২০১৫ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ০২, বিষয় ক্রমিক: ১২৩

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তফাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

গাজী প্রকাশনী, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী

ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬, মেইল: mujahid_sach@yahoo.com

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেক্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ১৫০ [একশত পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

Ambia-e-Keramer Etikatha: By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published
By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-
4100, Bangladesh, Price: 150 Tk

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

saajctg@yahoo.com

www.saajbd.org

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৪
প্রথম অধ্যায়	০৬
হযরত আদম আলাইহিস সালাম	০৬
হযরত নূহ আলাইহিস সালাম	১৩
হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম	১৮
হযরত মূসা আলাইহিস সালাম	৩৫
হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম	৪৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	৪৯
হযরত আদম আলাইহিস সালাম	৪৯
হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম	৫৬
হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম	৫৮
হযরত নূহ আলাইহিস সালাম	৫৯
হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাদিল আলাইহিমাস সালাম	৬৩
হযরত লূত আলাইহিস সালাম	৬৮
হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম	৬৯
হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফ আলাইহিমাস সালাম	৭০
হযরত শূ'আইব আলাইহিস সালাম	৭২
হযরত মূসা ও হযরত হারুন আলাইহিমাস সালাম	৭৩
হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত	
খিযির আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তথ্যাবলি	৭৬
হযরত আইয়ূব ও হযরত ইউনুস আলাইহিমাস সালাম	৮০
হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম	৮২
হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম	৮৩
হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম	৯২
হযরত যাকারিয়া ও হযরত মরিয়ম আলাইহিমাস সালাম	৯৪
হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা আলাইহিমাস সালাম	৯৪
গ্রন্থপঞ্জি	১০৫

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ.

সমস্ত প্রসংশা সেই মহান আল্লাহ তা‘আলার জন্যে যিনি মানুষকে জ্ঞান অর্জন করার তাওফীক দান করেছেন। লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম সেই নবীজী (সা.)-এর দরবারে, যিনি মানবতার মহান শিক্ষক হিসেবে দুনিয়াতে তশরীফ এনেছেন।

প্রত্যেক মুমিনকে আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত নবী-রাসূলের ওপর ঈমান আনা যেমন জরুরি, তাঁদের পবিত্র জীবনের ওপর জ্ঞান অর্জন করাও জরুরি। যাঁরা নবী-রাসূলের পবিত্র জীবনের ওপর জ্ঞান অর্জন করতে চান অথচ ব্যাপক অধ্যয়ন করতে অপারগ তাদের জন্যেই প্রকাশ করা হল এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ আম্বিয়ায়ে কেরামের ইতিকথা।

বইটিতে নবী-রাসূলের জীবনের ওপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে এবং যেসব ঘটনার সন-তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে, তা বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যেটি অধিক নির্ভুল বলে প্রতীয়মান সেটিই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়োজনে সূত্রও উল্লেখ করা হয়েছে। বইয়ের শুরুতে পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে প্রখ্যাত নবী-রাসূলের পবিত্র জীবনও তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের নিকট আরজ, কোনো ভুল তথ্য পরিলক্ষিত হলে তা প্রমাণসহ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করা হবে।

এ বইয়ে আমাদের প্রচেষ্টা কেবল নবী-রাসূলের ইতিহাসকে তুলে ধরা নয়। তাই প্রয়োজনীয় সাধারণ তথ্যগুলোর ওপর গুরুত্ব প্রদানের প্রতি লক্ষ রাখা হয়েছে।

৫ আশিয়ায়ে কেরারেম ইতিকথা

লক্ষাধিক নবী-রাসূলের মধ্য থেকে মাত্র কিছুসংখ্যক নবী-রাসূলের পবিত্র জীবনের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি, এর ফলে সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে মানব আদর্শ ও সভ্যতা সম্পর্কে কিছু পরিমাণ হলেও আলোক লাভ করা সম্ভব হবে।

এ ছাড়া বইটিতে প্রচুর চমকপ্রদ এবং দুর্লভ অজানা তথ্য-সূত্র সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনের অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হলে এ গ্রন্থ প্রকাশ এবং আমাদের সকল শ্রম সার্থক হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় নবী-রাসূলগণের জীবনাদর্শের জ্ঞানার্জন ও আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

১ জুন ১৯৯৮

বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

প্রথম অধ্যায়

হযরত আদম আলাইহিস সালাম

পবিত্র কুরআনে হযরত আদম আলাইহিস সালাম

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

‘তোমরা স্মরণ কর, তখনকার ঘটনা যখন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু ফেরেশতাদের সম্মুখে ঘোষণা করেছিলেন যে, ‘আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি (খলীফা) সৃষ্টি করব।’ তখন ফেরেশতাগণ বলেছিলেন, ‘আপনি কি পৃথিবীতে এমন একটি জাতি সৃষ্টি করতে চান যারা জগড়া-দাঙ্গা আর খুন-খারাবি করবে, অথচ আমরাই তো আপনার মহিমা-কীর্তন ও পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকি।’ আল্লাহ তা‘আলা বললেন, ‘নিশ্চয় আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।’^১

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَبٍ مَّسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝

‘স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন, ‘আমি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটির সাহায্যে মানুষ সৃষ্টি করছি। যখন একে আমি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করব এবং এর মধ্যে আমার বিশেষ সৃষ্টি আত্মা বা রূহ প্রদান করব, তখন তোমাদের প্রতি সাজদা করতে হবে।’^২

أَدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৩০

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-হিজর, ১৫:২৮-২৯

‘আল্লাহ তা‘আলা আদমকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারপর আদেশ করেছেন, ‘কুন (সৃষ্ট হও) ।’ সঙ্গে সঙ্গে মাটির মূর্তিটি মানবরূপ ধারণ করল ।’^১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكِ فَقَالَ أَتُبْنُونَ بِأَسْمَاءٍ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ قَالَ يَادُمُ اتَّبِعْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا اتَّبَعَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْني أَخْلَعُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

‘এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে সকল ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, ‘এ জিনিসের নাম বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও ।’ তারা (ফেরেশতারা) বললেন, ‘আপনি মহান পবিত্র, আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই । নিশ্চয় আপনি জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় ।’ তিনি বললেন, ‘হে আদম! এসব জিনিসের নাম বলে দাও ।’ তখন তিনি তাঁদেরকে এসবের নাম বলে দিলেন । তিনি বললেন, ‘আমি কি তোমাদের বলিনি যে, স্বর্গ ও মর্তের অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর যা গোপন রাখ আমি তা জানি ।’^২

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَطَىٰ وَاسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

‘যখন ফেরেশতাদের আদেশ দিলাম, আদমকে সাজদা কর ।’ তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সাজদা করল । সে অমান্য ও অহংকার করল । সুতরাং সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হল ।’^৩

فَسَجَدَ الْمَلَكُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ يَٰإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۖ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۝ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝

‘আল্লাহর আদেশ অনুসারে ফেরেশতাগণ সকলেই সাজদা করল,

^১ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৫৯

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৩১-৩৩

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৩৪

কিন্তু ইবলীস করল না। সে সাজদাকারীদের দলভুক্ত হতে অস্বীকার করল। আল্লাহ তা‘আলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে ইবলীস সাজদাকারীর সঙ্গে তুই কেন সাজদা করলি না?’ ইবলীস বলল, ‘আপনি শুকলো ঠনঠনে মাটির দুর্গন্ধময় কাদা দিয়ে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি কখনো তার কাছে নত হতে প্রস্তুত নই। আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটির সাহায্যে।’^১

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ ۝ إِنَّ عِبَادِي لَكِنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَايِبِينَ ۝ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَنُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۝ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

আল্লাহ বললেন, ‘তবে তুই এখন থেকে বেরিয়ে যা, তোর প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত চিরকাল আমার ধিক্কার ও অভিশাপ রইল।’ সে বলল, ‘আমাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন।’ আল্লাহ বললেন, ‘নিশ্চয় তোকে নির্ধারিত দিন তথা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হল।’ ইবলীস বলল, ‘আদমের জন্য আপনি আমাকে সর্বহারা করে দিলেন। অতএব আদম-সন্তানদের (অর্থাৎ) মানুষের কাছে আমি পাপকর্ম এবং আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞতাকে মনোরম ও শোভন করে তুলব এবং আমি তাদের সকলেরই সর্বনাশ সাধন করব। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা আপনার নিষ্ঠাবান সেবক (বান্দা) তাদের নয়।’ আল্লাহ বললেন, ‘আমার নিষ্ঠাবান বান্দা বা সেবক হওয়াই সোজা পথ, যে পথ তার পথিককে আমার কাছে পৌঁছে দেয়। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের ওপর তোর কোনো প্রভাবই খাটবে না। অবশ্য যেসব ভ্রষ্ট ব্যক্তি তোর অনুসরণকারী হবে তাদেরই তুই ক্ষতি সাধন করতে পারবি। নিশ্চয় তোর অনুসরণকারীদের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে জাহান্নাম; যার সাতটা দরজা আছে, যার প্রত্যেক দরজায় প্রবেশের জন্য (পৃথক পৃথক) দল আছে। সাবধানীরা থাকবে প্রস্রবণবহুল জান্নাতে।’^২

^১ আল-কুরআন, সূরা সুয়াদ, ৩৮:৭২-৭৬

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-হিজর, ১৫:৩৪-৪৫

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ٢٠

‘আমি বললাম, ‘হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী স্বর্গে বসবাস কর এবং যথা ইচ্ছা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষটির ধারেও যেয়োও না। গেলে তোমরা অন্যায়কারী ও নিজেদের ক্ষতিসাধনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’^১

فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا
رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ٢١

‘তারপর শয়তান আদম ও হাউওয়া (আ.)-কে কুমন্ত্রণা দিল। তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, (নিষিদ্ধ গন্দম বৃক্ষের ফল খাইয়ে) একজনকে অপরজনের সামনে উলঙ্গ করে (দিয়ে অপমানিত) করবে। সে আদম ও হাওয়াকে বুঝিয়ে ছিল যে, ‘তোমরা যাতে ফেরেশতা ও অমর হয়ে না যাও শুধু সেই কারণেই তোমাদের প্রভু তোমাদের সেই (গন্দম) বৃক্ষ থেকে (ভক্ষণ করতে) নিষেধ করেছেন।’^২

فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ
وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ
مُبِينٌ ٢٢

‘সেই বৃক্ষের ফল মুখে রাখার সঙ্গে সঙ্গে (তাদের বেহেশতী পোশাক খসে পড়ল), পরস্পরের সম্মুখে তাদের গুণ্ডাঙ্গ উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। তারা উভয়ে বেহেশতের বৃক্ষপত্র দ্বারা আবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করল। আর প্রভু পালনকর্তা তাদের উভয়কে সম্বোধন করে বললেন, ‘আমি কি তোমাদের এই বৃক্ষ থেকে (ভক্ষণ করতে) নিষেধ করিনি? এবং বলিনি যে জেনে রেখো, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের শত্রু, তোমরা তার থেকে সতর্ক থেকো।’^৩

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ۖ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٢٣

‘উভয়ে করজোড়া বললেন, ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৩৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২০

^৩ আল-কুরআন, সূরা আল-আ'রাফ, ৭:২২

নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হবো।”^১

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٠﴾

‘আল্লাহ আদম (আ.)-এর তওবা (অনুতপ্ত ক্ষমাপ্রার্থনা) কবুল করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী দয়ালু।’^২

পবিত্র হাদীসে হযরত আদম আলাইহিস সালাম

«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْ-جُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» .

‘সূর্যকরোজ্জ্বল দিনগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দিন হল জুমুআর দিন শুক্রবার। ওই দিন হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, ওই দিন তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছিল, ওই দিন তাকে বেহেশত থেকে বের করা হয়েছিল এবং ওই শুক্রবার দিন ব্যতীত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।’^৩

«خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ» .

‘ওই দিন আল্লাহ হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছিলেন, ওই দিন তাঁকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, ওই দিন আল্লাহ তাঁর প্রাণহরণ করেছিলেন।’^৪

«إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزَنُ وَالْخَيْثُ وَالطَّيِّبُ» .

‘আল্লাহ তা‘আলা হযরত আদম (আ.)-কে যে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, সেই মাটিটুকু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত ছিল (যার মধ্যে লাল, সাদা, কালো এবং নরম, শক্ত, মন্দ, ভালো বিভিন্ন রকমের মাটি ছিল)।

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘রাফ, ৭:২৩

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৩৭

^৩ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৫৮৫, হাদীস: ১৮ (৮৫৪); হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৪ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৩৪৪, হাদীস: ১০৮৪, হযরত আবু লুবাযা ইবনে আবদুল মুনযির (রাযি.) থেকে বর্ণিত

তার ফলে আদম সন্তানগণ লাল, সাদা, কালো, নরম শক্ত এবং ভালো-মন্দে বিভক্ত হয়েছে।^১

«خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطَوَّلَهُ سِتُونَ ذِرَاعًا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَاسْتَمِعَ مَا يُحْيُونَكَ، تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَادَوْهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ».

‘আল্লাহ তা‘আলা হযরত আদম (আ.)-কে তাঁর নিজস্ব দৈহিক গঠন ও আকারের ওপরেই সৃষ্টি করেছিলেন। (সৃষ্টিকাল থেকেই) তাঁর দৈর্ঘ্য বা দেহের উচ্চতা ৬০ হাত ছিল। তাঁকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তা‘আলা সেখানে সমবেত এক দল ফেরেশতার কাছে তাঁকে যেতে বললেন এবং তাঁদের সালাম করার আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ নির্দেশও দিলেন, তাঁরা কিভাবে সালামের উত্তর দান করে তা আপনি লক্ষ্য করবেন। সেই উত্তরই আপনার এবং আপনার বংশের ও সন্তান-সন্ততিদের জন্য পারস্পরিক সালাম আদান-প্রদানের নিয়ম হবে।’ হযরত আদম (আ.) ফেরেশতাদের কাছে গিয়ে বললেন, ‘আস-সালামু আলাইকুম।’ ফেরেশতারা উত্তরে বললেন, ‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।’ সালাম তথা শান্তির শুভকামনা উত্তরে ফেরেশতাগণ তথা শান্তির শুভকামনা ছাড়াও বিশেষ (রহমত) করুণা লাভের জন্য প্রার্থনা করলেন। হযরত আদম (আ.)-এর দেহের আসল উচ্চতা ছিল ৬০ হাত যাঁরা বেহেশতে যাবেন তাঁরাও তখন সেই আদিমতম পরিমাপ ৬০ হাত উচ্চতা বিশিষ্টই হবেন। মধ্যবর্তী জাগতিক জীবনে আদম-সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য ধীরে ধীরে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমান পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছেছে।^২

«لَوْلَا بُنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَاءُ لَمْ تَخْنُ أَنْثَى رَوْجَهَا».

‘মাংস পাঁচে দুর্গন্ধময় হয় এর সূচনা বনী ইসরাঈলদের ঘটনা থেকে। আর স্ত্রী তার স্বামীকে প্রভাবিত করে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত করে এর সূচনা মা

^১ (ক) আত-তাবরীযী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, খ. ১, পৃ. ৩৬-৩৭, হাদীস: ১০০ (২২); (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩২, পৃ. ৪১৩, হাদীস: ১৯৬৪২; (গ) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ২২২, হাদীস: ৪৬৯৩; (ঘ) আত-তিরমিযী, *আল-জামি‘উল কবীর*, খ. ৫, পৃ. ২০৪, হাদীস: ২৯৫৫; হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৩১, হাদীস: ৩৩২৬; হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

হাউওয়া (আ.)-এর ঘটনা থেকেই। (আল্লাহর আদেশ অমান্য করে বনী ইসরাঈলগণ যখন বটের পাখির মাংস সঞ্চয় করতে শুরু করল, তখন থেকেই মাংস-পাঁচা শুরু হয়।)^১

‘সমস্ত রুহ বা আত্মা (বহু পূর্বে সৃষ্টি হয়ে এক বিশেষ স্থানে) সন্নিবেশিত ছিল। সেখানে যেসব আত্মার পরস্পর পরিচয় ও মিল হয়েছিল পৃথিবীতে আসার পর তাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ, প্রেম ও মিলন সংঘটিত হয়। আর যেসব আত্মার পরস্পরের মধ্যে গরমিল ছিল পৃথিবীতে আসার পর তাদের মধ্যে গরমিলই স্থাপিত হয়।’ [সহীহ আল-বুখারী]

«يَا آدَمُ! أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ

الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنْكَ الْجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا

نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَّغْنَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا

يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَهَئَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي،

اِذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ».

‘কিয়ামতের মাঠে যখন সুপারিশকারী সন্ধান করা হবে, সকলে আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এ কাজের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি।’ তারপর সবাই সমবেতভাবে হযরত আদম (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হবে এবং বলবে, ‘আপনি মানবজাতির আদি পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা‘আলা বিশেষ কুদরতের দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন, সেভাবেই আপনার মধ্যে আত্মা দান করেছিলেন, ফেরেশতাদের আপনার প্রতি সাজদা করার আদেশ দিয়ে আপনাকে সম্মানিত করেছিলেন এবং আপনাকে বেহেশতের মধ্যে স্থান দান করেছিলেন। আপনি আল্লাহ তা‘আলার কাছে আমাদের এ ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ করুন।’ কিন্তু হযরত আদম (আ.) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার ব্যপারে নিজের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্তভাবে হযরত নূহ (আ.)-এর কাছে যাওয়ার জন্য সকলকে পরামর্শ দেবেন।^২

^১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৩২-১৩৩, হাদীস: ৩৩৩০; হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৩৪, হাদীস: ৩৩৪০; হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম

পবিত্র কুরআনে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম

দশম নবী হযরত নূহ (আ.) আর্মেনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাইবেলের মতে, তিনি ৯৫০ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনা অনুসারে তিনি ১০৫০ বছর ১ মাস ১০ দিন জীবিত ছিলেন। ৪০ বছর বয়সে তিনি নুবুওয়াত পান, ৯৫০ বছর নবী হিসেবে ধর্ম প্রচার করেন, তারপর ৪০ দিন স্থায়ী মহাপ্লাবন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, জাহাজ থেকে অবতরণের পর অর্থাৎ প্লাবনের পর আরও ৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।^১

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٠﴾

‘আমি হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর জাতির কাছে রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম, তিনি তাদের কাছে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর (রাসূলরূপে) রইলেন। (এ দীর্ঘ দিনের চেষ্টায়ও তারা ঈমান আনল না।) ফলে সর্বগ্রাসী মহাপ্লাবন তাদের নিমজ্জিত করল। বস্তুত তারা ছিলও স্বেচ্ছাচারী।’^২

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٠﴾ قَالَ الْمَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ إِثْمًا لَّنْزِلِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَالَّةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

^১ (ক) আল-আলুসী, রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, খ. ৬, পৃ. ২৩৬; (খ) শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক, বুখারী শরীফ, খ. ৪, পৃ. ৩৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:১৪

وَلِتَتَّقُوا وَلِعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٣٠﴾ فَكَذَّبُوهُ فَاجْتَبَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَصِيَيْنَ ﴿٣١﴾

‘নিশ্চয় আমি হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ভিন্ন অন্য কেউ তোমাদের উপাস্য হতে পারে না। (এর ব্যতিক্রম করলে) নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর এক ভয়ঙ্কর দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি।’ উত্তরে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, ‘আমর তো এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তুমি স্পষ্টতর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে আছ।’ হযরত নূহ (আ.) বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে বিভ্রান্তির লেশমাত্র নেই, অবশ্যই আমি বিশ্বস্রষ্টা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হয়েছি।’ সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তার বাণী ও আদেশ-নিষেধসমূহই আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে থাকি এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এমন সব তথ্য জ্ঞাত হই যা তোমার জ্ঞাত নও। তোমারা কি আশ্চর্য হচ্ছে যে, তোমাদেরই মতো একজন মানুষের মাধ্যমে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের সতর্ক করার জন্য উপদেশবাণী আসল যাতে তোমার সংযত হও এবং আল্লাহ তা‘আলার করুণাপ্রাপ্ত হও?’ এত বোঝানো সত্ত্বেও তারা হযরত নূহ (আ.)-কে অমান্য করল, তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল। ফলে (তাদের ওপর প্লাবনের আকারে শাস্তি নেমে আসল)। আমি হযরত নূহ (আ.)-কে ও তাঁর সঙ্গীগণকে জাহাজে রেখে বাঁচালাম। আর যারা আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বলে অমান্য করেছিল, তাদের পানিতে ডুবিয়ে মারলাম, নিশ্চয় তারা ছিল একেবারে অন্ধের দল।’

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ۚ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٢﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَنَزَّلْنَا بِهٖ حَتَّىٰ جِيءَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتُ ۖ فَآوَيْنَا إِلَيْهِ ۖ إِنَّا صَنَعْنَا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَحِينَا فَآذَاءَ أَمْرُنَا ۖ فَارْتَحَتْنَا ۖ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تَحْطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿٣٤﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

‘তাঁর সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানগণ সর্বসাধারণকে বলে বেড়াল যে, ‘এই লোকটা তোমাদের মতো এজন মানুষ, সে তোমাদের মধ্যে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আল্লাহ তা‘আলা যদি প্রতিনিধি পাঠানোর ইচ্ছা করতেন তাহলে নিশ্চয়ই কোনো ফেরেশতাকে পাঠাতেন। এমন উদ্ভট কথা বাপ-দাদা ও আমরা শুনি। এ লোকটা পাগল ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা কিছু দিন অপেক্ষা কর!’ হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বললেন, ‘হে পালনকর্তা! আমাকে সাহায্য করুন, তারা তো আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে।’ তখন আমি তাঁর কাছে অহী মারফত আদেশ পাঠলাম, ‘আমার তত্ত্বাবধানে আমার আদেশ মতো তুমি একটা জাহাজ নির্মাণ কর। যখন আমার শাস্তি আরম্ভ হওয়ার সময় উপস্থিত হবে এবং ধরণী বিদীর্ণ হয়ে পানি উৎসারিত হতে আরম্ভ করবে তখন প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের এক একটা জোড়া এবং তোমার পরিজনবর্গকে জাহাজে তুলে নেবে, অবশ্য তাদের মধ্যে যার শাস্তি সম্পর্কে আমার আদেশ হয়ে গেছে সে উঠতে পারবে না। আর একটা কথা এই যে, যারা অন্যায়কারী, বিদ্রোহী তাদের সম্পর্কে আমার কাছে কোনো অনুরোধ করবে না, তাদের অবশ্য অবশ্যই নিমজ্জিত করে হত্যা করা হবে। যখন তুমি আপন সঙ্গীদের নিয়ে জাহাজে গিয়ে বসবে তখন বলবে সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য যিনি আমাকে অত্যাচারীদের কবল থেকে পরিত্রাণ করলেন।’^১

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا ۖ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۖ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَأُوتِي إِلَىٰ جِبَلٍ يَّغْصُنُنِي مِنَ الْمَاءِ ۖ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝ وَقِيلَ يٰأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْبَأْ أَفْلَحِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكَمِينَ ۝ قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعْطَكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قِيلَ يُنُوحُ اهْبِط بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:৫৯-২৪-২৮

مَعَكَ ۖ وَأُمُّ سُبَيْحَهُمْ ثُمَّ يَبْسُطُ سِتْرًا عَذَابُ الْيَمِّ ۝ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

‘হযরত নূহ (আ.) সকলকে বলল, ‘তোমরা এই জাহাজে উঠে যাও, আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার অতিশয় মেহেরবান এবং ক্ষমাপরায়ণ।’ জাহাজ পাহাড় সমান ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে তাঁদের সকলকে নিয়ে চলতে লাগল। হযরত নূহ (আ.)-এর এক পুত্র জাহাজ থেকে দূরে অবস্থান করছিল। হযরত নূহ (আ.) তাকে ডেকে বললেন, ‘হে আমার স্নেহের পুত্র! আমাদের সঙ্গে উঠে পড়, কাফিরদের সঙ্গে থেকে না।’ উত্তরে সেই পুত্র বলল, ‘আমি এখনই কোনো পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছি, পাহাড় আমাকে প্লবান থেকে রক্ষা করবে।’ হযরত নূহ (আ.) বললেন, ‘আজ আল্লাহর শাস্তির হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। অবশ্য আজ আল্লাহ যাকে রক্ষা করবেন।’ (পুত্র পিতার কথা মানল না) এবং একটা বিরাট তরঙ্গ তাদের উভয়ে মধ্যে অন্তরায় হল, সঙ্গে সঙ্গে পুত্র নিমজ্জিত হল। (অন্যান্য কাফির দলও প্লাবনে নিমজ্জিত হল) এবং (তখন) আদেশ দেওয়া হল, ‘হে মৃত্তিকা! তোমার উগত পানি শোষণ করে নাও এবং হে আকাশ! বর্ষণ বন্ধ কর।’ ফলে পানি অপসারিত হল এবং দুর্যোগের অবসান হল, যার ফলে জাহাজ জুদী পর্বতের ওপর থেমে গেল। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলল, ‘হে আমার পালনকর্তা! আমার পুত্র তো আমার পরিবারবর্গেরই একজন এবং আপনার প্রতিশ্রুতি একান্ত সত্য। আপনি সর্বশক্তিমান, সর্বোপরি এখতিয়ারের মালিক (আমার পুত্রকে রক্ষার ব্যবস্থা আপনি করতে পারেন।)’ আল্লাহ তা‘আলা উত্তরে বললেন, ‘হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার আদর্শের বিপরীত অসৎকর্মপরায়ণ। অতএব যে বিষয়ে তুমি অবগত নও, সে বিষয়ে আমার কাছে কোনো আবেদন করো না।’ হযরত নূহ (আ.) বললেন, ‘হে পালনকর্তা! আমি আপনার কাছে আবেদন না করি, যদি আপনি আমাকে মার্জনা না করেন এবং আমার প্রতি বিশেষ করুণা প্রদর্শন না করেন তাহলে আমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।’ (অবশেষে) অনুমতি আসল, ‘হে নূহ! অবতরণ কর শান্তি ও সর্ববিধ কল্যাণ-সহকারে, তোমার ওপর এবং তোমার সঙ্গীদের ওপর। পক্ষান্তরে (পরবর্তী) বংশধরদের মধ্যে অপর একটা এমন দলও হবে যাদের আমি ক্ষণস্থায়ী উপস্থিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করব। তারপর তাদের ওপর আমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক শান্তি।’^১

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْهٰجِيُوْنَ ۝ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝ وَجَعَلْنَا
دُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبٰقِيْنَ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝ سَلَّمَ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعِلِّيْنَ ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى
الْمُحْسِنِيْنَ ۝

‘নূহ আমার কাছে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর ডাকে আমি উত্তমরূপে সাড়া দিয়েছিলাম। তাঁকে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে ভয়ঙ্কর বিপদ হতে রক্ষা করেছিলাম। এরপর একমাত্র তাঁর বংশধরদেরই ধরাপৃষ্ঠে অবশিষ্ট রেখেছি এবং তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে একথা রেখে দিলাম, ‘সালাম নূহের প্রতি বিশ্বমানবের মধ্যে। আমি পুণ্যবান বান্দাদের এভাবে পুরস্কৃত করে থাকি।’”

পবিত্র হাদীসে হযরত নূহ আলাইহিস সালাম

«يٰحِيَّ نُوحٌ وَّأُمَّتُهُ، فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى، هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ اَيَّ رَبِّ،
فَيَقُوْلُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَغَكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَّبِيٍّ، فَيَقُوْلُ لِنُوْحٍ: مَنْ
يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ ﷺ وَأُمَّتُهُ، فَتَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَغَ».

‘হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর উম্মতেরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলার দরবারে উপস্থিত হবেন। আল্লাহ হযরত নূহ (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করবেন, ‘আপনি ধর্মপ্রচার করেছিলেন কি?’ তিনি উত্তর দেবেন, ‘হে পরওয়ারদেগার! হ্যাঁ।’ তারপর আল্লাহ তাঁর উম্মতদের জিজ্ঞাসা করবেন, ‘হযরত নূহ (আ.) কি তোমাদের কাছে ধর্মপ্রচার করেছিলেন?’ তারা বলবে, ‘না-না, আমাদের কাছে কখনো কোনো নবী আসেননি।’ আল্লাহ হযরত নূহ (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করবেন, ‘আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন কে?’ হযরত নূহ (আ.) বলবেন, ‘হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর উম্মত।’ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তখন আমরা সাক্ষ্য দেব যে, হ্যাঁ, নূহ ধর্মপ্রচার করেছিলেন।’”

^১ আল-কুরআন, সূরা আস-সাফ্ফাত, ৩৭:৭৫-৮০

^২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৩৪, হাদীস: ৩৩৩৯; হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম

পবিত্র কুরআনে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম

এখন থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ অথবা ২২০০ অব্দে এশিয়ার অন্তর্গত ইরাকের সুপ্রসিদ্ধ বাবেল বা ব্যাবিলন অঞ্চলে ফান্দানে আরামের অন্তর্গত ‘ওর’ নামক বসতিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন। তাওরাতের বর্ণিত বিবরণ থেকে জানা যায় হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র ‘সাম’-এর বংশে সামের আট পুরুষ পরে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্ম। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতাকে তাওরাতের ‘তারেখ’ এবং কুরআন ‘আযার’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এরই উত্তরপুরুষ। মুসলমানদের খাতনাপ্রথা, কুরবানী প্রথা, যমযম, মক্কা শরীফ, কা’বা শরীফ ইত্যাদির মূল উৎস হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا لِلَّهِ ۖ إِنَّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونُ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَىٰ الْقَمَرَ بَازِعًا ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ ۖ ثُمَّ يَهْدِي رَبِّي ۖ لَا كُفُونُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝ فَلَمَّا رَأَىٰ الشَّمْسَ بَازِعَةً ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقِيمُ رَبِّي بِرَبِّي ۖ مِمَّا تَشْكُونَ ۝ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

‘স্মরণ কর, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতা আযরকে বলেছিলেন, ‘আপনি কি মূর্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।’ এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই, যাতে তিনি নিশ্চিত

বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর রাতের অন্ধকার যখন তাঁকে আচ্ছন্ন করল, তখন সে নক্ষত্র দেখে বললেন, ‘এটিই আমার প্রতিপালক।’ তারপর যখন তা অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, ‘যা অস্তমিত হয়, তা আমি পছন্দ করি না।’ তারপর যখন তিনি চন্দ্রকে উদিত হতে দেখলেন তখন বললেন, ‘এটিই আমার প্রতিপালক।’ তারপর যখন তা অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, ‘আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।’ তারপর যখন তিনি সূর্যকে উদিত হতে দেখলেন তখন বললেন, ‘এটিই আমার মহান প্রতিপালক।’ যখন তাও অস্তমিত হল তখন তিনি বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর অংশী কর তা থেকে আমি নির্লিপ্ত। নিশ্চয় আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।’^১

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُسُدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ
التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِشْقُونَ ۖ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۖ قَالَتْ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ
وَأَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۖ قَالُوا إِنْ كُنْتُمْ بِالْحَقِّ أُمْرَ أَنْتُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ قَالَتْ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۖ وَآنَا عَلَىٰ ذِكْرِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۖ وَتَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ أَصْنَاكُمْ
بَعْدَ أَنْ تُولُؤْا مُدْبِرِينَ ۖ فَجَعَلَهُمْ جُنُودًا إِلَّا كَثِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۖ قَالُوا مَنْ
فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۖ قَالُوا سَبْعُونَ مِائَةً دِينَارًا لِلَّذِينَ يُبْرِهِيمُ ۖ قَالُوا
فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۖ قَالُوا أَمْ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَتْنَا يَا بَرْهِيمُ ۖ قَالَتْ
قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظِقُونَ ۖ فَرجَعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ
أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ۖ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ ۖ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۖ قَالُوا أَتَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ قَالُوا أَفِ لَكُمْ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ۖ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ۖ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ ۖ وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِسِرِينَ ۖ

‘আমি অবশ্য এর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ভালো-মন্দ বিচারের জন্য জ্ঞান দিয়েছিলাম। যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে

বললেন, ‘এই যে মূর্তিগুলোর তোমরা পূজা করছ এগুলো কি?’ তারা বলল, ‘আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এদের পূজা করতে দেখেছি।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা নিজেরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ, তোমাদের পিতৃপুরুষেরাও ছিল।’ তারা বলল, ‘তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছ, না কৌতুক করছ?’ তিনি বললেন, ‘বরং তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। আল্লাহর শপথ! তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্পর্কে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করবো। তার তিনি তাদের বড় মূর্তিটা ছাড়া অন্যান্য মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন, যাতে তারা এর শরণাগত হয়। তারা বলল, ‘আমাদের দেবতাদের প্রতি এমন আচরণ কে করল? নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘনকারী।’ কেউ কেউ বলল, ‘এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি। তার নাম ইবরাহীম।’ তারা বলল, ‘তাকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত কর, সকলেই তাকে দেখুক।’ (তাকে উপস্থিত করা হল।) তারা বলল, ‘হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের দেবতাদের প্রতি এ ধরনের (আচরণ) করেছে? তিনি বললেন, ‘বরং এই বড় মূর্তিটাই এ কাজ করেছে, তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ না যদি তারা কথা বলতে পারে।’ তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, ‘তোমরাই সীমালঙ্ঘনকারী।’ তারপর তাদের মস্তক অবনত হল এবং তারা বলল, ‘ইবরাহীম! তুমি তো বোকাই, এই মূর্তিগুলো কথা কলতে পারে না।’ হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, ‘তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছু উপাসনা কর যা তোমাদের কোনো উপকার অথবা অপকার করতে পারে না? ধিক তোমাদের এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদের। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?’ তারা বলল, ‘তবে তাকে (ইবরাহীমকে) পুড়িয়ে দাও, তোমাদের দেবতাদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।’ (তারা ইবরাহীমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল)। আমি বললাম, ‘হে অগ্নি, তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও।’ তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।”^১

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِيَّايَ فِي الْمَنَامِ إِنْ أَرَادَ بِكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۖ
قَالَ يَآبَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আমিয়া, ২১:৫১-৭০

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ
الْبَئِیْنُ ﴿٢١﴾ وَقَدْ يَنْبَغُ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٢٣﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٢٤﴾

‘তিনি পুত্র (ইসমাইল) যখন পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে চলাফেরা করার মতো বয়সপ্রাপ্ত হলেন তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, ‘হে বৎস! আমি স্বপ্ন দেখিছি, আমি তোমাকে যবাই করছি। এখন তুমি ভেবে দেখ, তোমার মতামত কি?’ পুত্র উত্তর দিলেন, ‘হে আমার পিতা! আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা সম্পন্ন করুন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল দেখতে পাবেন।’ তারপর যখন আল্লাহ তা‘আলার আদেশ পালনার্থে পিতা-পুত্র পূর্ণ অনুগত হয়ে আসলেন, পিতা পুত্রকে নিম্নমুখে শায়িত করলেন এবং আমি পিতাকে এই বলে ডাকলাম, ‘হে ইবরাহীম! নিশ্চয় তুমি স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছ, এর ধরনের প্রতিদান আমি নিষ্ঠাবান সৎকর্মশীল সমস্ত ব্যক্তিকেই দান করে থাকি। নিশ্চয় এটা মস্ত বড় কঠিন পরীক্ষা ছিল এবং (কুরবানীর উদ্দেশ্যে) যবাই করার মতো একটা পশু (দুশ্বা) পুত্রের বদলে দান করলাম। আর পরবর্তী লোকদের মধ্যে তাঁর এই মযাদা প্রতিষ্ঠিত করলাম যে, সকলেই কলবে, ইবরাহীমের প্রতি সালাম।’^১

পবিত্র হাদীসে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

«إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاءَ عُرَاءَ غُرْلًا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ
وَعَدًّا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء]، وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ».

‘হিসাব-নিকাশের জন্যে হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষকে পুনর্জীবিত করা হবে, এই অবস্থায় তারা নগ্ন পদ, নগ্ন দেহ এবং খতনাবিহীন হবে।’ হযরত নবী (সা.) আপন উক্তির সমর্থনে পবিত্র কুরআনের এই বাক্যটি আবৃত্তি করলেন, ‘আমি তোমাদের প্রথমে যে অবস্থায় সৃষ্টি ও ভূমিষ্ট করেছিলাম সেই অবস্থাতেই পুনর্জীবিত করব।’ এ আমার অটল সিদ্ধান্ত, এ আমি করবই। কিয়ামতের দিন যাকে সর্বপ্রথম কাপড় পরানো হবে তিনি হবেন ইবরাহীম (আ.)।^২

^১ আল-কুরআন, সূরা আস-সাফ্বাত, ৩৭:১০২-১০৯

^২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৩৯, হাদীস: ৩৩৪৯; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

«اِخْتَنَ اِبْرَاهِيْمُ ﴿١٥﴾ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةٍ بِالْقُدُوْمِ».

‘আব্রাহর নবী ইবরাহীম (আ.) ৮০ বছর বয়সে কুঠারের সাহায্যে নিজ হাতে নিজের খাতনা করেছিলে।’

«لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ ﴿١٦﴾ اِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللّٰهِ ﴿١٧﴾، قَوْلُهُ ﴿١٨﴾ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿١٩﴾ [الصفات] . وَقَوْلُهُ: ﴿٢٠﴾ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا ﴿٢١﴾ [الانبياء] . وَقَالَ: بَيْنَا هُوَ ذَاتُ يَوْمٍ وَسَارَةُ، اِذْ اَتَتْ عَلٰى جَبَّارٍ مِّنْ اٰلِ جَبَابِرَةٍ، فَقِيْلَ لَهُ: اِنَّ هٰذَا رَجُلًا مَّعَهُ اَمْرَةٌ مِّنْ اَحْسَنِ النَّاسِ، فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَاَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَ: اُخْتِيْ، فَاتَتْ سَارَةَ قَالَتْ: يَا سَارَةُ: لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِيْ وَغَيْرِكَ، وَاِنَّ هٰذَا سَاَلَنِيْ فَاُخْبِرْتُهُ اَنَّكَ اُخْتِيْ، فَلَا تُكَذِّبِيْنِيْ، فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبٌ يَتَنَاوَلُ هَا بِيَدِهِ فَاُخِذَ، فَقَالَ: ادْعِيْ اللّٰهَ لِيْ وَلَا اَصْرُكَ، فَدَعَتْ اللّٰهَ فَاُطْلِقْ، ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَاُخِذَ مِثْلَهَا اَوْ اَشَدَّ، فَقَالَ: ادْعِيْ اللّٰهَ لِيْ وَلَا اَصْرُكَ، فَدَعَتْ فَاُطْلِقْ، فَدَعَا بَعْضُ حَجَبِيَّتِهِ، فَقَالَ: اِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُوْنِيْ بِاِنْسَانٍ، اِنَّمَا اَتَيْتُمُوْنِيْ بِشَيْطَانٍ، فَاُخْدَمَهَا هَاجِرٌ، فَاتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَاَوْمَأَ بِيَدِهِ: مَهْبَا، قَالَتْ: رَدَّ اللّٰهُ كَيْدَ الْكَافِرِ، اَوْ الْفَاجِرِ، فِيْ نَحْرِهِ، وَاُخْدَمَ هَاجِرٌ». قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ تِلْكَ اُمُّكُمْ يَا بَنِيْ مَاءِ السَّمَاءِ.

হযরত ইবরাহীম (আ.) কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি, কেবল ৩টি ঘটনায় তিনি আপন উদ্দেশ্যকে একাধিক অর্থবোধক উক্তির আবরণে ব্যক্ত করেছিলেন। তার মধ্যে নিছক আব্রাহর উদ্দেশ্যে (যে) দুটো ছিল:

১. একটা হচ্ছে, (মূর্তি) ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে ঘরে থাকবেন বলে সবার সঙ্গে মেলায় না যাওয়ার কারণ হিসাবে) তিনি বলেছিলেন, ‘আমি রুগণ।’
২. অপরটা হল, তিনি বলেছিলেন, ‘বরং তাদেরই এই বড় মূর্তিটা এ কাজ করেছে।’

^১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৪০, হাদীস: ৩৩৫৬; হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

৩. আর তৃতীয় ঘটনার বিবরণ এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন আপন স্ত্রী হযরত সারাহ (বা সায়েরা) (আ.)-কে সঙ্গে নিয়ে মাতৃভূমি (ব্যাবিলন) ত্যাগ করে এসেছিলেন, তখন (মিসরের অন্তর্গত) একটা জায়গায় হাজির হন। সেখানকার রাজা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও অত্যাচারী ছিলেন। সেই রাজাকে খবর দেওয়া হল যে, এ অঞ্চলে একজন বিদেশি এসেছে যার সঙ্গে এক পরমাসুন্দরী রমণী আছেন। রাজা সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে জানতে চাইলেন যে, সঙ্গী রমণীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি? হযরত ইবরাহীম (আ.) সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘আমার ভগ্নী’ এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে হযরত সারাহ (আ.)-এর কাছে এসে ‘ভগ্নী’ বলার বাস্তব উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝিয়ে বললেন, ‘হে সারাহ! বর্তমান পৃথিবীতে মুমিন কেবল তুমি এবং আমি (আর মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভগ্নী, তাই) এই অত্যাচারী রাজার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি বলেছি, ‘তুমি আমার ভগ্নী’। অতএব আমার উজ্জিকে তুমি মিথ্যা বলে না। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ.) অযু করে নামাযে দাঁড়ালেন। এ দিকে সেই (অত্যাচারী) রাজা লোক পাঠিয়ে হযরত সারাহ (আ.)-কে আনাল। (তারপর) যখন রাজা তাঁর প্রতি হাত বাড়াল তখনই সে আল্লাহর রোষে শ্বাসরুদ্ধ হল। তখন সে (রাজা) বলল, ‘আমার জন্যে দুআ করুন, আমি আপনাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেব না।’ হযরত সারাহ (আ.) দুআ করলেন। (ফলে সে বিপদমুক্ত হল এবং) পুনরায় তাঁর দিকে হাত বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সে পূর্বাপেক্ষা কঠিন অবস্থায় পতিত হল। এবারেও সে দুআর জন্য নিবেদন করল এবং তাঁকে কষ্ট দেবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিল। হযরত সারাহ (আ.) দুআ করলেন, সে রেহাই পেল। (তখন সে) একজন দারোয়ানকে ডাকিয়ে বলল, ‘তোমরা যাকে এনেছ তাকে মানুষ বলে’ মনে হয় না, সে জিন-পরী হবে।’ সেই মতে তাঁর সেবার জন্যে সে হাজারা নামী এক রমণীকে উপহার দিল। হযরত সারাহ (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে ফিরে আসলেন, তিনি তখনো নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হাত-ইশারা করে কি ঘটনা ঘটেছে তা জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত সারাহ (আ.) বললেন, ‘কাফির রাজার সকল প্রয়াসকে আল্লাহ তা‘আলা তারই বিপদে রূপান্তরিত করে আমাকে রক্ষা করেছেন, আর রাজা হযরত হাজারা (আ.)-কে আমার সেবার জন্য দান করেছে।’

উক্ত হাদীস বর্ণনা করে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বললেন, ‘হে আরব্বাসিগণ! এ হযরত হাজারা (আ.)-ই তোমাদের আদিমাতা।’

^১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৪০, হাদীস: ৩৩৫৭; হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمُنْطَقَ مِنْ قَبْلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعْفِي
 أَثَرَهَا عَلَى سَارَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَابِنَهَا إِسْمَاعِيلُ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، حَتَّى
 وَضَعُوهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ، فَوْقَ رَمْزَمٍ فِي أَعْلَى الْـ مَسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ
 يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعُوهَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ،
 وَسِقَاءٌ فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ!
 أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا هَذَا الْوَادِي، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ
 مِرَارًا، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: اللَّهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَتْ:
 إِذْنٌ لَا يُضَيِّعُنَا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَاَنْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا
 يَرُونَهُ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: رَبِّ
 ﴿إِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴿٥﴾﴾ [إبراهيم] - حَتَّى بَلَغَ -
 ﴿يَشْكُرُونَ ﴿٥﴾﴾ [إبراهيم]، وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ
 ذَلِكَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا نَقَدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ
 يَتَلَوَّى، أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ، فَاَنْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتْ الصِّفَا أَقْرَبَ
 جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا
 فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصِّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِي رَفَعَتْ طَرْفَ دِرْعِهَا،
 ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الـ جَهْهُودَ حَتَّى جَاوَزَتْ الْوَادِي، ثُمَّ أَتَتْ الـ مَرُوءَةَ
 فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَعَ مَرَّاتٍ.
 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا»، فَلَمَّا
 أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرُوءَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فَقَالَتْ صَهْ - تُرِيدُ نَفْسَهَا -، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ،
 فَسَمِعَتْ أَيْضًا، فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ، فَإِذَا هِيَ بِالْ مَلِكٍ

بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ أَنَسَ شَيْئًا، فَقَالَ: هَلْ جَاءَ كُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلْنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلْنِي كَيْفَ عَيْشُنَا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ، قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكَ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ غَيْرَ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَلِكَ أَبِي، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكَ، الْحَقِّي بِأَهْلِكَ، فَطَلَقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدَ فَلَمَّ يَحِدُهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ، فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا، قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ، فَقَالَتْ: نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ، وَأَنْتَ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ اللَّحْمُ، قَالَ فَمَا شَرِبُكُمْ؟ قَالَتِ الْمَاءُ. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حُبٌّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ». قَالَ: فَهَمَّا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بَغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ، قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ فَأَقْرِئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَمُرِيهِ يُثَبِّتْ عَتَبَةَ بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَنَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ، وَأَنْتَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلْنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَا بِخَيْرٍ، قَالَ: فَأَوْصَاكَ بِشَيْءٍ، قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ، قَالَ: ذَلِكَ أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَ، ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ رَمَزَمَ، فَلَمَّا رَأَاهُ قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ، ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ، إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ، قَالَ: فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ، قَالَ: وَتُعِينُنِي؟ قَالَ: وَأُعِينُكَ، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَاهُنَا بَيْتًا، وَأَشَارَ إِلَى أَكْمَةِ مُرْتَفَعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا

الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْـحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي، حَتَّى إِذَا
 ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ، جَاءَ هَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ
 الْحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة]، قَالَ:
 فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولَانِ: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة].

‘হযরত হাজারা (আ.)-এর গর্ভে (প্রথম) হযরত ইসমাইল (আ.)-এর
 জন্ম হলে হযরত সারা (আ.)-এর মনে নারীসূলভ স্বপত্নী বিদ্বেষ জাগল।
 হযরত হাজারা তা দূর করতে সচেষ্ট হলেন। বিবি হাজারা (আ.)-ই প্রথম
 নারী যিনি পরিচালিকা নারীদের (মতো) কোমরে কাপড় বাঁধার রীতি অবলম্বন
 করেন। তিনি সাধারণ পরিচালিকার মতো কোমরে কাপড় বেঁধে বিবি সারা
 (আ.)-এর মনের দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্য তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।
 (কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং বিবি সারা
 (আ.)-এর মধ্যেও কিছুটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, তখন (আল্লাহর
 আদেশক্রমে) হযরত ইবরাহীম (আ.) শিশুপুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) ও বিবি
 হাজারা (আ.)-কে (দূর দেশে রেখে আসার জন্য) তাঁদের নিয়ে বের হলেন।
 তাঁদের সঙ্গে ছোট এক মশক পানি ছিল, পথে তারা সেই পানি পান করতেন
 এবং শিশু মাতার দুগ্ধ পান করত। এভাবে তাঁরা (বর্তমানে) মক্ক নগরী
 যেখানে অবস্থিত সেখানে পৌঁছলেন। (তারপর) হযরত ইবরাহীম (আ.) মা ও
 শিশুকে বড় একটা গাছের তলায় রাখলেন। তখন এই এলাকায় কোনো
 মানুষজন ছিল না এবং পানিরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তিনি তাঁদের কাছে
 শুধু একটা থলের মধ্যে কিছু খোরমা এবং মশকের মধ্যে সামান্য পরিমাণ পানি
 দিয়ে আসলেন। এ অবস্থায় শিশু ও তাঁর মাকে সেখানে রেখে হযরত
 ইবরাহীম (আ.) তাঁর (ফিলিস্তিনস্থ) গৃহজনের দিকে রওনা হলেন। যখন
 হযরত ইবরাহীম (আ.) শিশু ও তাঁর মাকে পরিত্যাগ করে বিপরীতে দিকে
 চলে আসছিলেন তখন মা হাজারা (আ.) তাঁর পেছনে ছুটতে লাগলেন এবং
 চিৎকার করে বলতে লাগলেন, ‘হে ইবরাহীম! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? অথচ
 আমাকে এমন জায়গায় রেখে যাচ্ছেন যেখানে কোনো মানুষ নেই, পানাহারের
 কোনো ব্যবস্থা নেই।’ তিনি বারবার এভাবে বলতে লাগলেন, কিন্তু হযরত
 ইবরাহীম (আ.) তাঁর দিকে আদৌ তাকালেন না, তাঁর দৃষ্টি ও গতি সামনের
 দিকেই। শেষে হযরত হাজারা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কি আল্লাহ

তা‘আলার আদেশেই এ কাজ করলেন?’ উত্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, ‘হ্যাঁ।’ উত্তর শুনে হযরত হাজারা (আ.) সান্ত্বনা লাভ করলেন এবং নির্ভিক চিত্তে বললেন, ‘তাহলে আমাদের কোনো ভয় নেই, আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন।’ বিবি হাজারা (আ.) এও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘আপনি আমাদের এই জনশূন্য স্থানে কার আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছেন?’ উত্তরে হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, ‘আল্লাহর আশ্রয়ে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।’ এই বলে তিনি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পেছন ছেড়ে চলে আসলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) শিশুপুত্র ও তাঁর মাকে পরিত্যাগ করে পেছন দিকে না তাকিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। যেখানে স্ত্রীপুত্রের নজরে পড়ার সম্ভাবনা আর নেই যখন (সেই) গিরিপথের বাঁকে পৌঁছেলেন, তখন [হযরত আদম (আ.) কর্তৃক নির্মিত প্রায় চিহ্নহীন] কা‘বাগৃহের (স্থানের) দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং হাত তুলে মুনাজাত করলেন,

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

‘হে পালনকর্তা! আমি জনশূন্য মরুর বুকে তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে আমার পরিজনদের বসতি স্থাপন করে যাচ্ছি এই উদ্দেশ্যে যে তারা নামাযকে (এবং তোমার ইবাদত-বন্দেগীকে) দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করবে। হে প্রভু! তুমি আরও লোকের মতো এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও যেন এর জনহীনতা দূর হয়ে যায়। আর ফলমূলাদি খাদ্য-দ্রব্যের আমদানি করে পানাহারের ব্যবস্থা করে দাও যাতে মানুষ তোমার দান উপভোগ করে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।’

বিবি হাজারা (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পশ্চাত পরিত্যাগ করে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। মশকের পানি তিনি নিজে পান করতেন এবং শিশুকে বুকের দুধ পান করাতেন। কিছু দিনের মধ্যেই পানি ফুরিয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও ভীষণভাবে তৃষ্ণাগত হয়ে পড়লেন এবং শুষ্কতার দরুন বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায় শিশুও তৃষ্ণাকাতর হয়ে পড়ল। এমনকি চোখের সামনে শিশুপুত্র পিপাসায় ছটফট কতে লাগল। তখন মা হযরত হাজারা (আ.) চোখের মামনে শিশুপুত্রের এই দূরাবস্থা সহ্য কতে না পেরে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং নিকটতম ‘সাফা’ পর্বতের উপরে উঠে কারো খোঁজ পাওয়া যায় কিনা (তা দেখার জন্যে) এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন,

কিন্তু কোন কিছুই সন্ধান পাওয়া গেল না। সুতরাং তিনি দ্রুত সাফা পর্বত থেকে এরই সম্মুখস্থ স্থানটা অপেক্ষাকৃত নীচু (সেখান থেকে শিশু ইসমাইলকে দেখা যাচ্ছিল না, তাই) তিনি পড়ি-মরি হয়ে ছুটে (নীচু) জায়গাটা পার হয়ে গেলেন। তারপর ‘মরওয়া’ পর্বতের উপরে উঠে চারদিকে তাকালেন, কিন্তু কোনো কিছুই সন্ধান পেলেন না। এভাবে দিশাহারা হয়ে তিনি (কাতরকণ্ঠে আল্লাহ তা‘আলাকে ডাকতে ডাকতে) ওই পর্বতদ্বয়ের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। এমনকি বারবার (এ) দৌড়াদৌড়ির সংখ্যা সাতে গিয়ে দাঁড়াল।

বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, নবী (সা.) উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, ‘বিবি হাজারা (আ.) কর্তৃক সেই পর্বতদ্বয়ে আসা-যাওয়া করার স্মরণেই আজও হজ্জব্রত পালনকারীগণ হজ্জের একটা বিশেষ অঙ্গ হিসেবে ওই পর্বতদ্বয়ের মধ্যে (বিভিন্ন দুআ ও যিক্র করতে করতে) ৭ বার আসা-যাওয়া করে থাকেন।’ [বর্তমানে উল্লিখিত নীচু স্থানটা যদিও সমতল, তবুও শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে হজ্জ পালনকারীদের মা হযরত হাজারা (আ.)-এর মতোই দৌড়ে স্থান অতিক্রম করতে হয়]। বিবি হাজারা (আ.) সপ্তমবার মারওয়া পর্বতে ওঠার পর শিশুর অবস্থা দেখার উদ্দেশ্যে তার কাছে ফিরে আসার ইচ্ছা করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি পরিপূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে সেই শব্দের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং পুনরায় শব্দ শুনলেন। এবার তিনি বললেন, ‘তোমার শব্দ তো আমাকে শুনিয়েছ, যদি সাহায্য করার কোনো ব্যবস্থা তোমার কাছে থাকে তবে সাহায্য কর।’ তখন তিনি (শিশু ইসমাইলের কাছে বর্তমান) যমযম কূপের জায়গায় একজন ফেরেশতা তাঁর পায়ে গোড়ালির আঘাতে সেখানে গর্ত করলেন, তা থেকে পানি উথলে উঠতে লাগল। বিবি হাজারা (আ.) বিস্মিত হলেন এবং হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে তার চার দিকে বাঁধ সৃষ্টি করে তাকে কূপে পরিণত করলেন। তারপর অঞ্জলি পূর্ণ করে মশকে পানি ভরতে লাগলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করে হযরত নবী (সা.) বললেন, ‘ইসমাইলের মায়ের প্রতি আল্লাহ করুণা বর্ষণ করুন, তিনি যদি তখন পানির চার দিকে বাঁধ না দিতেন তবে যমযমের সেই পানি (কূপে পরিণত না হয়ে) প্রবাহমান ঝর্ণায় (তথা নদীতে) পরিণত হত।’ বিবি হাজারা (আ.) এই পানি পান করে দিন কাটাতে লাগলেন, ফলে তাঁর বুকে দুধের সঞ্চয় হল, শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ পান করাতে লাগলেন। ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে এই সান্ত্বনাও

দিয়েছিলেন যে, এ পানি ফুরিয়ে যাবে আর আপনি বিপদে পড়বেন এমন আশঙ্কা কখনো করবেন না। জেনে রাখুন এখানেই আল্লাহ তা‘আলার ঘরের স্থান নির্দিষ্ট আছে এবং এ শিশু তাঁর পিতার সঙ্গে সেই ঘর পুনর্নির্মাণ করবেন। এই ঘরের নির্মাতাগণকে আল্লাহ তা‘আলা ধ্বংস করবেন না। কখনো হতে পারে না। সে সময় [মহাপ্রাবনে হযরত নূহ (আ.)-এর ভগ্নাবশেষ] আল্লাহর ঘরের নিদর্শন ভিটাটুকু মাটির উপরে উঁচু একটা টিবির মতো ছিল। তাও পাহাড়ি অঞ্চল থেকে আগত (প্রাচীন) বন্যায় ভগ্নপ্রায় হয়েছিল। বিবি হাজারা (আ.) একাকী এখানে বসবাস করতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যে (ইয়েমেন দেশীয়) জুরহুম (বা জুরহাম) গোত্রের কিছু লোক এ স্থান অতিক্রম করার সময় নিকটবর্তী একটা জায়গার আশ্রয় নিল। তারা হঠাৎ দেখতে পেল কতকগুলো পাখি কোনো একটা জিনিষকে কেন্দ্র করে উড়ছে। এটা দেখে তারা অনুমান করল যে, এই তৃষগর্ত জীবগুলো নিশ্চয় পানিকে কেন্দ্র করে উড়ছে। তারা আশ্চর্য হল এই ভেবে যে, আমরা তো এখানে বহুবার এসেছি। এখানে কখনো পানি দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রকৃত সংবাদ জানার জন্য সেখানে দুয়েকজন লোক পাঠাল। লোকেরা পানির সংবাদ আনলে তারা সবাই সেখানে উপস্থিত হয়ে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মা বিবি হযরত হাজারা (আ.)-কে দেখতে পেল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, ‘আমরা এখানে বসতি স্থাপন করতে চাই অনুমতি দেবেন কি? বিবি হাজারা (আ.) বললেন, অনুমতি দিতে পারি, কিন্তু এই কূপের ওপর তোমাদের কোনো স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। তারা এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সেখানে বসবাস আরম্ভ করল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, হযরত নবী (সা.) বলেছেন, ‘বিবি হাজারা (আ.) লোক সাহচর্যের আশা করছিলেন, তিনি সেই সুযোগ পেয়ে গেলেন। ওই পর্যটকদল সেখানে বসতি স্থাপন করল, তার ওপর তারা নিজেদের আরো লোক খবর দিয়ে সেখানে আবাদ করল, এভাবে সেখানে কয়েকটা পরিবারের একটা বসতি বসে গেল। এ দিকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এরও বয়স ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ‘জুরহুম’ গোত্রের কাছ থেকে তাদের ‘আরবী’ ভাষা শিক্ষা করে নিলেন, তার ফলে তিনি জুরহুম গোত্রের লোকদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) পূর্ণ যুবক তখন তারা নিজেদের একটা মেয়েকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিল। বিয়ের পর হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মা বিবি হাজারা (আ.) ইহলোক ত্যাগ করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) আপন পরিজনদের অবস্থা পরিদর্শন করার জন্য সেখানে আসলেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) তখন বাড়ি ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীর কাছে হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল

(আ.)-এর খবর জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী বললেন, তিনি শিকার করে আহাৰ্য সঞ্গ্রহের জন্য কোথাও বেরিয়েছেন। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্রবধূকে তাদের জীবনযাত্রার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। পুত্রবধূ বললেন, ‘আমার অতিশয় দূরবস্থা, দারিদ্র ও দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছি।’ (পুত্রবধূ কিন্তু শ্বশুরকে চিনতে পারেননি।) হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, ‘তোমার স্বামী বাড়ি আসলে তাকে আমার সালাম জানিও এবং বলো যে, সে যেন তার ঘরের দুয়ারের চৌকাঠ বদলে নেয়।’ এই বলে হযরত ইবরাহীম (আ.) চলে গেলেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) বাড়ি পৌঁছে আপন পিতার উপস্থিতির আভাস অনুভব করলেন। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বাড়িতে কোনো অতিথি এসেছিলো কি? স্ত্রী উত্তর দিল, ‘হ্যাঁ, এই এই রকম আকৃতির এক বৃদ্ধ এসেছিলেন। তিনি এসে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমি বলেছি যে, আমরা অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে আছি।’ হযরত ইসমাঈল (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আদেশ করে গিয়েছেন কি?’ স্ত্রী বললেন, ‘হ্যাঁ, আপনাকে সালাম জানানোর আদেশ করে গিয়েছেন এবং আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলানোর আদেশ করেছেন।’

একথা শুনে হযরত ইসমাঈল (আ.) বললেন, ‘সেই বৃদ্ধ আমার পিতা, তিনি একথার দ্বারা আমাকে তোমার পরিত্যাগ করার আদেশ দিয়েছেন। অতএব তুমি আপন পিত্রালয় গমন কর।’ এই বলে হযরত ইসমাঈল (আ.) আপন পত্নীকে পরিত্যাগ (তালাক) করলেন এবং সেই গোত্রের অন্য এক কন্যাকে বিয়ে করলেন। কিছুদিন এভাবে চলার পর হযরত ইবরাহীম (আ.) পুনরায় সেখানে আসলেন। সেদিনও হযরত ইসমাঈল (আ.) বাড়ি ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীকে হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, উত্তরে স্ত্রী বললেন, ‘তিনি আহাৰ্যের সন্ধানে বেরিয়েছেন।’ তাঁদের সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় পুত্রবধূ বললেন, আমরা ভালো আছি ও স্বচ্ছলতার মধ্যে আছি।’ এই বলে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করলেন। পুত্রবধূ তাঁকে পানাহারের জন্যও বিশেষ অনুরোধ করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের প্রধান খাদ্য কি?’ পুত্রবধূ বললেন, ‘মাংস।’ পানীয় জিজ্ঞাসা করলে বললেন, ‘পানি।’ হযরত ইবরাহীম (আ.) দুআ করলেন, ‘হে আল্লাহ তাদের জন্য মাংস ও পানিতে বরকত (প্রাচুর্য) দান কর।’

হযরত নবী (সা.) বলেছেন, ‘সে সময় সেখানে শস্য-ফসল ছিল না, নতুবা সে সম্পর্কেও হযরত ইবরাহীম (আ.) দুআ করতেন। হযরত ইবরাহীম

(আ.)-এর এই দুআর ফলেই শুধু মাংস ও পানির দ্বারা মক্কা অঞ্চলেই মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে, অন্য কোথাও কেবল এই দুটো জিনিষের দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না। হযরত ইবরাহীম (আ.) তখন এই দুআও করেছিলেন, ‘হে আল্লাহ! তাঁদের খাদ্য ও পানীয়তে বরকত দান কর।’ হযরত নবী (সা.) বলেছেন, ‘মক্কা শরীফের খাদ্য ও পানীয়তে যে বরকত দেখা যায় তা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুআ বদৌলতে।’ হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্রবধূর সঙ্গে কথোপকথনের পর তাঁকে বললেন, ‘তোমার স্বামী বাড়ি ফিরলে আমার সালাম বলো এবং বলবে যে, আপন ঘরের চৌকাঠ যেন বহাল রাখে।’ হযরত ইসমাইল (আ.) বাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের কাছে কেউ এসেছিলেন কি?’ স্ত্রী বললেন, ‘হ্যাঁ, এক জ্যোতির্ময় বৃদ্ধ এসেছিলেন, তিনি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি উত্তর দিয়েছি। তারপর আমাদের সাংসারিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলেছি, আমরা সুখে-শান্তিতেই আছি।’ হযরত ইসমাইল (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোনো আদেশ করে গিয়েছেন?’ আপনি যেন আপন ঘরের চৌকাঠ বহাল রাখেন। হযরত ইসমাইল (আ.) বললেন, ‘তিনি আমার পিতা, তোমাকে স্ত্রীরূপে বহাল রাখার জন্যে আমাকে আদেশ দিয়েছেন।’

কিছুদিন পর হযরত ইবরাহীম (আ.) আবার আসলেন। এবার হযরত ইসমাইল (আ.)-এর সাক্ষাৎ পেলেন। হযরত ইসমাইল (আ.)-কে দেখেমাত্র উঠে দাঁড়ালেন এবং পিতা-পুত্রের মধ্যে আচরণের উপযোগী ব্যবহারের আদান-প্রদান করলেন। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, ‘হে ইসমাইল! আল্লাহ আমাকে এক বিশেষ আদেশ করেছেন।’ হযরত ইসমাইল (আ.) বললেন, ‘আপনি প্রভুর আদেশকে বাস্তবায়িত করুন।’ হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, ‘আল্লাহ আদেশ করেছেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে। তুমি আমায় সাহায্য করবে কি?’ হযরত ইসমাইল (আ.) বললেন, ‘আমি নিশ্চয় আপনার সাহায্য করব।’ হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, ‘আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন যে, এই উঁচু ভিটাকে ঘেরাও করে একটা ঘর তৈরি করি।’ ওই সময়েই তাঁরা বায়তুল্লাহ শরীফের (অর্থাৎ কা’বা শরীফের) ঘর গাঁথলেন। যখন দেওয়াল উঁচু হয়ে গেল তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) একটা পাথর আনলেন এবং এর ওপর দাঁড়িয়ে গাঁথুনির কাজ করতে লাগলেন। আর হযরত ইসমাইল (আ.) তাঁকে গাঁথুনির পাথর এনে দিতে লাগলেন। তাঁরা দু’জনে চার দিকে ঘুরে ঘর গাঁথছিলেন আর এই প্রার্থনা করছিলেন,

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٥﴾

‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই কাজকে আপনি কবুল করুন। আপনি সবকিছু শোনে এবং প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছু জানেন।’^১

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ مَسْجِدٍ وَضَعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى» قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ آتَيْنَا أَدْرَكَتْ الصَّلَاةُ بَعْدَ فَصْلَةٍ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ».

‘হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, ‘আমি নিবেদন করলাম, হে রাসূলুল্লাহ! ভূ-পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম কোন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে?’ হযরত (সা.) বললেন, ‘হারাম শরীফের মসজিদ (তথা কা’বা শরীফ এ তাকে কেন্দ্র করে যে মসজিদ আছে)’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তারপর কোন মসজিদ?’ হযরত (সা.) বললেন, ‘মসজিদে আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ)’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘উক্ত মসজিদদ্বয় নির্মাণের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল?’ হযরত (সা.) বললেন, ‘৪০ বছর।’^২

হযরত ইবরাহীম (আ.) হারাম শরীফ তথা এর মূল কেন্দ্র কা’বা শরীফের পুনর্নির্মাণ করেছিলেন আর হযরত সুলায়মান (আ.) মসজিদে আকসার পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। উভয়ের কালগত ব্যবধান হাজার হাজার বছরের অধিক ছিল। কিন্তু উক্ত মসজিদদ্বয়ের মূল নির্মাতা হযরত আদম (আ.)-এর দ্বারা উক্ত মসজিদদ্বয়ের নির্মিত হওয়ার মধ্যে ৪০ বছর সময়ের ব্যবধান ছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ৭০ বছর বয়সে বিবি হাজারা (আ.)-এর গর্ভে তাঁর প্রথম পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) জন্মগ্রহণ করেন।^৩

তিনি হযরত ইসমাইল (আ.) ও তাঁর মা হযরত হাজারা (আ.)-কে যখন মক্কায় মরুভূমিতে রেখে গিয়েছিলেন, তখন ইসমাইলের বয়স ছিল ২

^১ (ক) আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১২৭; (খ) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৪২-১৪৩, হাদীস: ৩৩৬৪; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৪৫, হাদীস: ৩৩৬৬

^৩ ইবনে হাজার আল-আসকলানী, ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী, খ. ৬, পৃ. ৪০৫

বছর ^১ তারপর তিনি মাঝে মাঝে তাঁদের দেখতে আসলেন।^২ যখন ইসমাইল ৭ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন তখন স্বপ্লাদেশ অনুসারে কুরবানীর ঘটনা সংঘটিত হল। হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বয়স যখন ১৪ বছর তখন তাঁর প্রথম বিয়ে হয় এবং এর অল্পকাল পরে মা হযরত হাজারা (আ.)-এর মৃত্যু ঘটে। [আহওয়ালে আমিয়া, পৃ. ১] যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স ১০০ বছর এবং হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বয়স ৩০ বছর তখন তাঁরা কা'বাগৃহ নির্মাণে কাজ সম্পন্ন করেন।^৩

^১ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী, খ. ৬, পৃ. ৪০১

^২ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী, খ. ৬, পৃ. ৪০৪

^৩ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী, খ. ৬, পৃ. ৪০৫

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম

পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম

হযরত মূসা (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্র হযরত ইয়াকুব (যাঁর অপর নাম ইসরাঈল) প্রতিষ্ঠিত বনী ইসরাঈল বংশে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় মিসরের রাজাদের ফেরউন নামে অভিহিত করা হত। হযরত মূসা (আ.) যে ফেরউনের আমলে জন্মগ্রহণ করেন তার রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব ১২২৫ থেকে ১৩৯২ অব্দ পর্যন্ত। কা/সা/সুল কুরআনের উক্ত হিসেব অবশ্য আরদুল কুরআনে সমর্থন করা হয়নি। সুদূর অতীতের এই সময়কাল সম্পর্কে সামান্য মতপার্থক্য থাকলেও হযরত মূসা (আ.)-এর আবির্ভাব এবং অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে বিশেষ মতপার্থক্য দেখা যায় না।

تَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَّبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِحُ ۝ ابْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۝ إِنَّكَ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُّوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَهْلًا ۝ وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَ نَبَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِي فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى إِمْرَأَتِ مُوسَى أَنْ ارْضِعِي ۝ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ قَالِقِيهِ فِي الْيَمِّ ۝ وَ لَا تَخَافِي وَ لَا تَحْزَنِي ۝ إِنَّا رَأَوْنَاهُ إِلَيْنَا ۝ وَ جَاءَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَانْقَطَعَا إِلَى فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَنًا ۝ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ۝ وَ قَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي ۝ وَ لَكَ ۝ لَا تَقْتُلُوهُ ۝ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۝ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَ أَصْبَحَ فُؤَادُ إِمْرَأَتِ مُوسَى فُرْعًا ۝ إِنَّ كَادَتْ لِلْجَبْدِيِّ بِهِ كَوْلًا أَنْ رُطِنَا عَلَى قَلْبِهَا لِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَ قَالَتِ لِخُتْلَيْهِ قُصِيهِ ۝ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَ حَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ

عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصْحُونَ ۝ قَدْ دَنَتْهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
وَلْيَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

‘আমি তোমার কাছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) ও ফেরউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি। ফেরউন আপন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদেরকে একটা শ্রেণী (বনী ইসরাঈল)-কে সে হীনবল করেছিল। তাদের কন্যা-সন্তানদের (দাসী করার জন্য) সে জীবিত রাখত আর পুত্র-সন্তানদের হত্যা করত। নিঃসন্দেহে সে ছিল মস্ত বড় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমার ইচ্ছা হল যে, যাদের হীনবল করে রাখা হচ্ছিল তাদের বিশেষ অনুগ্রহ দান করি, তাদের প্রাধান্য দান করি, তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করি এবং দেশের শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি। আর ফেরউন ও তার মন্ত্রী হামান এবং লোক-লস্করেরা যে ভয় করছিল তা তাদের দেখিয়ে দিই। [এ সময় মূসা (আ.) জন্মগ্রহণ করলেন] আমি হযরত মূসা-জননীর অন্তরের মধ্যে এ আদেশ পাঠালাম যে, হযরত মূসা (আ.)-কে স্তন্যপান করিয়ে লালন-পালন কর।

যখন হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর (ফেরউনের লোকদের অত্যাচারের) আশঙ্কা করবে তখন তাঁকে সিন্ধুকে রেখে) নদীতে ভাসিয়ে দিও। কোনো ভয় বা চিন্তা করো না। ফেরউনের স্ত্রীই তাঁকে (নদী থেকে) তুলে নিলেন। (স্বামীকে) বললেন, ‘এ শিশু তোমার ও আমার নয়নের আনন্দ হবে, একে হত্যা করো না। সে আমাদের উপকারে আসতে পারে।’ প্রকৃতপক্ষে তারা [হযরত মূসা (আ.)-কে পালনের] পরিণতি সম্পর্কে বুঝতে পারেনি। হযরত মূসা-জননীর মন অধৈর্য হয়ে পড়ল, হয়তো সে ঘটনাটা প্রকাশই করে ফেলত যদি আমি তার অন্তরকে দৃঢ় না করতাম; এ উদ্দেশ্যেই যে, সে যেন আমার কথার ওপর অবিচলভাবে বিশ্বাসী হয়। হযরত মূসা-জননী হযরত মূসা (আ.)-এর ভগিনীকে বলল, ‘হযরত মূসা (সিন্দুক)-এর অনুসরণ কর।’ সে কথা মতো ভগিনী তাঁকে দূরে দূরে থেকে লক্ষ্য করতে লাগল, ফেরউনের লোকেরা তাঁর পরিচয় জানত না। আমি পূর্ব থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম যে, হযরত মূসা (আ.) কোনো ধাত্রীর দুধ পান করবে না। (সে মতে ফেরাউন-পত্নী) সংকটে পড়লে সেই ভগিনী বলল, ‘আমি তোমাদের এমন লোকের সন্ধান দিতে পারি যারা এই শিশুকে সযত্নে লালন-পালন করবে।’ এভাবে আমি হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে

সে সান্ত্বনা লাভ করে, তার চিন্তা দূর হয় এবং সে দেখতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।^১

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَّرَهُ مَوْسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۝ فَاصْبِرْ فِي الْمَدِينَةِ خَافِيًا يَّتَرَقَّبْ ۖ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ ۖ قَالَ لَهُ مَوْسَىٰ إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ ۝ فَلَمَّا أَنِ اتَّوَلَّى أَن يُبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۖ قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن نَّكَُونَ مِنَ الْمُضِلِّينَ ۖ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ۖ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَكَ يَأْتِيهِمْ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ۝ فَخَرَجَ مِنْهَا خَافِيًا يَّتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

‘যখন হযরত মূসা (আ.) পূর্ণ যৌবনে উপনীত এবং পরিণত (৩০ বছর) বয়স্ক হল তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়নদের পুরস্কৃত করে থাকি। একদিন সে নগরে প্রবেশ করে দেখল যে, দু’জন লোক মারামারি করছে; একজন তাঁর নিজ (বনী ইসরাঈল) সম্প্রদায়ের এবং অপরজন তাঁর শত্রু (মিসরীয় কিবতী) সম্প্রদায়ের। হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের লোকটা এর শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন হযরত মূসা (আ.) তাঁকে এক ঘুষি মারল, তাতে সে নিহত হল। [কিন্তু তাকে হত্যা করার ইচ্ছা হযরত মূসা (আ.)-এর ছিল না।] তাই হযরত মূসা (আ.) বলল, ‘শয়তানের প্ররোচণায় এ ঘটল। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।’ তিনি বললেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি অত্যাচার করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।’ তারপর তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তিনি আরও বললেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ তার শপথ! আমি কখনো অপরাধীকে সাহায্য করব না।’ তারপর ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হল। হঠাৎ সে শুনতে পেল পূর্ব দিন যে

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস, ২৮:৩-১৩

ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল সে তাঁর সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। হযরত মূসা (আ.) তাকে বললেন, ‘তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।’ তারপর হযরত মূসা (আ.) যখন উভয়ের শত্রুকে প্রহার করতে উদ্যত হল তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল, ‘হে মূসা! গতকাল তুমি এক ব্যক্তিকে যেভাবে হত্যা করেছ সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাইছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাও, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না।’ নগরীর প্রান্ত থেকে এক লোক ছুটে এসে বলল, ‘হে মূসা! ফেরউনের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। সুতরাং তুমি নগরের বাইরে চলে যাও। আমি তো তোমার মঙ্গলাকাজী।’ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তিনি সেখান থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং বললেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি অত্যাচারীদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।’^১

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيَ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ وَلَمَّا وَرَدَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْتَفُونَ ۖ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِّرَ الرَّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۝ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۝ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَهْشَىٰ عَلَىٰ اسْتِحْيَا ۖ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَدْعُوكَ لِيجْزِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأَبَتِ اسْتَاجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مِّنْ اسْتِاجَرْتَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ۝ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتُحِكَ إِحْدَى ابْنَتَيْ هَٰتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَيْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيُّهَا الْاِجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝ فَلَمَّا أَقْضَىٰ مُوسَىٰ الْاِجْلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۖ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۖ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ۖ أَنِ الْيُوسُفُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۖ ۝ وَأَنْ أُنِصَّ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا أَوْ لَمْ يَعْقِبْ ۖ الْيُوسُفُ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۝ أَسْلَمَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْجُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَلَمَّا ذَكَ

بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ
 نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝ وَآخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي
 أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصُلُونَ إِلَيْنَا ۚ
 بِأَيِّتِنَا ۚ أَتُنَبِّئُونَا بِأَيِّتِنَا بِدِينِكَ قَالَوَمَا هَذَا إِلَّا
 سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِبَنِي جَاءٍ بِأُهْدَى مِنْ
 عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۖ إِنَّكَ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا
 عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي ۚ فَأَوْقِدْ لِي يَهِاءُ مِنْ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ
 مُوسَى ۚ وَإِنِّي لَأَكْذِبُ مِنْ النُّكْذِ بَيْنَ ۝ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
 إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ۝ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝
 وَجَعَلْنَاهُمْ أَسَبَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ۝ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
 لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ
 الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرِيِّ إِذْ قَضَيْنَا
 إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۖ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا
 كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَشَاوَرُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۚ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝

‘যখন হযরত মূসা (আ.) মাদয়ান অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন বললেন, ‘আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।’ যখন সে মাদয়ানের কূপের কাছে পৌঁছে দেখলেন, একজন লোক তার পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছেন আর তার পেছনে দু’জন রমণী তাঁদের পশুগুলোকে আগলে আছে। হযরত মূসা (আ.) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমাদের কি ব্যাপার?’ তাঁরা বললেন, ‘রাখাল তাঁদের পশুপাল নিয়ে সরে না গেলে আমরা আমাদের পশুপালকে পানি পান করাতে পারছি না। আর (আমরা কূপে এসেছি, কারণ) আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ।’ হযরত মূসা (আ.) তখন তাঁদের পশুগুলোকে পানি পান করালেন। তারপর তিনি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে বললেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দান করবে আমি তারই প্রত্যাশী।’ ইতোমধ্যে রমণী দু’জনের একজন লজ্জাজড়িত চরণে তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন, আমার পিতা [হযরত শুআইব (আ.)] তোমাকে পুরস্কৃত করার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। কেননা তুমি

আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়েছ।’ তারপর হযরত মূসা (আ.) তাঁর কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে তিনি বললেন, ‘ভয় করে না, অত্যাচারী সম্প্রদায়ের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছ।’ সেই রমণীদ্বয়ের মধ্যে একজন বললেন, ‘হে পিতা! এ লোককে তুমি চাকরী দাও, শক্তিশালী এবং বিশ্বাসী লোকই চাকরীতে শ্রেয়।’ তাঁদের পিতা হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন, ‘আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আমার কাছে ৮ বছর কাজ করবে, আর যদি তুমি ১০ বছর পূর্ণ কর তবে তা হবে তোমার উদারতার পরিচয়। আমি তোমাকে চাপ দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে (ইনশা আল্লাহ) তুমি আমাকে নিষ্ঠাবান পাবে।’ হযরত মূসা (আ.) বললেন, ‘আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইল। এ দুটি মেয়াদের কোনো একটা আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার সাক্ষী।’ হযরত মূসা (আ.) যখন তাঁর মেয়াদ পূর্ণ করার পর সপরিবার যাত্রা করলেন, তখন সে তুর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর পরিজনবর্গকে বললেন, ‘তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখছি, সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোনো খবর আনতে পারব অথবা একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারবো যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।’

যখন হযরত মূসা (আ.) আগুনের কাছে পৌঁছলেন এখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ এক বৃক্ষ থেকে তাঁকে আহ্বান করে বলা হল, ‘হে মূসা! আমিই আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।’ আরও বলা হল, ‘তুমি তোমার ষষ্ঠি নিক্ষেপ কর।’ তারপর যখন সে তা (ষষ্ঠিকে) সাপের মতো ছুটছুটি করতে দেখলেন তখন পিছনে না তাকিয়ে তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন। তাঁকে বলা হল, ‘হে মূসা! ফিরে এসো, ভয় করে না, নিশ্চয় তুমি নিরাপদে রয়েছে। তোমার হাত তোমার জামার ভেতরে বগলের তলায় প্রবেশ করিয়ে বের করে আন, দেখবে অতি-উজ্জ্বল (শুভ্র) হয়ে বের হয়ে আসবে। যদি ভয় হয় তবে হাত দুটোকে বুকের ওপর চেপে ধর, দেখবে তা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। এই দুটো মুজিয়া (অদ্ভুত শক্তি) তোমার সত্যতা ও প্রমাণস্বরূপ তা করে তোমাকে ফেরউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছে, তারা সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।’ হযরত মূসা (আ.) বললেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে ভালো বক্তা। অতএব তাঁকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর। সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করছি তা আমাকে মিত্যাবাদী

বলবে।’ আল্লাহ বললেন, ‘আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তোমার এবং তোমাদের অনুসরণকারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের ওপর প্রবল হবে।’ হযরত মূসা (আ.) যখন তাদের কাছে প্রতিপালকের সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো আনলেন তারা বলল, ‘এটা অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র। আমাদের পূর্বপুরুষদের কালে কখনো এমন ঘটতে শুনিনি।’ হযরত মূসা (আ.) বললেন, ‘আমার প্রতিপালক সম্পূর্ণ অবগত, কে তাঁর কাছ থেকে পথনির্দেশ এনেছে এবং কার পরিণাম শুভ হবে। সীমালঙ্ঘনকারীরা কখনই সফলকাম হবে না।’ ফেরউন বলল, ‘হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং এক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি এতে মূসার উপাস্যকে দেখতে পারি। তবে আমি অবশ্যই মনে করি সে মিথ্যাবাদী।’

ফেরউন ও তার বাহিনী অকারণে পৃথিবীতে অহঙ্কার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাৱর্তিত হবে না। অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম কি হয়ে থাকে। তাদের আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদের জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত কিয়ামতের দিন তারা কিছুমাত্র সাহায্য পাবে না। এ পৃথিবীতে আমি তাদেরকে অভিশপ্ত করেছিলাম এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত। আমি অবশ্যই পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর হযরত মূসা (আ.)-কে গ্রহণ দিয়েছিলাম, মানব-জাতির জন্য আলোকবর্তিকা, পথনির্দেশ ও দয়া-স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। যখন হযরত মূসা (আ.)-কে আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি (মুহাম্মদ) পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিল না। বস্তুত হযরত মূসা (আ.)-এর পর অনেক মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটিয়েছিল, তারপর তাদের বহু যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। তুমি তো মাদয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না তাদের কাছে আমার বাক্য আবৃত্তি করার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী।”^১

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝ إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَعِينُونَ ۝ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝ قَالَ لَيْسَ اتَّخَذَتِ الْهَآءِ غَيْرِي لِجَعَلْتُكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ۝

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস, ২৮:২২-৪৫

‘ফেরউন বলল, ‘বিশ্বনিখিলের পালনকর্তার পরিচয় কি?’ হযরত মুসা (আ.) বলল, ‘যিনি আকাশ, পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, তিনিই বিশ্বনিখিলের পালনকর্তা; যদি বিশ্বাস করতে চাও (তবে এ পরিচয়ই যতেষ্ট)। ফেরউন তার দরবারস্থিত সকলকে বলল, ‘তোমরা তার কথা শুনছ কি?’ হযরত মুসা (আ.) আরও বললেন, ‘তোমাদের সকলের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা যিনি (তিনিই বিশ্বনিখিলের পালনকর্তা)।’ ফেরউন বলল, ‘তোমাদের সামনে তোমাদের এই রাসূল যে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে (সে) নিশ্চয় পাগল, (নয়তো আমার সামনে এভাবে কথা বলতে সে ভয় পেত)। হযরত মুসা (আ.) বললেন, ‘তিনি সমগ্র সৌরজগতের প্রভু, চন্দ্র-সূর্যে উদয়, অস্ত, উদয়-অস্তের কাল ও স্থান এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী সকল কিছুর প্রভু; বিবেক-বুদ্ধি থাকলে এতেই প্রভুকে চিনতে পারবে।’ ফেরউন বলল, ‘যদি তুমি আমাকে ভিন্ন অন্য কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে নিশ্চয় আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করব।’^১

পবিত্র হাদীসে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

«أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأَنْظِرُوا إِلَيَّ صَاحِبَكُمْ، وَأَمَّا مُوسَىٰ فَجَعَدْتُ أَدَمَ عَلَىٰ جَمَلٍ
أَحْمَرَ غَطُومٍ بِخُلْبِيَّةٍ كَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَيْهِ أَنْحَدَرَ فِي الْوَادِي».

‘হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আকৃতি অনুমান করতে তোমরা তোমাদের পরগম্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আর হযরত মুসা (আ.) ছিলেন বাদামী রঙের তাঁর দেহের মাংস জমাট-বাঁধা ও খুব মজবুত ছিল। নাকে খেজুর গাছের ছোবড়ার তৈরি দড়ি পরানো একটা লাল উটের ওপরে আরোহণ করে তিনি হজ্জের সফর করেছিলেন। তখন পার্বত্য পথে নীচের দিকে অবতরণকালে তিনি হজ্জের যে তালবীয়া ও তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে যাচ্ছিলেন সেই দৃশ্য যেন আমি এখনো দেখছি।’^২

«أَحْتَجُّ أَدَمَ وَمُوسَىٰ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ: يَا أَدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيِّنَنَا
وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ لَهُ أَدَمُ: يَا مُوسَىٰ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ

^১ আল-কুরআন, সূরা আশ-শু‘আরা, ২৬:২৩-২৯

^২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৪০, হাদীস: ৩৩৫৫; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

بِيَدِهِ، أَتَلَوْنِي عَلَى أَمْرِ قَدَرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ آدَمُ
مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى».

‘একদিন হযরত আদম (আ.) ও হযরত মূসা (আ.) বিতর্কে লিপ্ত হলেন। হযরত মূসা (আ.) হযরত আদম (আ.)-এর ওপর কটাক্ষ করে বললেন, ‘হে আদম! আপনি আমাদের আদি পিতা, আপনি আমাদের বঞ্চিত করেছেন এবং বেহেশত থেকে বহিস্কৃত করেছেন।’ হযরত আদম (আ.) বললেন, ‘হে মূসা! আল্লাহ আপনাকে বিশেষভাবে মর্যাদাবান করেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে সরাসরি বাক্যালাপ করেছেন এবং তাঁর বিশেষ মহিমাবলে লিখিত আকারে আপনাকে তাওরাত গ্রন্থ দান করেছেন (এবং সে গ্রন্থ) লাওহে মাহফুযের মধ্যে আমার সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বে লিখিত হয়েছিল। আপনি সে তাওরাতে এই বিবরণটি কি পেয়েছেন, আদম তাঁর প্রভু পালনকর্তার আদেশ-বিরুদ্ধ কাজ করে ফেললেন বলে সে ভ্রম ও ভুল করার দোষে দোষী হল? হযরত মূসা (আ.) বললেন, ‘হ্যাঁ, এ বিবরণ পেয়েছি।’ হযরত আদম (আ.) বললেন, ‘আপনি কি আমার ওপর এমন একটা কাজের জন্য দোষারোপ করছেন যা আল্লাহ তা‘আলা আমার সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বে আমার জন্য লিখে রেখেছেন?’ এই প্রশ্নই হযরত আদম (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর জয়ী হলেন।’^১

^১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ১২৬, হাদীস: ৬৬১৪; হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

হাশরের ময়দানে সন্ত্রস্ত মানুষেরা যখন তাদের বিপদমুক্তির জন্য হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করতে বলবে, তখন হযরত মূসা (আ.) মিসরে অবস্থানকালে জনৈক কিবতীকে হত্যা করার অপরাধের কথা স্মরণ করে ভীত হবেন এবং সকলকে হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দেবেন। হযতে ঈসা (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা ছিল না, মাতার নাম মরিয়ম (আ.) এবং মাতামহের নাম ইমরান। তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব উভয়ই রহস্যাবৃত।

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۖ وَلَيْسَ الذَّكَوٰ كَالْأُنْثَىٰ ۚ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَلَّمَهَا زَكَرِيَّا ۖ وَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْبَحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَرِيْمُ أَنَّىٰ لَكَ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

‘ইমরানের স্ত্রী বলেছিলেন, ‘হে আমার পতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তুমি তা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।’ তারপর তিনি (ইমরানের স্ত্রী হান্নাহ) তাঁকে (মরিয়মকে) প্রসব করলেন, তখন তিনি বললেন, ‘হে আমার পতিপালক! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি।’ বস্তুত তিনি যা

প্রসব করেছেন সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। পুত্র-সন্তান সেই কন্যার তুলনায় কিছুই নয়। ‘আর আমি (হান্নাহ) এই কন্যার নাম রাখলাম মরিয়ম। আর হে প্রভু! আমি তাঁকে এবং তাঁর বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমার আশ্রয় নিলাম।’ তারপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে ভালোভাবেই গ্রহণ করেন এবং ভালোভাবেই মানুষ করেন আর তিনি তাঁকে হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে প্রদান করেন। যখনই হযরত যাকারিয়া (আ.) কক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তখনই তাঁর কাছে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন, ‘হে মরিয়ম! এসব তুমি কোথা থেকে পেলে?’ তিনি বলতেন, ‘এ আল্লাহর কাছ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবিকা দান করেন।’^১

إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجَهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ ① وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِينَ ② قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّ لَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشْرٌ ۖ ③ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ ④ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ⑤ وَرُسُوْلًا اِلٰى بَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ ۚ اِنِّىْ قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَايَةً ۚ ⑥ اِنِّىْ اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ ⑦ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ ⑧ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۚ ⑨ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ ⑩ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَاِلٰحٰلَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجَعَلْتُكُمْ بَايَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ ⑪ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا ⑫ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ ⑬ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ⑭ فَلَمَّا اَحْسَ عِيسٰى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلٰى اللّٰهِ ۚ ⑮ قَالَ الْوَحٰرِثُوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ ⑯ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ ⑰ وَاَشْهَدُ بِاَنَّ مُسْلِمُوْنَ ⑱ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ⑲ وَ مَكْرُوْا وَمَكْرَ اللّٰهِ ۚ ⑳ وَاَللّٰهُ خَيْرُ الْهٰكِرِيْنَ ㉑ اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِيسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلٰى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ㉒ ثُمَّ اِلٰى مَرْجِعِكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِىْ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ㉓

‘(স্মরণ কর), যখন ফেরেশতারা বললেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা

নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হবে মসীহ মরিয়ম-পুত্র ঈসা। তিনি হবেন ইহকাল ও পরকালে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম। তিনি দোলনায় থাকা অবস্থায় পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবেন এবং তিনি হবেন পুণ্যবানদের একজন।’ তিনি (মরিয়ম) বললেন, ‘হে আমার পতিপালক! আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কিভাবে?’ তিনি বলেন, ‘এভাবেই।’ আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, ‘হও’ আর অমনি তা হয়ে যায়। আর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে শিক্ষা দেবেন গ্রন্থ, প্রজ্ঞা, তাওরাত ও ইনজীল এবং তিনি বনী ইসরাঈলদের জন্য তাঁকে রাসূল করবেন। সে বলবে, ‘আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা একটা পাখিসদৃশ্য আকৃতি গঠন করব, তারপর আমি তাতে ফুঁ দেব, ফলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে তা পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মুক ও কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর এবং যা জমা করে রাখ তা বলে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আজ আমি এসেছি আমার কাছে যে তাওরাত আছে তার সমর্থকরূপে আর তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকগুলোকে বৈধ করতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এনেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে অনুস্মরণ কর। আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা করবে এটিই সরলপথ।’

যখন হযরত ঈসা (আ.) তাঁদের অবাধ্যতা উপলব্ধি করলেন, তখন তিনি বললেন, ‘আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী?’ শিষ্যরা (হাওয়ারিরা) বললেন, ‘আমরাই আল্লাহ পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, আপনি (একথার) সাক্ষী থাকেন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদের সত্য সমর্থকদের তালিকাভুক্ত কর।’ তারা শঠতা করল এবং আল্লাহও কৌশল করলেন। বস্তুত আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী। (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বললেন, ‘হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমারকাল পূর্ণ করেছি এবং আমার কাছে তোমাকে তুলে নিচ্ছি এবং যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের মধ্য থেকে তোমাকে পবিত্র (মুক্ত) করছি। আর তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের ওপর জয়ী করে রাখবো। তারপর আমার কাছে তোমাদের

প্রত্যাবর্তন ঘটবে। তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটছে তার মীমাংসা করে দেব।”^১

يَا هَلْ الْكِتَابَ لَا تَعْلَمُونَ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۖ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى
ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۖ الْقَهْطَاءُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا
تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۚ إِنَّهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

‘হে (ইনযীল) গ্রন্থধারীগণ! ধর্মীয় ব্যাপারে অত্যাক্তি ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিওনা এবং আল্লাহ সম্পর্কে অবাস্তুর কথা বলো না। হযরত ঈসা মসীহ (আ.) যিনি মরিয়মপুত্র তিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন মাত্র এবং আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ আদেশে সৃষ্টি একটা আত্মা (জীব)। অতএব তোমরা সঠিকরূপে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর রাসূলদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর। এমন কথা মুখেও এনো না যে আল্লাহ তিনজন এ ধরনের কথা চিরতরে পরিহার কর, তাতে তোমাদেরই মঙ্গল হবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে উপাস্য একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁর কোনো সন্তান আছে এমন মন্তব্য হতে তিনি চিরপবিত্র, অতি-মহান। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাঁরই, সকল কিছুর সমাধানে মহান আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ংসম্পর্ণ।’^২

পবিত্র হাদীসে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «أَنَا أَوَّلُ
النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَالْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَاتٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ».

‘হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ‘আমি (নবীদের মধ্যে) দুনিয়া ও আখিরাতে মরিয়মপুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর সর্বাধিক নিকটবর্তী; আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্য কোনো নবীর আবির্ভাব হয়নি। নবীদের পরস্পরের সম্পর্কে সেই ভ্রাতৃত্ববন্দের মতো যাদের পিতা একজন মাতা বিভিন্ন। সকল নবীর প্রচারিত ধর্মের মূল একই, বিভিন্নতা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্যে।’^৩

^১ আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান, ৩:৪৫-৫৫

^২ আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা, ৪:১৭১

^৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ১৬৭, হাদীস: ৩৪৪২

«كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ
شَرْقِيٍّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَيْنِ، وَاضِعًا كَفِّهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسُهُ
قَطْرًا، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ».

‘দাজ্জাল দিকে দিকে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এমন অকস্মাৎ আল্লাহ তা‘আলা হযরত মরিয়ম-পুত্র মসীহকে পাঠাবেন। তিনি অবতরণ করবেন দামেশক শহরের পূর্বাংশে অবস্থিত (মসজিদের) ‘মিনারা-বায়যা’ (শ্বেতবর্ণের মিনার)-এর ওপর। তাঁর পরনে একজোড়া রঙিন চাদর থাকবে, অবতরণকালে তাঁর হাতদু’খানা দু’জন ফেরেশতার ডানার ওপর ভর দেওয়া থাকবে। ক্লাস্তিতে তাঁর ঘাম বেরতে থাকবে, মাথা নীচু করলে টপটপ করে ঘামের ফোঁটা পড়বে আর মাথা সোজা করলে ঘামের ফোঁটা মোতির মতো গড়িয়ে পড়বে।’^১

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, ‘হযরত ঈসার (আ.)-এর অবতরণের সময়ে মহান আল্লাহ ইসলাম ভিন্ন অন্য সব বিধর্মের উচ্ছেদ সাধন করে দেবেন।’^২

^১ মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২২৫৩, হাদীস: ১১০ (২৯৩৭); হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৪, পৃ. ১১৮, হাদীস: ৪৩২৪; হযরত হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালাম

হযরত আদম আলাইহিস সালাম

১. أَنبِيَاءُ (আশ্বিয়া) অর্থ কী?

উত্তর: أَنبِيَاءُ (আশ্বিয়া), নবী শব্দের বহুবচন। নবী শব্দটি نَبِيٍّ (নাবায়ুন) থেকে নির্গত, অর্থ সংবাদবাহক। এটি نَبَأٌ (নাবাউন) থেকেও নির্গত হতে পারে, তখন অর্থ হবে, উচ্চ মর্যাদাবান ব্যক্তি। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত মানুষের সর্বাস্থান মঙ্গলকামী এমন মহামানবকে নবী বলে, যিনি নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পর থেকে সমাপ্ত পর্যন্ত মানুষকে একত্ববাদের প্রতি নিঃস্বার্থ আহ্বান জানান।

২. আলাইহিমুস সালামের অর্থ কী?

উত্তর: আলাইহিম অর্থ তাঁদের ওপর। সালাম অর্থ শান্তি, অর্থাৎ তাঁদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। (এ বাক্য দুআ-দরুদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।)

৩. হযরত আদম (আ.) কে?

উত্তর: পৃথিবীর প্রথম মানব ও প্রথম নবী।

৪. পৃথিবীর প্রথম মানবী কে?

উত্তর: হযরত হাউওয়া (আ.)।

৫. হযরত আদম (আ.) কি দিয়ে সৃষ্ট?

উত্তর: পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ধরনের মাটি দিয়ে সৃষ্ট।

৬. হযরত হাউওয়া (আ.) কি দিয়ে সৃষ্ট?

উত্তর: হযরত আদম (আ.)-এর শরীরের অংশ থেকে ।

৭. হযরত আদম (আ.)-কে তৈরি করার মাটি আল্লাহর কাছে কে এনে দিয়েছিলেন?

উত্তর: ফেরেশতা হযরত আযরাঈল (আ.) ।

৮. آدَم (আদম) শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

উত্তর: آدَم (আদম) শব্দটি أَدَمُ (উদমাতুন) থেকে নিস্পন্ন বলে আল্লামা জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) বলেন, 'এ ক্ষেত্রে অর্থ হবে বাদামী রঙ-বিশিষ্ট । কোনো কোনো গবেষকের মতে, آدَم (আদীম) থেকে নিস্পন্ন, যার অর্থ ভূপৃষ্ঠ । কারো মতে শব্দটি হিব্রু, অর্থ মানব জাতির পিতা ।

৯. حَوَّاء (হাউওয়া) শব্দের আভিধানিক অর্থ কি?

উত্তর: حَوَّاء (হাউওয়া) শব্দের অর্থ লালচে কৃষ্ণ বর্ণ । অনেকের মতে حَوَّاء (হাবিয়াতুন) শব্দ থেকে নিস্পন্ন, যার অর্থ- অংশ ।

১০. হযরত হাউওয়া (আ.)-এর রং কেমন ছিল?

উত্তর: গাড় শ্যামলা ।

১১. হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাউওয়া (আ.)-এর প্রথম বাসস্থান কোথায় ছিল?

উত্তর: জান্নাতে ।

১২. হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাউওয়া (আ.)-কে জান্নাতে অবস্থান করার সময় যে গাছের কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল, সে গাছের নাম কী?

উত্তর: জ্ঞান-বৃক্ষ ।

১৩. কত বছর পর হযরত আদম (আ.)-এর শরীরে আত্মা প্রবিষ্ট হয়?

উত্তর: ১২০ বছর পরে ।

১৪. নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল প্রথমে কে খায় এবং কেন?

উত্তর: প্রথমে শয়তান খেয়েছিল, হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাউওয়া (আ.)-কে খাওয়ানোর জন্যে ।

৫১ আশ্বিয়ায়ে কেরারেম ইতিকথা

১৫. হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে কোন উদ্দেশ্যে?

উত্তর: পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব দান এবং আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে।

১৬. হযরত আদম (আ.)-কে কিছুকাল বেহেশতে রাখা হয়েছিল কেন?

উত্তর: উক্ত খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পালন সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞান এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষার উদ্দেশ্যে।

১৭. নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ায় কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

উত্তর: আদম-হাউওয়ার বেহেশতী পোশাক খসে পড়েছিল।

১৮. তখন তাঁরা কিভাবে লজ্জা নিবারণ করেন?

উত্তর: বেহেশতী বৃক্ষের পাতা দিয়ে।

১৯. কতদিন পরে পৃথিবীতে হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাউওয়া (আ.)-এর মিলন হয়?

উত্তর: সাড়ে ৩০০ বছর পরে (এ বিষয়ে বিস্তারিত মতপার্থক্য বিদ্যমান)।

২০. পৃথিবীর কোন স্থানে হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাউওয়া (আ.)-এর পুনর্মিলন ঘটে?

উত্তর: মক্কার সন্নিগটস্থ আরাফাত ময়দানে।

২১. হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাউওয়া (আ.) পৃথিবীর কোথায় বসবাস শুরু করেন?

উত্তর: মক্কায়।

২২. হযরত আদম (আ.)-এর ঔরসজাত সন্তানের সংখ্যা কত?

উত্তর: ২৩৯ জন।

২৩. হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানগণ কি যমজ হতো?

উত্তর: প্রত্যেক যমজ অবস্থায় হতো।

২৪. হযরত আদম (আ.)-এর কোন পুত্র যমজ হননি?

উত্তর: হযরত শীস (আ.)।

২৫. হযরত আদম (আ.)-এর প্রথম পুত্রের নাম কী?

উত্তর: কাবিল।

২৬. হযরত আদম (আ.)-এর প্রথম কন্যা সন্তানের নাম কী?

উত্তর: আকলিম।

২৭. হযরত আদম (আ.)-এর কি কি উপাধি ছিল?

উত্তর: আবুল বাশার ও সফীউল্লাহ ।

২৮. হযরত আদম (আ.)-এর শারিরিক গঠন কেমন ছিল?

উত্তর: উচ্চতায় ৬০ হাত এবং প্রস্থে ৭ হাত ।

২৯. হযরত আদম (আ.)-কে কোথায় কবরস্থান করা হয়?

উত্তর: আবু কুবায়েস পাহাড়ের পাদদেশে রত্নগুহায় (মতভেদ রয়েছে) ।

৩০. কা'বাগৃহের প্রথম ভিত্তি স্থাপনকারী কে?

উত্তর: হযরত আদম (আ.) ।

৩১. হযরত আদম (আ.) সপ্তাহের কোন দিন সৃষ্টি হন?

উত্তর: সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে,

«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْ-جُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» .

‘সূর্য উদিত হওয়ার দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমুআবার, এ দিনেই হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। এ দিনেই তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়, এদিনেই তাঁকে বেহেশত থেকে বের করা হয়। আর এ দিনেই কিয়ামত হবে।’^১

একটি উক্তি এমনও আছে যে, হযরত আদম (আ.)-এর ওয়াফাতও এ দিনেই হয়েছিল।^২

৩২. হযরত আদম (আ.) বেহেশতে কত বছর ছিলেন?

উত্তর: ইমাম আওয়ায়ী (রহ.) হযরত হাসানান ইবনে আতিয়া (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন যে, বেহেশতে ১০০ বছর ছিলেন। অন্য এক বর্ণনায়: ৭০ বছরের কথা উল্লেখ হয়েছে। [হায়াতে হযরত আদম (আ.)]

ইমাম আবদ ইবনে হুমাইদ (রহ.) হযরত হাসান (রাযি.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, বেহেশত ১৩০ বছর ছিলেন।^৩

^১ (ক) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৫৮৫, হাদীস: ১৮ (৮৫৪); (খ) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ১৫, পৃ. ২৪০, হাদীস: ৯৪০৯; (গ) ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ৫, পৃ. ৩০০; হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ১৩, হাদীস: ৪৩; হযরত আবু লুবা'বা ইবনে আবদুল মুনির (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৩ ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ১, পৃ. ১৪৪

৩৩. আল্লাহ তা‘আলা যখন বলেছিলেন, ‘তোমরা সকলেই বেহেশত থেকে বের হয়ে যাও ।’^১ এই হুকুম হযরত আদম (আ.)-এর সাথে আর কাকে দেওয়া হয়েছিল এবং পৃথিবীতে কাকে কোথায় প্রেরণ করা হয়েছিল?

উত্তর: এ হুকুম তাঁর সাথে হযরত হাউওয়া (আ.), ইবলীস এবং সাপকে দেওয়া হয়েছিল । তবে পৃথিবীতে তাদের অবতরণের স্থান সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে । হযরত ইমাম হাসান আল-বাসারী (রহ.) বলেন, হযরত আদম (আ.)-কে হিন্দুস্থানে, হযরত হাউওয়া (আ.)-কে জিদ্দায়, ইবলীসকে বাসারার কয়েক মাইল দূরে এবং সাপকে ইম্পাহানে অবতরণ করা হয় ।^২

বিশিষ্ট তাফসীরবিদ ইমাম ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান আস-সুদী (রহ.) বলেন, ‘হযরত আদম (আ.)-কে হিন্দুস্থানে অবতরণ করা হয় ।’^৩

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, ‘হযরত আদম (আ.)-কে সাফা পাহাড়ে এবং হযরত হাউওয়া (আ.)-কে মারওয়া পাহাড়ে অবতরণ করা হয় ।’^৪

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, ‘হযরত আদম (আ.)-কে হিন্দুস্থানের ‘নাওয’ নামক পাহাড়ে (এ পাহাড়টি বর্তমানে শ্রীলংকায় অবস্থিত) এবং হযরত হাউওয়া (আ.)-কে জিদ্দায় অবতরণ করা হয় ।’^৫

৩৪. হযরত আদম (আ.) বেহেশত থেকে কি কি জিনিস সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন?

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:৩৮: قُلْنَا اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا

^২ (ক) ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ১, পৃ. ১৪৪; (খ) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ১, পৃ. ৮৯, হাদীস: ৩৯৫:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُرَيْجٍ، قَالَ: «أُهْبِطَ آدَمُ بِالْهِنْدِ، وَحَوَاءُ بِجُدَّةَ، وَإِبْلِيسُ بِدَسْتُويسَانَ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى أُمَيَّالٍ، وَأُهْبِطَتِ الْحَيَّةُ بِأَصْبَهَانَ».

^৩ ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ১, পৃ. ১৪৪: وَنَزَّلَ آدَمُ بِالْهِنْدِ ।

^৪ (ক) ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ১, পৃ. ১৪৪; (খ) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ১, পৃ. ৮৮, হাদীস: ৩৯২:

عَنِ ابْنِ عُثْمَرَ، قَالَ: «أُهْبِطَ آدَمُ بِالصَّنَا، وَحَوَاءُ بِالْمَرْوَةِ».

^৫ (ক) ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ১, পৃ. ১৪৪; (খ) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ১, পৃ. ৮৮, হাদীস: ৩৯৩; (গ) ইবনে সা‘দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ১৮, হাদীস: ৬৭:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا أُهْبِطَ اللَّهُ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ أَهْبَطَهُ بِدَحْنَا أَرْضَ بِالْهِنْدِ».

উত্তর: ৯টি জিনিস সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলো হচ্ছে,

১. হাজরে আসওয়াদ, যা বরফের টুকরার চেয়েও অধিক চকচকা ও সাদা ছিল।
২. বেহেশতী বৃক্ষের পাতা বা ফুলের পাপড়ি।
৩. বেহেশতের 'আস' নামক বৃক্ষের লাঠি,
৪. বেলচা,
৫. কোদাল,
৬. দেবাদারু জাতীয় বৃক্ষ,
৭. চন্দন,
৮. হাতুড়ি,
৯. ফল।^১

৩৫. হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে আসার পর সর্বপ্রথম কোন ফল খেয়েছিলেন?

উত্তর: সর্বপ্রথম কুল খেয়েছিলেন।^২

৩৬. হযরত আদম (আ.) কোন কোন পাহাড়ের পাথর দ্বারা কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন?

উত্তর: ৫টি পাহাড়ের পাথর দ্বারা কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন। যথা—

১. তুরে সাইনা,
২. তুরে যায়তুন,
৩. জাবেলা লেবনান,
৪. জাবালে জুদী এবং
৫. এর খুঁটি বানিয়েছিলেন হেরা পাহাড়ের পাথর দ্বারা।^৩

৩৭. হযরত আদম (আ.) কত বছর জীবিত ছিলেন?

উত্তর: ৯৩৬ বছর জীবিত ছিলেন।^৪ অন্য এক মতে, ৯৪০ বছর জীবিত ছিলেন।^৫

^১ ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ১৮, হাদীস: ৬৭; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী, *নশরুত তীব ফী যিকরিল হাবীব*, পৃ. ১৯১

^৩ ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২২, হাদীস: ৬৭; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৪ ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ২২, হাদীস: ৬৭; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৫ আদ-দামীরী, *হয়াতুল হায়ওয়ান*, খ. ২, পৃ. ৪২৬

৩৮. ওয়াফাতের সময় হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর: তখন তাঁর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। এর মধ্যে তাঁর পৌত্র এবং প্রপৌত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩৯. হযরত আদম (আ.)-এর ওয়াফাত কোথায় হয়েছিল?

উত্তর: শ্রীলংকার 'নাওয়া' নামক পাহাড়ের ওপর। [হায়াতে আদম (আ.), পৃ. ৬৭]

৪০. হযরত আদম (আ.)-এর জানাযার নামায কে পড়িয়েছিলেন এবং কয় তাকবীর দিয়েছিলেন?

উত্তর: হযরত উবাতা ইবনে কা'ব (রাযি.) বলেন, তাঁর ওয়াফাতের পর ফেরেশতা আসেন এবং তাঁরা তাঁকে গোসল দেন ও হানুত সুগন্ধি লাগান। অতঃপর একজন ফেরেশতা অগ্রবর্তী হন এবং তাঁর সন্তানগণ ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ পেছনে দাঁড়ান। এভাবে জানাযার নামায হয়। অতঃপর ফেরেশতাগণ বগলী কবর তৈরি করে তাঁকে দাফন করেন।

এ বিষয়ে আরেকটি মত হলো এই যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত শীস (আ.)-কে বলেছিলেন, আপনি জানাযার নামায পড়ান। সুতরাং হযরত শীস (আ.) জানাযার নামায পড়ান। আর হযরত আদম (আ.)-এর জানাযার নামাযে ৩০টি তাকবীর দেওয়া হয়েছিল। এটি করা হয়েছিল শুধু তাঁর মর্যাদা ও সম্মানের জন্য।^১

৪১. হযরত হাউওয়া (আ.)-এর গর্ভে কত সন্তান হয়েছিল?

উত্তর: ইমাম ইবনে জারীর আত-তাবারী (রহ.) বলেছেন, 'হযরত হাউওয়া (আ.)-এর গর্ভে ৪০জন সন্তান জন্মগ্রহণ করে।' অন্য এক উক্তি মতে, ১২০জন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। [হায়াতে আদম (আ.), পৃ. ৬১]

৪২. হযরত আদম (আ.) থেকে যেকথা সর্বপ্রথম জারী হয়েছে, তা কী?

উত্তর: সর্বপ্রথম যে কথা বের হয় তা ছিল আল-হামদু লিল্লাহি।

৪৩. হযরত আদম (আ.) সর্বপ্রথম কী কাজ করেন?

উত্তর: হযরত আদম (আ.) সর্বপ্রথম তাঁর মাথা মুণ্ডিয়েছেন। সর্বপ্রথম মোরগ পুষেছেন। মোরগ আসমানে ফেরেশতাদের 'তসবীহ' পাঠের আওয়াজ শুনে সেই তসবীহ পাঠ করছেন এবং মোরগের তসবীহ পাঠের

^১ ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ২২, হাদীস: ৬৭; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

আওয়াজ শুনে তিনিও তসবীহ পাঠ করতে শুরু করেন । [রুগয়াতুয যামআন, পৃ. ৩৫]

৪৪. হিবাতুল্লাহ বা আল্লাহর দান কার উপাধি ছিল?

উত্তর: হযরত শীস (আ.)-এর উপাধি ছিল । তা এই জন্য যে, কাবিল যখন হাবিলকে হত্যা করে, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা হাবিলের বদলায় তাঁকে শীস নামে এক সন্তান দান করেছেন ।^১

৪৫. কাবিল হাবিলকে কোন জায়গায় হত্যা করেছিল?

উত্তর: দামেশকের উত্তর দিকে অবস্থিত ‘কাসিউন’ পর্বতমালার ‘মাগারাতুদ দম’ নামে পরিচিত একটি গুহায় হত্যা করেছিল । [হায়াতে আদম (আ.), পৃ. ৭২]

হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম

১. হযরত ইদরীস (আ.)-এর প্রকৃত নাম কী? তাঁকে ইদরীস বলা হয় কেন?

উত্তর: হযরত ইদরীস (আ.)-এর প্রকৃত নাম أَخْنُوخ (আখনুখ) । তাঁকে এ জন্য ইদরীস বলা হয় যে, তিনিই সর্বপ্রথম কিতাবের ‘দরস’ দিয়েছেন ।^২

২. হযরত ইদরীস (আ.) হতে প্রথম কোন কোন বিষয়ে প্রচলিত হয়েছে?

উত্তর: ৬টি বিষয় প্রচলিত হয়েছে । যথা—

১. হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম লেখার জন্য কলম ব্যবহার করেছেন ।
২. হযরত ইদরীস (আ.) জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম উদ্ভাবক ছিলেন ।
৩. হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম কাপড় সেলাইয়ের পন্থা আবিষ্কার করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম সেলাই করা কাপড় পরিধান করেন । এর পূর্বে লোকেরা চামড়া পরিধান করত ।
৪. হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম অস্ত্র তৈরি করে তা দিয়ে দুশমনের মুকাবিলা করেন ।^৩
৫. হযরত ইদরীস (আ.) সর্বপ্রথম তুলার কাপড় পরিধান করেন ।

^১ ইবনে সা‘দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ২১, হাদীস: ৬৭; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^২ (ক) আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ৪০; (খ) আল-খায়িন, লুবাবুত তাওরীল ফী মা‘আনিত তানযীল, খ. ৩, পৃ. ১৯০

^৩ (ক) আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ৪০; (খ) আল-খায়িন, লুবাবুত তাওরীল ফী মা‘আনিত তানযীল, খ. ৩, পৃ. ১৯০

৫৭ আশিয়ায়ে কেরারেম ইতিকথা

৬. হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানদের মধ্যে হযরত ইদরীস (আ.)
সর্বপ্রথম নুবুওয়াত লাভ করেন।^১
৩. পবিত্র কুরআনে হযরত ইদরীস (আ.)-এর নাম কতবার এবং কোন কোন
সূরায় উল্লিখিত হয়েছে?
উত্তর: মাত্র দু'বার, সূরা মরিয়ম ও সূরা আল-আশিয়ায়।
৪. 'সমগ্র বিশ্ববাসী দৈনিক যত পুণ্য অর্জন করবে, আমি একাই তোমাকে
তত পুণ্য করব' এ উক্তি কে কার প্রতি করেছিলেন?
উত্তর: এ উক্তি স্বয়ং আল্লাহ হযরত ইদরীস (আ.)-এর প্রতি করেছিলেন।
৫. হযরত ইদরীস (আ.)-এর রুহ কোথায় কবয করা হয়েছে?
উত্তর: চতুর্থ আসমানে।
৬. তিনি কোন এলাকায় প্রেরিত হয়েছিলেন?
উত্তর: মিসর এলাকায়।
৭. তিনি কোন কোন ভাষা জানতেন?
উত্তর: তিনি তৎকালীন প্রচলিত ৭২টি ভাষা জানতেন।
৮. কোন নবী প্রায় ২০০ নগর পত্তন করেছিলেন?
উত্তর: হযরত ইদরীস (আ.)।
৯. সভ্যতা-সামাজিকতা, নাগরিকতা এবং রাজনীতির গুরু কে?
উত্তর: হযরত ইদরীস (আ.)।
১০. কোন নবী সর্বপ্রথম মানবজাতিকে অক্ষরজ্ঞান দান করেন?
উত্তর: হযরত ইদরীস (আ.)।
১১. কত বছরে তাঁর ইন্তিকাল হয়?
উত্তর: ৮২ বছর বয়সে।
১২. 'জ্ঞান আত্মার খোরাক' বিখ্যাত এ উক্তিটি কার?
উত্তর: হযরত ইদরীস (আ.)-এর।

হযরত হুদ আলাইহিস সালাম

১. পবিত্র কুরআনে হযরত হুদ (আ.)-এর নাম কতবার উল্লেখিত হয়েছে?
উত্তর: ৭ বার।

^১ শায়খুত তুরবা, মুহাযারাতুল আওয়াল ওয়া মুসামিরাতুল আওয়াখির, পৃ. ২৩

২. কোন জাতির হিদায়তের জন্য হযরত হুদ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন?
উত্তর: আদ জাতির ।
৩. আদ জাতি কোথায় বাস করতো?
উত্তর: হাযারমওত এবং পারস্য উপসাগরের উপকূল আন্মান অঞ্চলে ।
৪. আদ জাতির রাজধানী কোথায় ছিল?
উত্তর: ইয়েমানে ।
৫. আদ জাতির কোন ব্যক্তি খোদা হওয়ার দাবি এবং নকল বেহেশত তৈরি করেছিল?
উত্তর: বাদশা শাদ্দাদ ।
৬. অভিশপ্ত শাদ্দাদের কখন মৃত্যু হয়?
উত্তর: নব-নির্মিত নকল বেহেশতে প্রবেশের সময় ।
৭. হযরত হুদ (আ.) দীর্ঘদিন ধর্মপ্রচার করার পরে কয়জন লোক ঈমান এনেছিলেন?
উত্তর: মুষ্টিময় কয়েকজন ।
৮. হযরত হুদ (আ.)-এর কওমের প্রতি কেমন ধরনের গযব নাযিল হয়েছিল?
উত্তর: প্রথমে অনাবৃষ্টি, পরে ৮দিন ৭ রাত অনবরত ঝড়-তুফান, ফলে তাদের ঘরবাড়ি, দালান-কোঠা সব তছনছ হয়ে গিয়েছিল ।
৯. হযরত হুদ (আ.)-এর কওম নিপাতগ্রস্ত হওয়ার পরে তিনি কোথায় হিজরত করেন এবং কোথায় তাঁর ইন্তিকাল হয়?
উত্তর: হাযারমওতের শহরাঞ্চলে হিজরত করেন এবং সেখানেই তাঁর ইন্তিকাল হয় ।

হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম

১. হযরত সালেহ (আ.) কোন নবীর পরে এসেছিলেন?
উত্তর: হযরত হুদ (আ.)-এর পরে এসেছিলেন ।
২. হযরত সালেহ (আ.)-এর কওমের নাম কী?
উত্তর: তাঁর কওমের নাম সামুদ ।
৩. সামুদ জাতি কোথায় বাস করতো?
উত্তর: হিজাজ এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে ।

৫৯ আশিয়ায়ে কেরারেম ইতিকথা

৪. কোন জাতিকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়?

উত্তর: সামূদ জাতিকে ।

৫. সামূদ জাতিকে দ্বিতীয় আদ বলা হয় কেন?

উত্তর: আদ জাতির সঙ্গে বংশসূত্রে জড়িত থাকার কারণে ।

৬. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ‘নাকাতুল্লাহ’ বা আল্লাহর উষ্ট্রী কোন উটকে বলা হয়েছে?

উত্তর: সামূদ সম্প্রদায় হযরত সালেহ (আ.)-কে নবী হিসেবে বিশ্বাস করার জন্য পাথর থেকে একটি উট বের করার নিদর্শন দাবি করে, তখন হযরত সালেহ (আ.) এ বিষয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করলে পাথর থেকে একটি উট বের হয় । সেই উটকে কুরআনে নাকাতুল্লাহ বা আল্লাহর উট নামে অভিহিত করা হয়েছে ।

৭. উক্ত উটকে সামূদ সম্প্রদায় কি করেছিল?

উত্তর: উক্ত উটকে হত্যা করেছিল ।

৮. সামূদ সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈমানদার ব্যতীত অন্যদের পরিণতি কি হয়েছিল?

উত্তর: তাদের প্রতি আল্লাহর ভয়ঙ্কর গযব নাযিল হয়েছিল এবং ৩ দিনের মধ্যে সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল ।

৯. জাতির এই সর্বনাশের পর হযরত সালেহ (আ.) হিজরত করে কোথায় গিয়েছিলেন?

উত্তর: এ বিষয়ে বিস্তারিত মতপার্থক্য বিদ্যমান । কারো মতে, ফিলিস্তিনে (প্যালেস্টাইন), কারো মতে হাযারমওতে এবং কারো কারো মতে, মক্কা শরীফে যান এবং সেখানে বসবাস করতে থাকেন ।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম

১. কোন নবীকে ‘দ্বিতীয় আদম’ বলা হয়?

উত্তর: হযরত নূহ (আ.)-কে ।

২. হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সামের বংশধারাকে কি বলা হয়?

উত্তর: সামীয় বা সেমেটিক জাতি ।

৩. তাঁর কয়টি পুত্র ও তাঁদের নাম কি কি?

উত্তর: তাঁর ৪টি পুত্র ছিল; হাম, সাম, ইয়াকিস ও কেনান ।

৪. মহাবন্যা কার আমলে হয়?

উত্তর: হযরত নূহ (আ.)-এর আমলে ।

৫. উক্ত বন্যা থেকে তিনি কিভাবে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন?

উত্তর: আল্লাহ নির্দেশে একটি বিরাট নৌকা তৈরি করে তাতে অবস্থান করে ।

৬. হযরত নূহ (আ.)-এর আমলের বন্যার পানি কতদূর পর্যন্ত উঠেছিল?

উত্তর: সর্বোচ্চ পর্বত পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল ।

৭. উক্ত বন্যায় হযরত নূহ (আ.)-এর কোন কোন আত্মীয় অবাধ্যতার কারণে ডুবে মরেছিল?

উত্তর: পুত্র কেনান ও জ্বী ।

৮. উক্ত বন্যার পানি প্রথমে কোথা হতে বের হয়?

উত্তর: জনৈকা মহিলার রান্নাঘরের জ্বলন্ত চুলোর তলা থেকে ।

৯. হযরত নূহ (আ.) নৌকা ভাসমান অবস্থায় পৃথিবীর কোন স্থানে ৭বার প্রদক্ষিণ করে?

উত্তর: মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কা'বা গৃহের চতুষ্পার্শ্বে ।

১০. বন্যার পরে হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকা কোন পর্বতে অবতরণ করে?

উত্তর: জুদী পর্বতে ।

১১. জুদী পর্বত কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: বর্তমানে ইরাকের মসুল এলাকায় উত্তর সীমান্তে ।

১২. হযরত নূহ (আ.) কোন এলাকায় দীন প্রচার করেন?

উত্তর: সুপ্রসিদ্ধ দজলা (টাইগ্রিস) এবং ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর মধ্যবর্তী ইরাক সংলগ্ন এলাকায় ।

১৩. হযরত নূহ (আ.)-এর পরে কে নবী হয়েছিলেন?

উত্তর: হযরত হুদ (আ.) ।

১৪. হযরত নূহ (আ.)-এর প্রকৃত নাম কী?

উত্তর: হযরত নূহ (আ.)-এর প্রকৃত নামের ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে । কেউ বলেছেন, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আবদুল গাফফার । কেউ বলেছেন, ইয়াশকুব ।^১ [জালালইন শরীফের হাশিয়া, পৃ. ২৮৮]

^১ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ১১৫

আবার কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিল আবদুল জব্বার।^১
কেউ বলেছেন, ইদরীস। [হায়াতে আদম (আ.), পৃ. ৭৪]

১৫. হযরত নূহ (আ.)-এর লকব নূহ হলো কেন?

উত্তর: নূহ শব্দের অর্থ হলো ক্রন্দন। যেহেতু তাঁর উম্মতের গোনাহের জন্যে অধিকতর ক্রন্দন করতেন, তাই তাঁর উপাধি হয়ে যায় নূহ।

আর এজন্যও তাঁর উপাধি নূহ হয় যে, তিনি তাঁর নফসের ওপর ক্রন্দন করতেন।^২

এর কারণ এই ছিল যে, একদিন তিনি চর্মরোগ আক্রান্ত একটি কুকুরের নিকট দিয়ে পথ চলছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে, কুকুরটি কত কুৎসিৎ! তখন আল্লাহ তা‘আলা হযরত নূহ (আ.)-এর নিকট অহী প্রেরণ করলেন যে, তুমি কি আমাকে দোষারোপ করছ, না আমার সৃষ্ট কুকুরকে দোষারোপ করছ? তুমি কি এর চেয়ে উত্তম কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম? হযরত নূহ (আ.) তাঁর এ ভুলের জন্যে সর্বদা ক্রন্দন করতেন।^৩

১৬. হযরত নূহ (আ.)-এর সর্বমোট বয়স কত হয়েছিল এবং যখন নবওয়াত লাভ করেন তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

উত্তর: হযরত নূহ (আ.)-এর সর্বমোট বয়স হয়েছিল ১০৫০ বছর। তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তির বয়স সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনি ৫০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেছেন। কেউ বলেছেন ৫২ বছর, আবার কেউ বলেছেন ১০০ বছর।^৪ ৪০ বছর নবুওয়াতপ্রাপ্তির একটি উক্তিও রয়েছে।^৫

১৭. হযরত নূহ (আ.) -কে জাহাজ বানানোর পদ্ধতি কে শিখিয়েছিল এবং এই জাহাজ কতদিনে তৈরি হয়েছিল?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে পাঠিয়েছিলেন, তিনি হযরত নূহ (আ.)-কে জাহাজ বানানোর নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। এই জাহাজ দুই বছরে তৈরি করা হয়েছিল।^৬

১৮. হযরত নূহ (আ.)-এর জাহাজের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও উচ্চতা কতটুকু ছিল এবং এটি কয় তলা বিশিষ্ট ছিল?

^১ আদ-দামীরী, *হায়াতুল হাযওয়ান*, খ. ১, পৃ. ১৬

^২ আল-আনুসী, *রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী*, খ. ৪, পৃ. ২০১

^৩ আহমদ আস-সাবী, *হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন*, খ. ৩, পৃ. ২৩৩

^৪ আহমদ আস-সাবী, *হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন*, খ. ৩, পৃ. ২৩৩

^৫ আহমদ আস-সাবী, *হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন*, খ. ৩, পৃ. ১১৫

^৬ আহমদ আস-সাবী, *হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন*, খ. ৩, পৃ. ১১৬

উত্তর: হযরত নূহ (আ.)-এর জাহাজের দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ হাত, প্রস্থ ছিল ৫০ হাত এবং উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। জাহাজটি ছিল ৩ তলা বিশিষ্ট। নীচের তলায় ছিল হিংস্র জন্তু ও পোকা-মাকড়। দ্বিতীয় তলায় ছিল চতুষ্পদ জন্তু, গরু-মহিষ ইত্যাদি এবং তৃতীয় ও উপরের তলায় ছিল মানুষ।

কেউ কেউ জাহাজটি দৈর্ঘ্য ৩০ হাত, প্রস্থ ছিল ৫০ হাত ও উচ্চতা ৩০ হাত ছিল বলেও বর্ণনা করেছেন। হাতের দ্বারা তারা কাঁধ পর্যন্ত পুরো হাতকে গণ্য করেছে।^১

১৯. এই জাহাজে কতজন লোক ছিলেন?

উত্তর: কেউ লোকের সংখ্যা ৮০ জন বলেছেন। যার অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক মহিলা ছিল।

কেউ বলেছেন, নারী-পুরুষ মিলে ৭০ জন ছিল। কেউ বলেছেন ৯ জন। ৩ জন হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তানদের মধ্য হতে হাম, সাম ও ইয়াকুব। কেউ বলেছেন যে, হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তানদের ব্যতীতই ৯ জন ছিল।^২

২০. হযরত নূহ (আ.) জাহাজে কোন মাসে আরোহন করেছিলেন? জাহাজ কোন দিন কোথায় গিয়ে থেমেছিল? এবং জাহাজের মধ্যে কতদিন ছিল?

উত্তর: হযরত নূহ (আ.) রজব মাসের ১০ তারিখ জাহাজে আরোহন করেন এবং জাহাজ মুহররম মাসের ১০ তারিখ মুসেল শহরের সুউচ্চ জুদী পাহাড়ে গিয়ে থামে। তিনি জাহাজে দীর্ঘ ৬ মাস অবস্থান করেন।^৩

২১. তুফানের পর হযরত নূহ (আ.) কত বছর জীবিত ছিলেন?

উত্তর: এ ব্যাপারে সঠিক অভিমত হলো এই যে, এই তুফানের পর হযরত নূহ (আ.) ৬০ বছর জীবিত ছিলেন।^৪

কেউ কেউ বলেছেন, তুফানের পর তিনি ২৫০ বছর জীবিত ছিলেন।^৫

২২. পৃথিবীর কোন অঞ্চলের লোক হযরত নূহ (আ.)-এর কোন ছেলের বংশের লোক?

^১ আহমদ আস-সাবী, *হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন*, খ. ৩, পৃ. ১১৬

^২ আহমদ আস-সাবী, *হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন*, খ. ৩, পৃ. ২৩৩

^৩ আহমদ আস-সাবী, *হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন*, খ. ৩, পৃ. ১১৬

^৪ আহমদ আস-সাবী, *হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন*, খ. ৩, পৃ. ১১৫

^৫ আহমদ আস-সাবী, *হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন*, খ. ৩, পৃ. ২৩৩

উত্তর: হযরত নূহ (আ.)-এর ৪জন পুত্র ছিল: হাম, সাম ও ইয়াফেস। হিন্দুস্থান, সিন্ধু ও হাবশার লোকেরা হামের বংশধর। রোম, পারস্য ও আহলে আরব হলো সামের বংশধর। আর ইয়াফেসের বংশধর হলো ইয়াজুজ-মাজুজ, তুর্কী ও সালাব জাতি। [বুস্তানে আবুল লাইস]

হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম

১. কোন নবীকে আবুল আশিয়া বা নবীদের পিতা বলা হয়?

উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে।

২. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নাম পবিত্র কুরআনে কত জায়গায় এবং কয়টি সূরায় উল্লেখিত হয়েছে?

উত্তর: ২৫টি সূরায় এবং ৬৩টি আয়াতে।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর: ইরাক দেশে।

৪. তাঁর পিতার নাম কি?

উত্তর: তারেখ (মতান্তরে আযর)।

৫. তাঁর মাতার নাম কী?

উত্তর: আদনা।

৬. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর আমলে যে রাজা রাজত্ব করত তার নাম কী?

উত্তর: নমরুদ।

৭. নমরুদ নিজেকে কি বলে ঘোষণা করেছিল?

উত্তর: রব (প্রভু) বলে।

৮. কোন নবীকে অভিশপ্ত নমরুদ আগুনে নিক্ষেপ করেছিল?

উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে।

৯. আগুনে পতিত হওয়ার পরে তা কিসে পরিণত হয়েছিল?

উত্তর: ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক।

১০. নমরুদের মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল?

উত্তর: একটি পা ভাঙ্গা মশার কামড়ে।

১১. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কয়জন স্ত্রী ছিল এবং তাঁদের নাম কী কী?

উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দু'জন স্ত্রী ছিল। তাঁদের নাম যথাক্রমে হযরত সারা (আ.) ও হযরত হাজারা (আ.)।

১২. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কয় জন পুত্র ছিলেন এবং তাঁদের নাম কী কী?

উত্তর: ৩. জন। ইসমাইল, ইসহাক ও মিদয়ান।

১৩. ‘হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো ঈমান আজও আগুনকে নন্দন-কাননে পরিণত করতে পারে’ এ উক্তি কার?

উত্তর: আল্লামা ইকবাল (রহ.)-এর।

১৪. আগুন থেকে বের হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) কোথায় হিজরত করেন?

উত্তর: ফোরাতে নদীর পশ্চিমাঞ্চলে।

১৫. হিজরতকালীন তাঁর সঙ্গে কে কে ছিলেন?

উত্তর: স্ত্রী হযরত সারা (আ.) ও ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আ.)।

১৬. কোন নবী বাধ্য হয়ে মিসরের অত্যাচারী রাজার নিকট নিজ স্ত্রীকে বোন হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন?

উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.)।

১৭. এটা কি দোষণীয় হয়েছিল?

উত্তর: না। কারণ প্রত্যেক স্ত্রীই একমতে ধর্মীয় বোন। তা ছাড়া আত্মীয়তার সূত্রেও তাঁরা দূরবর্তী ভাইবোন ছিলেন।

১৮. হযরত হাজারা (আ.) কে?

উত্তর: মিসরের রাজকন্যা এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী।

১৯. কত বছর বয়স পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) নিঃসন্তান ছিলেন?

উত্তর: ৮৭ বছর বয়স (মতভেদ আছে)।

২০. তাঁর উপাধি কি ছিল?

উত্তর: খলীলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু)।

২১. তাঁর প্রথম পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: মা হযরত হাজারা (আ.)-এর গর্ভে।

২২. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় সন্তান হযরত ইসহাক (আ.) তাঁর কত বছর বয়সে এবং কার গর্ভে জন্মলাভ করেন?

উত্তর: ১০০ বছর বয়সে। প্রথমা স্ত্রী হযরত সারা (আ.)-এর গর্ভে।

২৩. আল্লাহর আদেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাইল (আ.)-সহ স্ত্রী হযরত হাজারা (আ.)-কে কোথায় নির্বাসিত করেন?

উত্তর: আরবের জনমানবহীন মরুভূমি মক্কায় ।

২৪. হযরত হাজারা (আ.)-এর সাফা-মারওয়া দৌড় অনুষ্ঠানটি কোন ঘটনাকে অনুসরণ করে পালিত হয়?

উত্তর: নির্বাসিতা হযরত হাজারা (আ.)-এর দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাইল (আ.)-এর ক্রন্দনে অস্থির হয়ে খাদ্য-পানীয় সন্ধানে সাফা ও মারওয়া নামক নিকটবর্তী দুটি পাহাড়ে ক্রমাগত ৭বার দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন । এই ঘটনাকে অনুসরণ করে বর্তমানে হজ্জ উৎসবে সাফা-মারওয়ার দৌড় অনুষ্ঠিত হয় ।

২৫. বর্তমান কুরবানীপ্রথা কাকে অনুসরণ করে পালিত হয়?

উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ।

২৬. যমযম কূপ কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উত্তর: শিশু নবী হযরত ইসমাইল (আ.)-এর পায়ের আঘাতে ।

২৭. সর্বপ্রথম কোন নারীর নাক-কান ছিদ্র করা হয়?

উত্তর: হযরত মা হাজারা (আ.)-এর ।

২৮. হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর আদেশে কোন প্রাণপ্রিয় পুণ্যবান আত্মীয়কে কুরবানী দিতে গিয়েছিলেন?

উত্তর: নিজ পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.)-কে ।

২৯. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কত বছর বয়সে খতনা হয় এবং কে তাঁর খতনা করান?

উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.) ৮০ বছর বয়সে নিজেই নিজের খতনা করেন ।

৩০. হযরত ইসমাইল (আ.)-এর কত বছর বয়সে খতনা হয়?

উত্তর: হযরত ইসমাইল (আ.) ১৩ বছর বয়সে খতনা হয় ।

৩১. কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণের সময় হযরত ইসমাইল (আ.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স কত ছিল?

উত্তর: যথাক্রমে ২০ এবং ১৬০ বছর ।

৩২. তাওহীদে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী মুসলিম নামে অভিহিত করে গেছেন কে?

উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.) ।

৩৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) কত বছর জীবিত ছিলেন?

উত্তর: ১৭৫ বছর ।

৩৪. হযরত ইসমাইল (আ.) কত বছর হায়াত পেয়েছিলেন?

উত্তর: ১৩৬ বছর ।

৩৫. হযরত ইসমাইল (আ.)-এর ওয়াফাত এবং সমাধি কোথায় হয়?

উত্তর: প্যালেস্টাইনে ।

৩৬. তাঁর উপাধি কি ছিল?

উত্তর: যবীহুল্লাহ (উৎসর্গাকৃত) ।

৩৭. হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সমাহিত পাহাড়ের নাম কি?

উত্তর: খলীলিয়া ।

৩৮. মা হাজারা (আ.)-এর সমাধি কোথায়?

উত্তর: কা'বা প্রাঙ্গণে ।

৩৯. হযরত সারা (আ.)-এর সমাধি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: বায়তুল মাকদিস (জেরুসালেম) ।

৪০. হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যখন নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

উত্তর: এ সময়ে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স ছিল ১৬ । কেউ কেউ বলেছেন যে, তখন তার বয়স ছিল ২৬ ।^১

৪১. হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এর জন্য কতদিন পর্যন্ত লাকড়ি সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং কতদিন পর্যন্ত তা প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল?

উত্তর: এ জন্য একমাস পর্যন্ত লাকড়ি সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং ৭দিন পর্যন্ত তা প্রজ্জ্বলিত করা হয় ।^২

৪২. হযরত ইবরাহীম (আ.) আগুনে কতদিন ছিলেন?

উত্তর: ৭দিন । কেউ কেউ বলেছেন, ৪০ দিন, আবার কেউ কেউ ৫০ দিনের কথাও বলেছেন ।^৩

৪৩. অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পর হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কি পোশাক পরিধান করানো হয়েছিল?

^১ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ১২

^২ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ৮২

^৩ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ৮২

উত্তর: তখন তাঁকে রেশমের পোশাক পরিধান করানো হয়েছিল, যা হযরত জিবরাঈল (আ.) এনেছিলেন এবং এটা ছিল বেহেশতের পোশাক।^১

৪৪. হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কিসের সাহায্যে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল? এই কৌশল তাদেরকে কে শিখিয়েছিলেন?

উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে চড়কের সাহায্যে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। চড়ক তৈরির এই কৌশল তাদেরকে শয়তান শিখিয়েছিলেন। ব্যাপার ছিল এই যে, নমরুদ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে একটি কক্ষে আবদ্ধ রাখার পর যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে কিভাবে নিক্ষেপ করা যাবে। কেননা অগ্নিকুণ্ডের প্রচণ্ড তাপে এর নিকটবর্তী হওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এ সময় সেখানে শয়তানের আগমন ঘটে। আর অভিশপ্ত শয়তান তাদেরকে চড়ক বানানোর কৌশল শিখিয়ে দেয়।^২

৪৫. সেই ঘরের প্রস্থ ও উচ্চতা কতটুকু ছিল যেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নিক্ষেপ করা হয়েছিল?

উত্তর: সেই ঘরের উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। আর প্রস্থ ছিল ২০ হাত।
[জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ৩৭৭]

৪৬. সকল আশিয়াই কেবল একবার হিজরত করেছেন। কিন্তু সেই নবী কে, যিনি দুইবার হিজরত করেছেন?

উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.)। তিনি প্রথম হিজরত করেছেন ইরাকের অন্তর্গত বাবেল শহরের কোশা নামক জনপদ থেকে কুফার দিকে। দ্বিতীয় হিজরত করেছেন কুফা থেকে সিরিয়ার দিকে।^৩

৪৭. হযরত ইবরাহীম (আ.) হতে যেসব কাজের সূচনা হয়েছে সেগুলো কী?

উত্তর:

১. হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম ‘আব্রাহাম আকবর’ বলেছেন।
২. হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম জুমুআর জন্য গোসল করেছেন।
[বুগয়াতুয যমআন, পৃ. ২৩]
৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম মিসরের ওপর খুতবা দিয়েছেন।

^১ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ৮২

^২ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ৮২

^৩ আয-যামাখশারী, আল-কাশাফ আন হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানবীল, খ. ৩, পৃ. ৪৫১

৪. হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম কুলি ও মিসওয়াক করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, সর্বপ্রথম মিসওয়াককারী হলেন হযরত মূসা (আ.)।
 ৫. হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম নাকে পানি দিয়েছেন।
 ৬. হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম নক কেটেছেন।
 ৭. হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম মোচ কেটেছেন।
 ৮. হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম বগলের লোম কেটেছেন।^১
 ৯. নবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাড়ি সাদা হয়েছে।
 ১০. হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম নাভীর নীচের লোম কেটেছেন।
 ১১. হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম মেহিদীর হিজাব ব্যবহার করেছেন।
 ১২. নবীদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম স্বীয় খতনা করেছেন। [কাসাসুল আমিয়া, পৃ. ৬৮]
 ১৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম পানি দ্বারা ইস্তিনজা করেছেন।
 ১৪. হযরত ইবরাহীম (আ.) সর্বপ্রথম মেহমানদারী করেছেন এবং গনীমতের মাল আল্লাহর পথে খরচ করেছেন।
 ১৫. কোন নবী উম্মতে মুহাম্মদীকে সালাম বলেছেন?
- উত্তর: হুযর পাক (সা.) মিরাজ গমনের পর তথা হতে প্রত্যাবর্তন করার সময় হযরত ইবরাহীম (আ.) উম্মতে মুহাম্মদীকে সালাম প্রেরণ করেছিলেন।^২

হযরত লূত আলাইহিস সালাম

১. হযরত লূত (আ.) কে?
- উত্তর: আল্লাহর একজন নবী! হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র।
২. পবিত্র কুরআনে তাঁর নাম কতবার উল্লেখিত হয়েছে?
- উত্তর: ২৭ বার।
৩. তিনি শৈশবকাল থেকে কার কাছে প্রতিপালিত হন?
- উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে।
৪. হযরত লূত (আ.)-এর কওমের নাম কি?
- উত্তর: সামূদ।

^১ শায়খুত তুরবা, মুহাযারাতুল আওয়াল ওয়া মুসামিরাতুল আওয়াখির, পৃ. ৫৮

^২ আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ৩, পৃ. ১৬৩৫-১৬৩৭

৬৯ আশ্বিনায়ে কেরারেম ইতিকথা

৫. হযরত লূত (আ.)-এর কওমের প্রতি যে ভয়ঙ্কর আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল, তা থেকে তাঁর কোন নিকটাত্মীয় অবাধ্যতার কারণে রেহাই পায়নি?

উত্তর: তাঁর স্ত্রী ।

৬. হযরত লূত (আ.)-এর গৃহে সুন্দর বালকের ছদ্মবেশে কারা মেহমান হয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তর: ফেরেশতারা ।

৭. হযরত লূত (আ.)-এর কওমের প্রতি কেমন আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল?

উত্তর: তাদের বাসস্থান এলাকা সম্পূর্ণ উল্টিয়ে সাগরে পরিণত করে দেওয়া হয়েছিল ।

৮. সেই ঐতিহাসিক সাগরকে বর্তমানে কি নামে অভিহিত করা হয়?

উত্তর: মৃত সাগর (লুত সাগর) নামে ।

৯. উক্ত সাগর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: বায়তুল মাকদিস (জেরুযালেম) ও জর্ডান নদীর মাঝখানে অবস্থিত ।

হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম

১. হযরত ইসহাক (আ.)-এর নাম পবিত্র কুরআনে কতবার উল্লেখিত হয়েছে?

উত্তর: ১৭ বার ।

২. তাঁর পিতা ও মাতার নাম কী?

উত্তর: তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত সারা (আ.) ।

৩. ‘ইসহাক’ শব্দটি কোন ভাষা কী?

উত্তর: ইসহাক শব্দটি হিব্রু ভাষা ।

৪. হযরত ইসহাক (আ.)-এর জন্মের কত দিন পরে তাঁর খতনা করা হয়?

উত্তর: জন্মের ৮ দিন পরে ।

৫. কে তাঁর খতনা করিয়েছিলেন?

উত্তর: পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) ।

৬. হযরত ইসহাক (আ.)-এর স্ত্রীর নাম কী?

উত্তর: তাঁর স্ত্রীর নাম ‘রাফকা’ বা ‘রাফীকা’ ।

৭. হযরত রাফকা (আ.)-এর গর্ভে কয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁদের নাম কি?

উত্তর: দুটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের নাম যথাক্রমে عِيسَى (ঈসূ) এবং ইয়াকুব।

৮. কোন নবী আল্লাহর ভয়ে এত কঁদেছিলেন যে, তাঁর সুন্দর চেহারা পানির দাগ বসে গিয়েছিলেন?

উত্তর: হযরত ইসহাক (আ.)।

হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফ আলাইহিমা স সালাম

১. পবিত্র কুরআনে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর নাম কয় জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে?

উত্তর: ১০টি জায়গায়।

২. তাঁর প্রকৃত নাম কী?

উত্তর: ইসরাঈল।

৩. 'ইসরাঈল' শব্দটি কোন ভাষা এবং এর অর্থ কী?

উত্তর: ইসরাঈল শব্দটি হিব্রু ভাষা অর্থ আল্লাহর বান্দা।

৪. তিনি কোথায় ধর্ম প্রচার করেছিলেন?

উত্তর: কেনানে।

৫. তাঁর কোন পুত্র আল্লাহর নবী হয়েছিলেন?

উত্তর: হযরত ইউসুফ (আ.)।

৬. হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম কী?

উত্তর: বিনয়ামীন।

৭. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনের ঘটনাকে পবিত্র কুরআনে কি নামে অভিহিত করা হয়েছে?

উত্তর: আহসানুল কাসাস।

৮. আহসানুল কাসাস কথার অর্থ কী?

উত্তর: উত্তম कहিনী।

৯. একমাত্র কোন নবীর নামে পবিত্র কুরআনে একটি দীর্ঘ সূরা পরিবেশিত হয়েছে?

উত্তর: হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নামকরণে।

৭১ আন্খিয়ায়ে কেরারেম ইতিকথা

১০. ভাইদের চক্রান্তে শিশু নবী হযরত ইউসুফ (আ.) কোথায় পতিত হয়েছিলেন?

উত্তর: একটি কূপে ।

১১. কারা হযরত ইউসুফকে (আ.) কূপ থেকে উদ্ধার করে এবং কোথায় তিনি আশ্রিত হন?

উত্তর: একদল বণিক তাঁকে কূয়া থেকে উদ্ধার করে এবং পরে তিনি মিসরের বাদশাহ আযীযের কাছে আশ্রয় পান ।

১২. আযীযের কোন নিকটাত্মীয় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রেমে আসক্ত হন?

উত্তর: আযীযের পত্নী য়ুলায়খা ।

১৩. কার মিথ্যা চক্রান্তে হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে বন্দী হন?

উত্তর: আযীযের পত্নী য়ুলায়খার চক্রান্তে ।

১৪. নবীদের মধ্যে বেশি সুশ্রী ছিলেন কে?

উত্তর: হযরত ইউসুফ (আ.) ।

১৫. হযরত ইউসুফ (আ.) কোন কারণে কারাগারের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন?

উত্তর: মিসরের সম্রাট আযীযের একটি স্বপ্নের সঠিক ফলাফল বলে দেওয়ার কারণে ।

১৬. তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে কি হয়েছিলেন?

উত্তর: মিসর সম্রাটের অধীনে খাদ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন (পরে তিনি মিসরের বাদশাহ হন) ।

১৭. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শোকে তাঁর পিতার কী অবস্থা হয়েছিল?

উত্তর: পুত্র-শোকে পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.) কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ।

১৮. হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর অন্ধত্ব কিভাবে দূর হয়েছিল?

উত্তর: পুত্র ইউসুফ (আ.)-এর জামা চোখে লাগানোর ফলে ।

১৯. শৈশবে হযরত ইউসুফ (আ.) কি স্বপ্ন দেখেছিলেন?

উত্তর: ১১টি নক্ষত্র এবং চন্দ্র ও সূর্য তাঁকে সাজদা করছে ।

২০. পবিত্র কুরআন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নাম কতবার উল্লেখিত হয়েছে?

উত্তর: ২৬ বার ।

২১. হযরত ইউসূফ (আ.)-এর উদ্ধারকারী বণিকদলের কাছে তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে কত মুদ্রায় বিক্রয় করে?

উত্তর: ১৮ রৌপ্য মুদ্রায় ।

২২. তিনি কত বছর বয়সে ইস্তিকাল করেন?

উত্তর: ১১০ বয়সে ।

২৩. তাঁর দাফন কোথায় হয়?

উত্তর: ফিলিস্তিনে ।

হযরত শু'আইব আলাইহিস সালাম

১. হযরত শু'আইব (আ.) কোথাকার নবী ছিলেন?

উত্তর: মাদায়েন নামক এলাকার ।

২. মিদয়ন কিসের নাম?

উত্তর: একটি গোত্রের নাম ।

৩. কার নাম অনুসারে সেই গোত্রের নাম মিদয়ন হয়?

উত্তর: আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তৃতীয় পুত্র মিদয়নের নাম অনুসারে ।

৪. মিদয়ন গোত্রের নাম অনুসারে তাদের এলাকাকে কি নামে অভিহিত করা হয়?

উত্তর: মাদায়েন নামে অভিহিত করা হয় ।

৫. উক্ত মাদায়েন অঞ্চল কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: লোহিত সাগরের পূর্বপ্রান্তে, আরবদেশের পশ্চিম-দক্ষিণে এবং হিজাযের শেষ সীমানায় মাদায়েন অবস্থিত ।

৬. হযরত শু'আইব (আ.) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তৃতীয় পুত্র মিদয়নের বংশে ।

৭. নবীদের মধ্যে সুবক্তা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন কে?

উত্তর: হযরত শু'আইব (আ.) ।

৮. তাঁর কওম কেমন ছিলেন?

উত্তর: পৌত্তলিক ।

৯. তাদের প্রতি কি ধরনের আযাব অবতীর্ণ হয়েছিল?

উত্তর: ভূমিকম্প এবং অগ্নিবর্ষণ ।

৭৩ আশিয়ায়ে কেরারেম ইতিকথা

১০. হযরত শু'আইব (আ.)-এর কবর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: হাযারমাওত এলাকায় ।

হযরত মূসা ও হযরত হারুন আলাইহিমােস সালাম

১. হযরত মূসা (আ.)-এর নাম পবিত্র কুরআনে কতবার ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর: ১৩৫ বার ।

২. হযরত মূসা (আ.) কোন বাদশাহর আমলে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: দ্বিতীয় রামেসিসের আমলে, মিসরে জন্মগ্রহণ করেন ।

৩. রামেসিসকে পবিত্র কুরআনে কি নামে উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর: ফেরউন নামে ।

৪. হযরত মূসা (আ.)-এর পিতার নাম কী?

উত্তর: ইমরান ।

৫. তাঁর প্রতি আল্লাহর কোন কিতাব নাযিল হয়?

উত্তর: তাওরাত ।

৬. 'তাওরাত' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: তাওরাত শব্দের অর্থ 'আইন' ।

৭. হযরত মূসা (আ.) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: ইসরাঈল বংশে ।

৮. কোন দুর্যোগময় মূহূর্তে তাঁর জন্ম হয়?

উত্তর: তাঁর জন্ম সে সময় হয়, যখন মিসর সম্রাট ফেরউন ইসরাঈল বংশের বালক ও সদ্যপ্রসূত শিশুদের হত্যা করছিল ।

৯. ফেরউন কর্তৃক ইসরাঈলী শিশু-সন্তানদের হত্যার কারণ কী?

উত্তর: জনৈক ইসরাঈল বালকের হাতে তার সাম্রাজ্যের পতন হবে— ফেরউনের এমন স্বপ্নই উক্ত হত্যার কারণ ।

১০. হযরত মূসা (আ.) শৈশবে কার গৃহে প্রতিপালিত হন?

উত্তর: ফেরউনের গৃহে ।

১১. কোন নবী দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় অত্যাচারী শাসক ফেরউনের গালে চড় মেরেছিলেন?

উত্তর: হযরত মূসা (আ.) ।

১২. কোন নবী এক ব্যক্তির দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে এক চড়েই মেরে ফেলেছিলেন?

উত্তর: হযরত মূসা (আ.) ।

১৩. উক্ত ব্যক্তিকে হত্যার কারণে ফেরউন হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যা করার নির্দেশ দিলে তিনি কোথায় হিজরত করেন?

উত্তর: মাদায়েনে ।

১৪. কোন নবীর স্ত্রী-পুত্রের খতনা নিজে করেছিলেন?

উত্তর: হযরত মূসা (আ.)-এর স্ত্রী হযরত সাফুরা (আ.) ।

১৫. ‘মূসা’ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: মূসা শব্দের অর্থ ‘যে পানি থেকে বের হয়েছে ।’

১৬. উক্ত নামকরণের কারণ কি?

উত্তর: অত্যাচারী ফেরউনের হাত থেকে রক্ষার জন্য হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের পরেই তাঁকে কাঠের সিন্দুক থেকে রেখে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার কারণে ।

১৭. কোন নবী আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলেছিলেন?

উত্তর: হযরত মূসা (আ.) ।

১৮. এজন্য তাঁকে কী উপাধি দেওয়া হয়?

উত্তর: কালীমুল্লাহ ।

১৯. কোন পর্বতে তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন?

উত্তর: ত্বর পর্বতে ।

২০. নুবুওয়াতের পূর্বে হযরত মূসা (আ.) কতদিন ত্বর পর্বতে ই’তিকাফ করেছিলেন?

উত্তর: ৪০ দিন ।

২১. কোন নবীর লাঠি সাপে পরিণত হয়?

উত্তর: হযরত মূসা (আ.)-এর ।

২২. হযরত মূসা (আ.)-এর সহোদর বড়ো ভাইয়ের নাম কী?

উত্তর: হারুন ।

৭৫ আশিয়ায়ে কেরারেম ইতিকথা

২৩. হযরত মূসা (আ.)-এর পরে ইসরাঈল সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে গিয়েছিলেন কে?

উত্তর: হযরত হারুন (আ.) ।

২৪. ফেরউন ও তার দলবলের ওপর কত প্রকারের আযাব এসেছিল?

উত্তর: দুর্ভিক্ষ, ফলমূল বিনষ্ট, তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত—এই ৭ প্রকারের আযাব এসেছিল ।

২৫. হযরত মূসা (আ.) কিভাবে মিসর ত্যাগ করেন এবং অভিশপ্ত ফেরউন ও তার দলবল কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়?

উত্তর: হযরত মূসা (আ.) ৪০ হাজার বনী ইসরাঈলসহ মিসর ত্যাগ করে লোহিত সাগরের তীরে এসে হাতের লাঠি সমুদ্রে মারার সাথে সাথেই তা দু'ফাঁক হয়ে পথ করে দেয় এবং হযরত মূসা (আ.) তাঁর সঙ্গীসহ নির্বিঘ্নে সমুদ্র অতিক্রম করেন, কিন্তু ফেরউন ও তার দলবল তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলে মাঝপথে এসে সবাই ডুবে মরে যায় ।

২৬. হযরত মূসা (আ.) মিসর ত্যাগ করে কোথায় অবস্থান করেন?

উত্তর: তীহ বা সিনাই প্রান্তরে ।

২৭. কুরআনে বর্ণিত 'মান্না-সালওয়া' কী?

উত্তর: হযরত মূসা (আ.)-এর কওম বনী ইসরাঈলদের জন্য খোদাপ্রদত্ত খাদ্য-পানীয় বিশেষ ।

২৮. কোন ব্যক্তির প্ররোচণায় কারা সর্বপ্রথম গো-পূজা শুরু করে?

উত্তর: 'সামিরী' নামক এক ব্যক্তির প্ররোচণায় বনী ইসরাঈলরা ।

২৯. হযরত মূসা (আ.)-এর বোনের নাম কী?

উত্তর: মরিয়ম ।

৩০. হযরত মরিয়ম (আ.)-এর স্বামীর নাম কী?

উত্তর: কালিব ইবনে ইউহান্না ।

৩১. একমাত্র কোন নবী মহাপ্রলয়ের প্রথম শিঙ্গার ফুৎকারের সময় সজ্ঞান অবস্থায় থাকবেন?

উত্তর: হযরত মূসা (আ.) ।

৩২. দ্বিতীয় শিঙ্গার ফুৎকারের সময় হযরত মূসা (আ.) কোথায় কিভাবে থাকবেন?

উত্তর: আল্লাহর আরশে আযীমে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন ।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও হযরত খিযির আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তথ্যাবলি

১. হযরত মূসা (আ.)-এর দেহ মুবারক কয় হাত লম্বা ছিল?

উত্তর: ১৩ হাত লম্বা।

২. হযরত মূসা (আ.) কত বছর জীবিত ছিলেন।

উত্তর: একশত বিশ বছর জীবিত ছিলেন। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ১৩৮]

৩. হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রদ্ধেয়া মাতা এবং তাঁর স্ত্রীর নাম কী ছিল?

উত্তর: হযরত মূসা (আ.)-এর মাতার নাম সম্পর্কে ৪ প্রকার মত রয়েছে।
যথা—

১. ইউহানা বিনতে ইয়াসহার ইবনে লাওয়ী ইবনে ইয়াকুব,
২. আবায়াক্ত বিনতে ইয়াসহার ইবনে লাওয়ী ইবনে ইয়াকুব,
৩. ইয়ারখা বিনতে ইয়াসহার ইবনে লাওয়ী ইবনে ইয়াকুব ও
৪. ইউহানিয় বা ইউহাবিয় বিনতে ইয়াসহার ইবনে লাওয়ী ইবনে ইয়াকুব। চতুর্থ মতটিই সঠিক ও বিশুদ্ধ বলা হয়।^১

কেউ বলেছেন, সাফুরা। কেউ বলেছেন, সাফুরিয়া। আবার কেউ
কেউ বলেছেন, সাফুরাহ। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ২৬১]

৪. যেসব জাদুকরের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর মুকাবেলা হয়েছিল,
তাদের সংখ্যা কত ছিল? তারা কিসের ওপর উপবেশন করেছিল? আর
তাদের হাতে কি ছিল?

উত্তর: জাদুকরদের সংখ্যা ৭০ হাজার ছিল। তারা চেয়ারে বসেছিল এবং
প্রত্যেকের হাতে একটি করে রশি ছিল। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ২৬৩]

৫. হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠির নাম কী ছিল?

উত্তর: ইমাম মুকাতিল ইবনে সুলায়মান (রহ.) এই লাঠির নাম بَعْلَةٌ
(নাবাআ) বলে উল্লেখ করেছেন।^২ আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস
(রাযি.) এর নাম বলেছেন, مَسْأَلَا (মাশা)।^৩

^১ আস-সুয়তী, আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন, খ. ৪, পৃ. ১০৪

^২ আল-বগওয়ী, মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ২৫৮

^৩ (ক) ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ৫, পৃ. ২৪৬; (খ) (খ) ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, খ. ৯, পৃ. ২৮৪৮, হাদীস: ১৬১৪২:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ اسْمُ عَصَا مُوسَى مَسْأَلَا».

৬. হযরত মুসা (আ.)-এর লাঠি কোথায় পেয়েছিলেন এবং এটি কি কাঠের তৈরি ছিল?

উত্তর: এটি সেই লাঠি, যা হযরত আদম (আ.) বেহেশত হতে নিয়ে এসেছিলেন। হাত বদল হতে হতে এটি হযরত শু'আইব (আ.)-এর নিকট পৌঁছেছিল। অতঃপর হযরত শু'আইব (আ.) এটি বকরী চড়ানোর জন্য হযরত মুসা (আ.)-কে দিয়েছিলেন। এ লাঠি বেহেশতের রাইহান কাঠের তৈরি ছিল। [হায়াতে আদম (আ.)]

আরেক উক্তি হলো এই যে, এটা বেহেশতের 'আসা' নামক বৃক্ষের কাঠের ছিল। [হায়াতে আদম (আ.)]

৭. এই লাঠি কতটুকু লম্বা ছিল?

উত্তর: কেউ বলেছেন ১০ হাত, কেউ কেউ বলেছেন ১২ হাত।^১

৮. হযরত মুসা (আ.) এই লাঠি জাদুকরদের সামনে রেখে দেওয়ার পর তা কোন ধরনের আকৃতি ধারণ করেছিল?

উত্তর: জাদুকরদের সম্মুখে রেখে দেওয়ার পর তা একটি বিশাল ও ভয়ঙ্কর অজগর আকৃতি ধারণ করেছিল। এর নীচের চোয়াল ছিল মাটিতে আর উপরের চোয়ালের মাঝে ৪০ হাতের দূরত্ব ছিল। ৮০ হাত দূরত্বের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ১৩৮]

৯. হযরত মুসা (আ.)-কে তাঁর মাতা লোহিত সাগরে কোন দিন ভাসিয়েছিলেন?

উত্তর: তাঁর মাতা তিন মাস দুগ্ধপান করান এবং জুমু'আর দিন তাঁকে সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।^২

১০. হযরত মুসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন তিনি পথ ভুলে গিয়েছিলেন কেন?

উত্তর: এ ব্যাপারে অনেক উক্তি রয়েছে।

১. প্রথম উক্তি হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুসা (আ.)-কে মিসর থেকে সিরিয়া যাওয়া নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁকে এ হুকুমও দিয়েছিলেন যে, মিসর ত্যাগের সময় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর লাশ মুবারক সঙ্গে করে সিরিয়া নিয়ে যাবেন। কিন্তু এ কথাটি হযরত মুসা (আ.)-এর স্মরণ ছিল না। তিনি হযরত ইউসুফ

^১ আল-আলুসী, রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, খ. ৮, পৃ. ৪৮৯

^২ আদ-দামীরী, হায়াতুল হায়ওয়ান, খ. ১, পৃ. ২৬

(আ.)-এর লাশ সঙ্গে নেননি। বস্তুত এ কারণেই তিনি পথ ভুলে গিয়েছিলেন।

২. দ্বিতীয় উক্তি হলো এই যে, হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে করে মিসর ত্যাগ করার সময় পথ ভুলে যান, তখন তিনি বনী ইসরাইলের লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কি হলো? আমরা পথ ভুলে গেলাম কেন? তখন বনী ইসরাঈলের জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলল, এর কারণ হলো এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ইস্তিকালের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি আমাদেরকে অসীয়াত করেছিলেন যে, তোমরা যখন মিসর ত্যাগ করে চলে যাবে, তখন আমার লাশও তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। হযরত মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কবর কোথায় তা কি তোমাদের জানা আছে? তারা বলল, এক অতিশয় বৃদ্ধা ব্যতীত তা আর কেউ অবগত নয়। হযরত মূসা (আ.) বৃদ্ধার নিকট কবরের সন্ধান জানতে চাইলেন। বৃদ্ধা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সন্ধান দেওয়ার জন্য একটি শর্ত জুড়ে দিলেন। তা হলো এই যে, আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, বেহেশতে আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখবেন। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর হুকুমে বৃদ্ধার এই শর্ত গ্রহণ করে নেন। তখন বৃদ্ধা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কবরের সন্ধান বলে দেন। যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর লাশ মুবারক সঙ্গে নেওয়া হলো তখন চাঁদের আলোর এমন ঝলক নিয়ে উদ্ভাসিত হলো, যেমন সূর্য উদিত হওয়ার সময় আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায়। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ৩৮২]

১১. যে বৃদ্ধা মহিলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কবরের সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁর নাম কী?

উত্তর: এ বৃদ্ধার নাম মরিয়াম বিনতে নামূসা। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ৩৮২]

১২. হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নূন হযরত খিযির (আ.)-এর নিকট যাওয়ার সময় সাথে করে যে মাছ নিয়েছিলেন এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি ছিল?

উত্তর: এই মাছটির দৈর্ঘ্য ছিল এক গজের বেশি এবং প্রস্থ ছিল আধ হাত।^১

^১ আদ-দামীরী, হায়াতুল হায়ওয়ান, খ. ২, পৃ. ৩৮৩

১৩. এ মাছটির আকৃতি কেমন ছিল?

উত্তর: মাছটির চোখ ছিল একটি আর মাথা ছিল অর্ধেক। উভয় পাশে কাঁটা ছিল।^১

১৪. হযরত খিযির (আ.)-এর প্রকৃত নাম কি? তাঁকে খিযির বলা হয় কেন?

উত্তর: তাঁর প্রকৃত নাম ‘বাল্যা’। ‘খাযির’ অর্থ সবুজ। তাঁকে খিযির উপাধি এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেখানেই বসতেন সেখানের মাটি (গুল্ম-লতা ও ঘাস) সবুজ-শ্যামল হয়ে যেত। তাঁর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস।

১৫. যে জালেম বাদশা জবরদস্তি নৌকা ছিনিয়ে নিত এবং যার ভয়ে হযরত খিযির (আ.) গরীব লোকদের নৌকা ছিদ্র করে দিয়েছিলেন সে বাদশার নাম কী ছিল?

উত্তর: তাঁর নাম ছিল جَيْسُورُ (জায়সূর)। সে গাস্‌সান এলাকার বাদশা।^২

কেউ বলেছেন, তার নাম ছিল هُدُدُ بْنُ بُدَدَ (হুদাদ ইবনে বুদাদ)।^৩

কেউ কেউ তার নাম جَلَنْدَرُ بْنُ كَرْكَرَ (জালান্দাই ইবনে কারকারা)

বলেও উল্লেখ করেছেন। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ১২]

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ছিল মাফওয়াদ ইবনুল জালান্দ ইবনে সাঈদ আল-আযদী। সে স্পেনের দ্বীপ এলাকায় বসবাস করতো।^৪

১৬. হযরত মূসা (আ.)-কে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার সময় হযরত খিযির (আ.) যে ছেলেটিকে হত্যা করেছিলেন, তার নাম কী ছিল?

উত্তর: ইমাম বুখারী (রহ.) তার নাম جَيْسُورُ (জায়সূর) বলে উল্লেখ করেছেন।^৫

কেউ কেউ বলেছেন, তার নাম ছিল حَيْسُورُ (হায়সূর)। রুহুল

মা'আনী গ্রন্থকার বলেছেন, جَنْبُورُ (জান্বাতূর)।^৬

^১ আদ-দামীরী, হায়াতুল হাযওয়ান, খ. ২, পৃ. ৩৮৩

^২ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ২৩

^৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৬, পৃ. ৯১, হাদীস: ৪৭২৬; হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

^৪ আল-আলুসী, রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, খ. ৮, পৃ. ৩৩৩

^৫ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৬, পৃ. ৯১, হাদীস: ৪৭২৬; হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

আল-ফুতুহাতুল ইলাহিয়ার গ্রন্থকার বলেছেন, তার নাম ছিল: شَمْعُونُ (শাম'উন)।

১৭. যে ২জন লোকের ঝগড়ারত অবস্থায় একজনকে হযরত মূসা (আ.) মেরে ফেলেছিলেন, সেই দুই ব্যক্তি কে?

উত্তর: ঝগড়াকারী ২ জনের একজন ছিল ইসরাঈলী। তার নামের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ছিল حَزْزَيْلُ (হিযয়ীল)। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ৩২৮]

কেউ বলেছেন, شَمْعُونُ (শাম'উন)। আবার কেউ কেউ سَمْعَةُ (সাম'আ) বলে উল্লেখ করেছেন। তাফসীরে মাযহারী এবং আল-ফুতুহাতুল ইলাহিয়ার গ্রন্থকারদ্বয় سَمْعَةُ (সাম'আ)-এর পরিবর্তে سَمْعًا (সাম'আন) বলেছেন।^১ অপর ব্যক্তি ছিল কিবতী। তাঁর নাম ছিল فَائِزُونُ (ফাল্য়াসূন) [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ৩২৭] এবং আল-ফুতুহাতুল ইলাহিয়ায় তাঁর নাম 'কাব' এবং তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে 'কানুন' উল্লেখিত হয়েছে।^২

হযরত আইয়ুব ও হযরত ইউনুস আলাইহিমাস সালাম

১. হযরত আইয়ুব (আ.)-এর রোগের সূচনা কোন দিন হয়?

উত্তর: বুধবার দিন রোগে আক্রান্ত হন।^৩

২. হযরত আইয়ুব (আ.) কতদিন এই রোগ ভোগ করেন?

উত্তর: এ সম্পর্কে ৫টি উক্তি রয়েছে। যথা—

১. হযরত আনাস (রাযি.)-এর বর্ণনানুযায়ী হযরত আইয়ুব (আ.) ১৮ বছর রোগে ভোগেন।
২. হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) বলেন, হযরত আইয়ুব (আ.) পূর্ণ ৩ বছর পীড়িত ছিলেন।
৩. হযরত কা'ব (রহ.) বলেন, হযরত আইয়ুব (আ.) ৭ বছর রোগাক্রান্ত ছিলেন।

^১ আল-আলুসী, রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, খ. ৮, পৃ. ৩৩৩

^২ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাফসীরুল মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৩৫

^৩ আল-আলুসী, রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, খ. ৮, পৃ. ৫০৫

^৪ (ক) আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ১২৮৮, হাদীস: ৪৫৭৩ (৬০); (খ) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ১১৫৪, হাদীস: ৩৪৮৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

৪. তিনি ৭ বছর সাত মাস অসুস্থ ছিলেন ।
৫. তিনি ৭ দিন ৭ ঘণ্টা পীড়িত ছিলেন ।^১

৩. আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইউনুস (আ.)-কে কি উপাধি দিয়েছেন এবং কেন দিয়েছেন?

উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইউনুস (আ.)-কে ‘যুন-নূন’ উপাধি দিয়েছেন । ‘নূন’ অর্থ মাছ আর ‘যু’ অর্থ ওয়ালা অর্থাৎ মাছওয়ালা । মাছে গিলে ফেলার কারণে তাঁকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল ।^২

৪. হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে কতদিন ছিলেন?

উত্তর: এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে । কেউ বলেছেন, ৭ ঘণ্টা । কেউ বলেছেন, ৩ দিন । কেউ বলেছেন, ৭ দিন । কেউ বলেছেন, ১৪ দিন ।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে ৪০ দিন ছিলেন ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) কিতাবুয যুহদে উদ্ধৃত করেছেন যে, এক ব্যক্তি উদরে ৪০ দিন ছিলেন, তখন ইমাম শাবী (রহ.) তাঁর প্রতিবাদ করে বললেন, যে, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে একদিনের বেশি ছিলেন না । এই জন্য যে, যখন হযরত ইউনুস (আ.)-কে মাছে গিলেছিল তখন চাস্তের সময় ছিল । আর যখন তাঁকে উদ্ধার করে তখন সূর্য অস্তমিত হতে চলছিল । তখন হযরত ইউনুস (আ.) সূর্যের আলো দেখে এই আয়াত পাঠ করেছিলেন, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ (লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্তু মিনায যায়ালিমীন) ।^৩

৫. হযরত ইউনুস (আ.) পবিত্র কুরআনের কয়টি সূরায় আলোচিত হয়েছেন?

উত্তর: ৬টি সূরায় ।

৬. তিনি কোথায় নবী হিসেবে প্রেরিত হন?

উত্তর: নীনাওয়ায় (নিনীভা) ।

^১ (ক) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাফসীরুল মাযহারী, খ. ৬, পৃ. ২২৫-২২৬; (খ) আল-বগওয়া, মা‘আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৩০৭

^২ আদ-দামীরী, হায়াতুল হাযওয়ান, খ. ২, পৃ. ৩৮৩

^৩ আহমদ ইবনে হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ৩১, হাদীস: ১৮৬:

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: مَكَتَ ﷺ فِي بَطْنِ الْحُوتِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا مَكَتَ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ؛ التَّقْمَةُ ضَحَى، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَارَبَتِ الشَّمْسُ الْغُرُوبَ، تَنَاقَبَ الْ حُوتٌ، فَرَأَى يُؤَسُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَوَاءَ الشَّمْسِ، فَقَالَ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿الأنبياء﴾.

৭. নীনাওয়ার পূর্ব নাম কী?

উত্তর: দামেশক ।

৮. হযরত ইউনুস (আ.) কত বছর বয়সে নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হন?

উত্তর: ২৮ বছর বয়সে (মতভেদ রয়েছে) ।

৯. তাঁর পিতার নাম কি?

উত্তর: তাঁর পিতার নাম মাত্তা ।

১০. যে দুআ পড়ার কারণে তিনি মাছের পেট থেকে নিষ্কৃতি পান সে দুআকে কি নামে অভিহিত করা হয়?

উত্তর: দুআয়ে ইউনুস ।

১১. মাছের পেট থেকে বের হওয়ার পর হযরত ইউনুস (আ.)-এর শরীর কেমন হয়েগিয়েছিল?

উত্তর: সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় ।

১২. হযরত ইউনুস (আ.)-এর দুআয় আল্লাহ কি গযব দিয়েছিলেন?

উত্তর: নীনাওয়া শহরে পানির বদলে আগুন বর্ষিত হয়েছিল । [সূত্র: ইতিহাসের দুর্লভ তথ্যাবলি]

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম

১. কোন অভিশপ্ত জাতির হিদায়তের জন্য হযরত দাউদ (আ.) নবী হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন?

উত্তর: ইসরাঈল জাতির জন্য ।

২. পবিত্র কুরআনে হযরত দাউদ (আ.)-এর নাম কত স্থানে উল্লেখিত হয়েছে?

উত্তর: ১৬ স্থানে উল্লেখিত হয়েছে ।

৩. কোন নবী একটি সিংহ ও একটি ভালুককে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন?

উত্তর: হযরত দাউদ (আ.) ।

৪. কোন নবী মেষ চড়ানোর লাঠি ও কয়েকটি পাথর দ্বারা ‘জালূত’-কে হত্যা করেছিলেন?

উত্তর: হযরত দাউদ (আ.) ।

৫. হযরত দাউদ (আ.)-এর জীবিকা কি ছিল?

উত্তর: লৌহ-বর্ম নির্মাণ ও বিক্রয় ।

৮৩ আশ্বিয়ায়ে কেরারেম ইতিকথা

৬. কোন মহামানবের হাতের পরশে শক্ত লোহা নরম হয়ে যেত?

উত্তর: হযরত দাউদ (আ.)-এর ।

৭. চুম্বক কাটার আবিষ্কারক কে?

উত্তর: হযরত দাউদ (আ.) ।

৮. তাঁর প্রতি আল্লাহ কোন কিতাব নাযিল করেন?

উত্তর: যবুর ।

৯. ‘যবুর’ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: যবুর শব্দের অর্থ ‘লিখিত বস্তু’ ।

১০. হযরত দাউদ (আ.)-এর পিতার নাম কী?

উত্তর: ঈসা ।

১১. কোন নবীর সাথে পাহাড়, তরু-লতা, পশু-পাখি প্রভৃতি উপাসনায় যোগদান করতো?

উত্তর: হযরত দাউদ (আ.)-এর সঙ্গে ।

১২. আল্লাহর নবীগণের মধ্যে সেরা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কার ছিল?

উত্তর: হযরত দাউদ (আ.)-এর ।

১৩. হযরত দাউদ (আ.)-এর আমলে ইসরাঈলের শাসক কে ছিলেন?

উত্তর: তালূত ।

১৪. কোন নবী বাদশাহ তালূতের কন্যাকে বিয়ে করেন?

উত্তর: হযরত দাউদ (আ.) ।

১৫. তালূতের পর ইসরাঈলের শাসক হয়েছিলেন কে?

উত্তর: হযরত দাউদ (আ.) ।

১৬. হযরত দাউদ (আ.)-এর কত জন স্ত্রী ছিলেন?

উত্তর: ১০০ জন ।

১৭. হযরত দাউদ (আ.)-এর কবর কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: জেরুযালেমের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে ।

হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম

১. হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম পবিত্র কুরআনে কতবার উল্লেখ হয়েছে?

উত্তর: ১৬ বার ।

২. হযরত সুলায়মান (আ.)-এর পিতার নাম কী?

উত্তর: হযরত দাউদ (আ.) ।

৩. হযরত সুলায়মান (আ.) জেরুযালেমের সিংহাসনে বসেন কবে?

উত্তর: ৯৩৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ।

৪. তিনি কত বছর রাজত্ব করেছিলেন?

উত্তর: ৩৭ বছর ।

৫. কোন নবী পশু-পাখি ও জিন ইত্যাদিরও বাদশাহ ছিলেন?

উত্তর: হযরত সুলায়মান (আ.) ।

৬. তিনি কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর দাওয়াত কবুল করেছিলেন?

উত্তর: পিঁপড়ের ।

৭. কোন মহামানব পৃথিবীর সমুদয় প্রাণীকে দাওয়াত করেছিলেন?

উত্তর: হযরত সুলায়মান (আ.) ।

৮. কোন রানি গভীর পরীক্ষার পরে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন?

উত্তর: সাবার রানি বিলকিস ।

৯. বিলকিসের রাজা কোথায় ছিলেন?

উত্তর: দক্ষিণ আরবে ।

১০. উক্ত রাজ্যের নাম কী?

উত্তর: সাবা ।

১১. বায়তুল মাকদিস পুনর্নির্মিত করেন কে?

উত্তর: হযরত সুলায়মান (আ.) ।

১২. তিনি উক্ত কাজ কিভাবে সম্পন্ন করেন?

উত্তর: অগণিত শক্তিমান জিনদের সাহায্যে ।

১৩. তিনি কবে ইতিকাল করেন?

উত্তর: ৯৭৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ।

১৪. হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

উত্তর: তাঁর বৈশিষ্ট্য হলো তিনি পশু-পাখির বুলি বুঝাতেন, বাতাস তাঁর বাধ্য ছিল, জিন ও অন্যান্য প্রাণী তাঁর বশীভূত ছিল।

১৫. কোন নবী মৃত্যুর পরেও এক বছর লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন?

উত্তর: হযরত সুলায়মান (আ.)।

১৬. তিনি ইস্তিকালের প্রাক্কালে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন?

উত্তর: বায়তুল মাকদিস নির্মাণরত জিনদের বুঝতে না দেওয়ার জন্য।

১৭. আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম।' আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.) কী কারণে পরীক্ষা করেছিলেন?

উত্তর: সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'একদিন হযরত সুলায়মান (আ.) এই মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, আজ রাতে আমি আমার ৯০ (অপর এক বর্ণনা মতে,) ১০০ জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করব এবং এতে প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা প্রত্যেকেই আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এ সময় তাঁর একজন সঙ্গী তাঁকে বললেন, আপনি 'ইনশা আল্লাহ' বলুন। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ.) 'ইনশা আল্লাহ' বলেননি, যার ফল হলো এই যে, স্ত্রীদের মধ্যে শুধু একজন গর্ভবতী হয় এবং তার গর্ভ থেকেও কেবল একটি বিকলাঙ্গ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। একজন মহামান্য নবীর পক্ষে 'ইনশা আল্লাহ' না-বলার ত্রুটি আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করলেন না। এ জন্য তিনি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রয়াস নিষ্ফল করে দিলেন এবং তিনি পরীক্ষায় পতিত হলেন।' হুযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'কসম সেই মহান সত্তার! যার হাতে আমার জীবন, যদি হযরত সুলায়মান (আ.) 'ইনশা আল্লাহ' বলতেন তাহলে প্রত্যেক স্ত্রীর পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হতো এবং সকলেই আল্লাহর পথের মুজাহিদ হতো।'^১

^১ আল-কুরআন, সূরা সুয়াদ, ৩৮:৩৪: ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ۝

^২ (ক) আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ২৫৮-২৫৯; (খ) আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, পৃ. ২২, হাদীস: ২৮১৯ ও খ. ৮, পৃ. ১৩০-১৩১, হাদীস: ৬৬৩৯; (গ) মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২৭৬, হাদীস: ২৫ (১৬৫৪):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأُطَوِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: إِنَّ شَاءَ اللَّهِ، فَلَمْ يَقُلْ إِنَّ شَاءَ اللَّهِ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً، جَاءَتْ بِشَيْقُ رَجُلٍ، وَإِنَّهُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْنَهُ، لَوْ قَالَ: إِنَّ شَاءَ اللَّهِ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرُسَانًا أَجْمَعُونَ.

১৮. হযরত সুলায়মান (আ.) যে মহিলার নিকট আংটি রাখতেন সে কে, তার নাম কি ছিল?

উত্তর: এই মহিলা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উম্মে ওয়ালাদ ছিল। তাঁর নাম ছিল আমিনা।^১ [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৮২]

১৯. যে দুষ্ট জিনটি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আংটি চুরি করেছিল, তার নাম কি? সে কয়দিন হুকুমত করেছিল?

উত্তর: এই জিনের নাম ছিল ‘সাখর’। সাখার অর্থ প্রান্তন। যেহেতু সে বিশাল ধনে-বপূর অধিকারী ছিল, তাই তার নাম ছিল সাখার বা প্রান্তর। এই জিন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অনুরূপ আকৃতি ধারণ করেছিল। সে ৪০ দিন হুকুমত করেছিল। ৪০ দিন পর সিংহাসন ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং আংটি নদীতে ফেলে দেয়। একটি মাছ সে আংটি গিলে ফেলে। অতঃপর সেই মাছ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর হস্তগত হয় এবং তিনি মাছের পেট কেটে আংটি বের করেন। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৮২]

২০. সেই জিনের নাম কী, যে হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বলেছিলেন যে, আপনি বসা থেকে দাঁড়ানোর আগেই আমি বিলকিসের সিংহাসন এনে আনার সম্মুখে হাজির করবো?

উত্তর: হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ.) এই জিনের নাম كُودَا (কুয়া) বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন, তার নাম ছিল صَخْرُ الْجَنِّي (সাখর আল-জিন্নী)। আর কেউ কেউ নাম دُكُوَان (যাকওয়ান) বলেছেন।^২

২১. যে ব্যক্তি চোখের পলক মারার আগে বিলকিসের সিংহাসন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সম্মুখে নিয়ে এসেছিল সে ব্যক্তি কে এবং তার নাম কি ছিল?

উত্তর: এ ব্যক্তি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর উযীর ছিল। তাঁর নাম ছিল أَصْفُ بْنُ بَرْخِيَاء (আসিফ ইবনে বারখিয়া)।^৩

২২. হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ফরশ বা গালিচা কিসের তৈরি ছিল? এতে বসার কি নিয়ম ছিল?

^১ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮

^২ আদ-দামীরী, হায়াতুল হায়াওয়ান, খ. ২, পৃ. ১৬৮

^৩ কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাফসীরুল মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১৩৫

উত্তর: হযরত সুলায়মান (আ.)-এর গালিচা স্বর্ণখচিত রেশমের তৈরি ছিল। এ গালিচা আয়তনে ছিল বিশাল। গালিচার ওপর মাঝখানে একটি মিসর থাকত। হযরত সুলায়মান (আ.) এ মিসরের ওপর উপবেশন করতেন। এর আশে-পাশে সোনা-রূপা দ্বারা নির্মিত ৬ হাজার চেয়ার রাখা হত। স্বর্ণের তৈরি চেয়ারগুলোতে নবীগণ এবং রূপার চেয়ারগুলোতে ওলামায়ে কেরাম বসতেন। অতঃপর সাধারণ মানুষ বসত, অতঃপর জিন্নাত বসত। পাখিরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মাথার ওপর ছায়া দিত। হাউওয়া তাঁর নির্দেশন অনুযায়ী এই বিশাল সিংহাসন নিয়ে উড়ে যেত।^১

২৩. হুদহুদে সুলায়মানী ও হুদহুদে ইয়ামনী কাকে বলা হয়? এদের নাম কী ছিল?

উত্তর: হুদহুদে সুলায়মানী ও হুদহুদে ইয়ামনী দুটি পাখিকে বলা হয়। হুদহুদে সুলায়মানী হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞ ছিল, সে সেনাবাহিনীর আগে আগে থাকত এবং পানির সন্ধান দিত। এর নাম ছিল *يَعْقُور* (ইয়াকুর)।^২

আর হুদহুদে সুলায়মানীর সাথে বিলকিসের বাগানে যে হুদহুদটির সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং একে অপরের নিকট হাল-অবস্থা অবগত হয়েছিল সেটিকে বলা হয় হুদহুদে ইয়ামনী। এর নাম ছিল *عَفِير* ('উফাইর)।^৩

২৪. হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে আলাপকারী পিপড়ার নাম কী ছিল?

উত্তর: এই পিপড়ার বিভিন্ন নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেমন— *طَاحِيَّةٌ* (তাখিয়া) ও *جَزْمَى* (জারমা) ইত্যাদি।

তাকসীরে রুহুল মা'আনী'র গ্রন্থকার আল্লামা শিহাবউদ্দীন আল-আলুসী (রহ.) ও তাকসীরে মাযহারীর গ্রন্থকার কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) হযরত যাহহাক (রহ.)-এর বর্ণনা সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন যে, এ পিপড়ার নাম ছিল *طَاحِيَّةٌ* (তাখিয়া) বা *عَرْجَاء* (আরযা)।^৪

^১ আল-আলুসী, রুহুল মা'আনী ফী তাকসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, খ. ১০, পৃ. ১৭০

^২ আদ-দামীরী, হায়াতুল হায়াওয়ান, খ. ২, পৃ. ৫১৫

^৩ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাকসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ১৯২

^৪ (ক) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, আত-তাকসীরুল মাযহারী, খ. ৭, পৃ. ১০৬; (খ) আল-আলুসী, রুহুল মা'আনী ফী তাকসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, খ. ১০, পৃ. ১৭২

কেউ কেউ বলেছেন, এর নাম ছিল مُنْذِرَةٌ (মুনযিরা)। আবার কেউ কেউ এর নাম حَذَرٌ (হাযমা)ও বলেছেন।

২৫. এই পিঁপড়া যখন হযরত সুলায়মান (আ.)-এর খেদমতে হাজির হয়েছিল, তখন সে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর শানে কোন কবিতাটি পাঠ করেছিল?

উত্তর: এই পিঁপড়া হযরত সুলায়মান (আ.)-এর শানে এ কবিতাটি পাঠ করেছিল। অর্থ: আপনি কি আমাদেরকে দেখেননি যে, আমরা সর্বদা আল্লাহর দরবারে তাঁর হাদিয়া দিয়ে যাচ্ছি আর তিনি এর মুখাপেক্ষী না হয়েও তা গ্রহণ করে যাচ্ছেন।

আল্লাহর মাহাত্ম্য অনুযায়ী যদি তাঁকে হাদিয়া দিতে হতো, তাহলে মহাসমুদ্র উপকূল-সহকারে একদিন শেষ হয়ে যেতো। তিনি যে আমাদের এ নগণ্য হাদিয়া গ্রহণ করেন, এটি হচ্ছে তাঁর একান্তই অনুগ্রহ। অন্যথায় আমাদের রাজ্যে তাঁর দরবারে উপযোগী কি-ইবা আছে? তবুও আমরা আপনার প্রিয়তমকে সবকিছু উজাড় করে দিয়ে যাচ্ছি। ফলে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হচ্ছেন এবং এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের মূল্যায়ন করে যাচ্ছেন।

২৬. হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিকট পিঁপড়া কি কি প্রশ্ন করেছিল?

উত্তর: পিঁপড়া হযরত সুলায়মান (আ.) জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আপনার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত দাউদ (আ.)-এর নাম ‘দাউদ’ রাখা হয়েছিল কেন? হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, তা আমার জানা নেই। পিঁপড়া বলল, ‘দাউদ’ শব্দের ধাতুগত অর্থ হলো চিকিৎসক। আপনার সম্মানিত পিতা তাঁর কলবের চিকিৎসাকারী।

অতঃপর পিঁপড়া জিজ্ঞাসা করল, আপনার নাম সুলায়মান কেন রাখা হয়েছে? হযরত সুলায়মান (আ.) জবাব দিলেন, তা আমার জানা নেই। তখন পিঁপড়া বলল, সুলায়মানের অর্থ হলো সুস্থ ও সুঠুঁ। আপনি সুস্থ ও সুঠুঁ অন্তরের অধিকারী এই জন্যই আপনার নাম সুলায়মান রাখা হয়েছে।^১

২৭. লোমনাশক ওষুধ সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর: হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যামানায় সর্বপ্রথম দুষ্ট জিনেরা লোমনাশক ওষুধ আবিষ্কার করেছিল। এই ওষুধ আবিষ্কারের পেছনে

^১ আল-আলুসী, রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস-সাবউল মাসানী, খ. ১০, পৃ. ১৭৪

একটি ঘটনা আছে। তা এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.) যখন বিলকিসকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেন, তখন জিনেরা ভাবলো যে, বিলকিস যেহেতু জিনের বংশদ্ভূত তাই হযরত সুলায়মান (আ.) যদি তাকে বিয়ে করেন, তবে বিলকিস জিনদের যাবতীয় ভেদ ও রহস্য হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বলে দেবে। এভাবে তিনি আমাদের সকল গুপ্ত কথা অবগত হয়ে যাবেন। সুতরাং বিয়ের পূর্বেই যেকোনো উপায়ে বিলকিস সম্পর্কে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মনে ঘৃণা সৃষ্টি করে দেওয়াই একান্ত জরুরি ও উত্তম কাজ হবে। সুতরাং জিনদের মধ্যে কেউ কেউ হযরত সুলায়মান (আ.)-কে বলল, আপনি বিলকিসকে বিয়ে করতে চান, কিন্তু তার পায়ের গোছায় তো লোম রয়েছে। একথা শোনার পর বিষয়টির সত্যতা যাচাই করার জন্য হযরত সুলায়মান (আ.) একটি হাউষ তৈরি করে তা পানি দিয়ে ভরে পানির ওপর স্বচ্ছ কাঁচ বিছিয়ে দেন। হাউষের ওপর দিয়েই যাতায়াতের পথ। বিলকিস হযরত সুলায়মান (আ.)-এর খেদমতে হাজির হতে এসে দেখল সামনে পানির হাউষ রয়েছে। তাই সে পানি থেকে বাঁচার জন্য পরিধেয় কাপড়টি একটু উপরের দিকে টেনে নিল। এতে তার পায়ের গোছা খুলে যায়।

হযরত সুলায়মান (আ.) হাউষের অপর দিকে বসা ছিলেন। তিনি দেখলেন সত্যিই বিলকিসের পায়ের গোছা ঘন লোমে আবৃত। হযরত সুলায়মান (আ.) বিলকিসকে বিয়ে তো করে ফেললেন, কিন্তু তার পায়ের গোছার লোমের কারণে খুবই অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন। সুতরাং তিনি লোমনাশ করার কোন পন্থা আছে কি-না এ বিষয়ে মানুষের সাথে পরামর্শ করলেন। লোকেরা বলল, এ জন্য ক্ষুর ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু বিলকিসকে যখন লোম ফেলে দেওয়ার জন্য ক্ষুর দেওয়া হলো তখন সে বলল, আমি আজ পর্যন্ত কোনো দিন আমার শরীরে লোহা স্পর্শ করিনি। অতঃএব হযরত সুলায়মান (আ.) এ ব্যাপারে জিনদের সাথে পরামর্শ করলেন। কিন্তু জিনরা এ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করল। অতঃপর তিনি শয়তান জিনদের নিকট জিজ্ঞাসা করলে শয়তান জিনেরা তৎক্ষণাৎ চুনের সাথে আরো কিছু দ্রব্য মিলিয়ে লোমনাশক ওষুধ তৈরি করে দেয়।^১

২৮. বিলকিসের সিংহাসনের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা কতটুকু ছিল?

^১ (ক) আদ-দামীরী, *হায়াতুল হায়ওয়ান*, খ. ২, পৃ. ১৭০; (খ) আল-খায়িন, *লুবাবুত তাওয়াইল ফী মা'আনিত তানবীল*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯

উত্তর: এ বিষয়ে ৩ প্রকার উক্তি রয়েছে। যথা—

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, বিলকিসের সিংহাসন ৩০ হাত দৈর্ঘ্য, ৩০ হাত প্রস্থ ও ৩০ হাত উঁচু ছিল।
২. হযরত মুকাতিল (রহ.) বলেন, বিলকিসের সিংহাসনের উচ্চতা ছিল ৮০ হাত।
৩. কেউ কেউ বলে, দৈর্ঘ্য ছিল ৮০ হাত, প্রস্থে ৪০ হাত এবং উচ্চতা ৩০ হাত।^১

২৯. কি কি কাজ হযরত সুলায়মান (আ.) সর্বপ্রথম করেছেন?

উত্তর:

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর বর্ণনা মুতাবেক ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ সর্বপ্রথম হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।^২
২. হযরত সুলায়মান (আ.) সর্বপ্রথম গোসলখানা তৈরি করেছেন।^৩
৩. হযরত সুলায়মান (আ.) সর্বপ্রথম সমুদ্র হতে মোতি উঠিয়েছেন।
৪. হযরত সুলায়মান (আ.) সর্বপ্রথম কবুতর পুষেছেন। [কাসাসুল আমিয়া, পৃ. ২১৩]
৫. হযরত সুলায়মান (আ.) সর্বপ্রথম জাম্বিল বা ব্যাগ তৈরি করিয়েছিলেন।^৪
৬. হযরত সুলায়মান (আ.) সর্বপ্রথম তামার শিল্প গড়ে তুলেন।^৫

৩০. হযরত সুলায়মান (আ.) ও পেঁচার প্রশ্নোত্তর কি ছিল?

উত্তর: হযরত আবু নু‘আইম (রহ.) স্বীয় হিলয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর সূত্রে একটি রিওয়াযত উদ্ধৃত করেছেন যে, একদিন একটি পেঁচা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর দরবারে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম দেয়। হযরত সুলায়মান (আ.) ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলে পেঁচার সালামের জবাব দেওয়ার পর পেঁচাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। পেঁচা তার সবগুলো প্রশ্নের জবাব দেয়। প্রশ্নোত্তরগুলো ছিল নিম্নরূপ:

^১ আদ-দামীরী, হায়াতুল হাযওয়ান, খ. ২, পৃ. ১৬৮-১৬৯

^২ শায়খুত তুরবা, মুহাযারাতুল আওয়াল ওয়া মুসামিরাতুল আওয়াখির, পৃ. ৪৪

^৩ ইবনে আবিদীন, রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, খ. ৬, পৃ. ৫১; (খ) ইবনুল জওযী, যাদুলে মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর, খ. ৪, পৃ. ৩৬৭

^৪ শায়খুত তুরবা, মুহাযারাতুল আওয়াল ওয়া মুসামিরাতুল আওয়াখির, পৃ. ২০০

^৫ শায়খুত তুরবা, মুহাযারাতুল আওয়াল ওয়া মুসামিরাতুল আওয়াখির, পৃ. ২০০

হযরত সুলায়মান (আ.) : হে পেঁচা! তুমি ক্ষেতের ফসল খাওনা কেন?
পেঁচা : আমি ক্ষেতের ফসল এ জন্য খাই না যে,

হযরত আদম (আ.)-কে এ কারণেই বেহেশত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

হযরত সুলায়মান (আ.) : তুমি পানি পান কর না কেন?
পেঁচা : আমি এজন্য পানি পান করি না যে, হযরত

নূহ (আ.)-এর কওমকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল।

হযরত সুলায়মান (আ.) : হে পেঁচা! তুমি লোকালয়ে না থেকে ঝাড়-
জঙ্গল ও পরিত্যক্ত ঘরবাড়িতে থাক কেন?

পেঁচা : কারণ হচ্ছে এই যে, জন-মানবহীন বন-
জঙ্গল আল্লাহর মীরাস। যেমন- আল্লাহ
তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْجِدُهُمْ
لَمْ تُمْسِكْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۚ وَكَأَنَّهُمْ

الْوَارِثِينَ ①

‘আমি জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা
তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিল। এসবই
এখন তাদের ঘর-বাড়ি। তাদের পর এসবে
মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে
আমিই মালিক রয়েছি।’^১

হযরত সুলায়মান (আ.) : হে পেঁচা! তুমি যখন জন-মানবহীন বন-
জঙ্গলে বস তখন কি বল?

পেঁচা : তখন আমি এই স্থানের ধ্বংসপ্রাপ্ত
লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলি, হে বস্তিবাসী!
তোমাদের আমোদ-ফুঁর্তি ও আড়ম্বর আজ
কোথায়?

হযরত সুলায়মান (আ.) : হে পেঁচা! তুমি যখন জন মানবশূন্য
পরিত্যক্ত অট্টালিকা ত্যাগ কর তখন কি বল?

পেঁচা : আমি বলি, আদম-সন্তানের জন্য অত্যন্ত
দুঃখ ও আফসোসের বিষয় হলো এই যে,

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস, ২৮:৫৮

তাদের ওপর প্রচণ্ড বেগে আযাব আসছে অথচ তারা এই কঠিন আযাব হতে গাফলতের নিদ্রায় বিভোর হয়ে আছে।

হযরত সুলায়মান (আ.) : হে উল্লু! তুমি যখন ডাকাডাকি কর তখন কি বল?

পেঁচা : আমি তখন বলি, হে গাফেল মানুষ! আখিরাতের জন্য কিছু পাথেয় সংগ্রহ কর এবং প্রতি মুহূর্তে আখিরাতের সফরের জন্য তৈরি থাক। নূর সৃষ্টিকারী মহান আল্লাহর সন্তা পাক ও পবিত্র।

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরের পর হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন, আদম-সন্তানের জন্য পেঁচার চেয়ে অধিক উপদেশদাতা ও দয়াদ্রিচিও আর কোনো পাখি নেই।^১

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

১. হযরত ঈসা (আ.) কোন নবীর পূর্বে পৃথিবীতে এসেছিলেন?

উত্তর: হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে।

২. তাঁর মায়ের নাম কী?

উত্তর: মরিয়ম।

^১ আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, খ. ৫, পৃ. ৩৯১:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ كَعْبِ الْأَخْبَارِ وَهُوَ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَقَالَ كَعْبٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَغْرَبِ شَيْءٍ قَرَأْتُهُ فِي كِتَابِ الْأَنْبِيَاءِ؟ أَنَّ هَامَةَ جَاءَتْ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَتْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا هَامَةَ، أَخْبِرْنِي كَيْفَ لَا تَأْكُلِينَ مِنَ الزَّرْعِ؟ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لِأَنَّ آدَمَ عَصَى رَبَّهُ بِسَبَبِهِ، قَالَ: فَكَيْفَ لَا تُشْرَبِينَ الْمَاءَ؟ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لِأَنَّهُ عَرِقَ فِيهِ قَوْمٌ نُوحٍ، فَمَنْ أَجَلِي ذَلِكَ لَا أَشْرَبُهُ، قَالَ لَهَا سُلَيْمَانُ: كَيْفَ تَرَكْتِ الْمُعْتَمَرَانَ وَنَزَلْتَ الْخَرَابَ مِيرَاثَ اللَّهِ، فَأَنَا أَسْكُنُ مِيرَاثَ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلَكُمْ أَهْلُكُم مِّن قَرْيَةٍ بَطَرْتِ مَعِيشَتَهَا فَبِئْسَ مَسَلِكُهُمْ لَمْ يَكُونُوا فِيهِمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٠﴾ [الفصل]. فَأَلَدْنِيَا مِيرَاثَ اللَّهِ كُلُّهَا، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: مَا تَقُولِينَ إِذَا جَلَسْتَ فَوْقَ خَرِيَةٍ؟ قَالَتْ: أَقُولُ أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا يَتَمَتَّعُونَ بِالْأَلْبَانِ وَيَتَمَتَّعُونَ فِيهَا؟ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَمَا صِيَاحُكَ فِي الدُّورِ إِذَا مَرَرْتَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: أَقُولُ: وَيْلِي لَيْسَ آدَمُ، كَيْفَ يَتَأَمُّونَ وَأَمَاتَهُمُ الشَّيْطَانُ؟ قَالَ: فَمَا لَكَ لَا تَحْرَجِينَ بِاللَّهَارِ؟ قَالَتْ: مِنْ كَثْرَةِ ظُلْمِ بَنِي آدَمَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، قَالَ: أَخْبِرْنِي بِنَا صِيَاحُكَ؟ قَالَتْ: أَقُولُ: تَرَوْهُمَا يَا عَافِلُونَ! وَتَبَيَّنُوا لِسَفَرِ كُفْمٍ، سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ، قَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لِلْهَامَةِ عَلَى ابْنِ آدَمَ أَشْفَقُ وَأَحَدَرُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ مِنَ الطُّيُورِ طَيْرٌ أَنْصَحُ لِابْنِ آدَمَ، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَامَةِ، وَمَا فِي قُلُوبِ الْجُهَالِ أَبْغَضُ مِنَ الْهَامَةِ.

৯৩ আদ্যিয়ায়ে কেরারেম ইতিকথা

৩. কোন নবী বিনা পিতায় জন্মলাভ করেছিলেন?

উত্তর: হযরত ঈসা (আ.) ।

৪. তিনি কত বছর বয়সে নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হন?

উত্তর: তিনি ৩০ বছর বয়সে ।

৫. তাঁর উপাধি কি?

উত্তর: রুহুল্লাহ ।

৬. রুহুল্লাহ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: আল্লাহর প্রাণ ।

৭. পুত্রসম্ভবা হলে মা হযরত মরিয়ম (আ.)-কে কোথায় রেখে আসা হয়?

উত্তর: জেরুযালেমের বায়তুল মাকদিসে ।

৮. তাঁর জন্ম কোন স্থানে হয়?

উত্তর: জেরুযালেমের এক নির্জন খেজুর গাছের তলায় ।

৯. উক্ত খেজুর গাছের তলায় হযরত ঈসা (আ.) কতদিন ছিলেন?

উত্তর: ৪০ দিন ।

১০. উক্ত ৪০ দিন মা হযরত মরিয়ম (আ.) কি খাবার খেতেন?

উত্তর: একটি সদ্য প্রবাহিত ঝর্ণার পানি ও সুমিষ্ট খেজুর ।

১১. কোন নবী ৪০ দিন বয়সে কথা বলেছিলেন?

উত্তর: হযরত ঈসা (আ.) ।

১২. কোন নবীর পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিকে (দ্রুশবিদ্ধ করে) হত্যা করা হয়?

উত্তর: হযরত ঈসা (আ.)-এর পরিবর্তে ।

১৩. তাঁর কতজন শিষ্য ছিল?

উত্তর: ১২ জন ।

১৪. কারা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিল?

উত্তর: অভিশপ্ত ইসরাঈল (ইহুদি) জাতি ।

১৫. খৃষ্টানরা হযরত ঈসাকে (আ.) কী নামে অভিহিত করে?

উত্তর: আল্লাহর পুত্র নামে ।

১৬. হযরত ঈসা (আ.) এখন কোথায় অবস্থান করছেন?

উত্তর: চতুর্থ আসমানে ।

১৭. কোন নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত হয়ে পুনরায় দুনিয়াতে আবির্ভূত হবেন?

উত্তর: হযরত ঈসা (আ.) ।

১৮. পবিত্র কুরআনে হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম কতবার উল্লেখিত হয়েছে?

উত্তর: ৩৩ বার ।

১৯. কোন নবী মৃত প্রাণীকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করতেন?

উত্তর: হযরত ঈসা (আ.) ।

২০. একমাত্র কোন নবী-মাতার নাম অনুসারে কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে?

উত্তর: হযরত ঈসা (আ.)-এর মা হযরত মরিয়ম (আ.)-এর নাম অনুসারে ।

হযরত যাকারিয়া ও হযরত মরিয়ম আলাইহিমা স সালাম

১. হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর স্ত্রীর নাম কী ছিল?

উত্তর: إِسْحَاقُ بِنْتُ فَاطِمَةَ (ঈশা বিনতে ফাকূয়া) ^১

২. পবিত্র কুরআনের কত জায়গায় হযরত মরিয়ম (আ.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

উত্তর: ৩০ বার ^২

৩. হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মাতা-পিতার নাম কী?

উত্তর: হযরত মরিয়ম (আ.)-এর পিতার নাম ইমরান এবং মাতার নাম হান্না ^৩

হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা আলাইহিমা স সালাম

১. আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে শিশুকালে কয়জনকে নবুওয়াত দান করেছেন, তারা কে কে?

উত্তর: এ ধরনের নবী দুইজন । হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.) । হযরত ইয়াহইয়া (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

^১ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ৩১

^২ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ৩০

^৩ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ৩৬

يُحْيِي حُنَّ الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ ۖ وَاتَّبِعْهُ الْحُكْمَ صَبِيحًا ۝

‘হে ইয়াহইয়া! তুমি দৃঢ়তার সাথে এ কিতাব ধারণ কর এবং আমি তাঁকে শৈশবেই হিকমত তথা বিচারবুদ্ধি দান করেছি।’^১

আর হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে স্বয়ং তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন,

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ اتَّبَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝

‘হযরত ঈসা (আ.) বললেন, ‘আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী করেছেন।’^২

২. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর নাম ইয়াহইয়া রাখা হলো কেন?

উত্তর: এ সম্পর্কে দুইটি উক্তি রয়েছে। যথা—

১. তাঁর শ্রদ্ধেয় আশ্মাজানের সন্তান ধারণের ক্ষমতা রহিত হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মাধ্যমে তাঁর মায়ের রেহেমকে সন্তান ধারণের জন্য সচল ও উপযুক্ত করে দেন।

২. তাঁর নাম ইয়াহইয়া এই জন্য রাখা হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মাধ্যমে মানুষের অন্তরগুলোকে জিন্দা করে দিয়েছিলেন। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, পৃ. ২৫৮]

৩. হযরত ঈসা (আ.)-কে যখন আল্লাহ তা‘আলা আকাশে উঠিয়ে নেন তখন তার বয়স কত ছিল?

উত্তর: এ বিষয়ে দুইটি অভিমত রয়েছে। যথা—

১. তখন তাঁর বয়স ৩৩ বছর।

২. তখন তাঁর বয়স ১২০ বছর। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ৫৩]

৪. হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবীতে পুনরায় কখন তশরীফ আনবেন? তিনি আকাশ থেকে কিভাবে অবতরণ করবেন এবং কোথায় অবতরণ করবেন?

উত্তর: হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। তিনি দুইজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে দুইটি রঙীন চাদর পরিহিত অবস্থায় দামেশকের জামে মসজিদের পূর্ব দিকের মিনারায় অবতরণ করবেন। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ৫২]

^১ আল-কুরআন, সূরা মরিয়ম, ১৯:১২

^২ (ক) আল-কুরআন, সূরা মরিয়ম, ১৯:৩০; (খ) আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ২৩

৫. আকাশ থেকে অবতরণ করার পর হযরত ঈসা (আ.)-এর কি সন্তান-সন্ততিও হবে?

উত্তর: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে আগমন করবেন। তিনি বিয়ে করবেন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিও হবে।’^১ [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ৫২]

৬. হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে আগমনের পর কত বছর জীবিত থাকবেন এবং তাঁর কবর কোথায় হবে?

উত্তর: হযরত (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে আগমন করবেন। তিনি ৪৫ বছর জীবিত থাকার পর ইন্তিকাল করবেন এবং আমার মাকবারায় সমাহিত হবেন। কিয়ামতের দিন আমারও হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর এমনভাবে লাগালাগি হবে যে, মনে হবে যেন দুইজন একই কবর থেকে উঠছেন, কবর থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) ও হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর মাঝে উঠবেন।’^২ [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ৫২]

৭. হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট যে দস্তুরখান অবতীর্ণ হয়েছিল, তাতে কি কি খাবার ছিল?

উত্তর: এ দস্তুরখানে বিভিন্ন প্রকার জিনিস ছিল। ভুনা মাছ ছিল। মাছের মাথার নিকট লবণ ছিল। লেজের নিকট সিরকা ছিল। রকমারি তরকারী ছিল। তৃতীয়টির ওপর মধু, চতুর্থটির ওপর পানি এবং পঞ্চমটির ওপর কাদীদ অর্থাৎ গোশতের কীমা ছিল। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ১১১]

৮. এ দস্তুরখানায় যে খাবার ছিল, তা কি বেহেশতের ছিল, না দুনিয়ার?

উত্তর: এতে না বেহেশতের খাবার ছিল, না দুনিয়ার। বরং আল্লাহ তা‘আলা উভয় প্রকার খাবার ব্যতীত স্বীয় কুদরতে স্বতন্ত্র এক প্রকার খাবার তৈরি করে পাঠিয়েছিলেন। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ১১১]

৯. হযরত ঈসা (আ.) কোথায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন?

^১ আত-তাবরীযী, *মিশকাভুল মাসাবীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৫২৪, হাদীস: ৫৫০৮ (৪):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَزُوجُ وَيُولَدُ لَهُ».

^২ আত-তাবরীযী, *মিশকাভুল মাসাবীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৫২৪, হাদীস: ৫৫০৮ (৪):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «... وَيَمُكُّ حَسًّا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوتُ فَيَنْدَفِنُ مَعِيَ فِي

قَبْرِى فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعَمْرٍ».

উত্তর: ওয়াদীয়ে বায়তে লাহামে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত হয়েছে। আর এ অভিমতটিই প্রসিদ্ধ।^১

১০. হযরত ইসা (আ.)-এর যুগে যে সকল মানুষকে শুয়ার বানানো হয়েছিল তাদের সংখ্যা কত ছিল এবং তারা কয়দিন জীবিত ছিল?

উত্তর: তাদের সংখ্যা ছিল ৩৩০। তারা ৩ দিন পর্যন্ত জীবিত ছিল।

কেউ কেউ বলেছেন যে, তারা ৭ দিন জীবিত ছিল। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তারা ৪ দিন পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ১, পৃ. ১১১]

১১. হযরত ঈসা (আ.) মাতৃগর্ভে কতদিন ছিল?

উত্তর: কেউ কেউ বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) তাঁর মাতৃগর্ভে ৬ মাস ছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, ৩ ঘণ্টা। কেউ কেউ বলেছেন, এক ঘণ্টা। কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি তার মাতৃগর্ভে ৮ মাস ছিলেন। [জালালাইন শরীফের হাশিয়া, খ. ২, পৃ. ২৫৫]

১২. হযরত ঈসা (আ.)-এর পর হুকুমত কে করবে?

উত্তর: হযরত রাসূলুল্লাহ (আ.) ইরশাদ করেছেন, ‘হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে আগমনের পর যখন ওয়াফাত লাভ করবেন, তখন ‘জাহজা’ নামক এক বাদশা হুকুমত করবে।’

১৩. ইমাম মাহদী (রাযি.) কত বছর জীবিত থাকবেন?

উত্তর: কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি দুনিয়ায় ৯ বছর জীবিত থাকবেন।

কেউ কেউ বলেছেন ৪০ বছর জীবিত থাকবেন। তবে উভয় উক্তির মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, তখনকার যুগ এমন হবে যে, তাতে দিন খুবই দীর্ঘ হবে। এই হিসাবে বর্তমানের ৪০ বছর হবে। আর তখনকার হিসাব অনুযায়ী এ ৪০ বছর ৯ বছর হবে। তিরমিযী শরীফে ৫, ৬ বা ৭ বছরের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

আরও কতিপয় নবী-রাসূল সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাবলি

১. চাঁদের মনযিলসমূহ এবং রাশিচক্র আবিষ্কার ও নির্ণয় করেন কে?

উত্তর: হযরত দানিয়াল (আ.) মতান্তরে হযরত খিযির (আ.)।

^১ সুলাইমান আল-জামাল, আল-ফুতুহাতুল ইলাহিয়া বি-তাওহীহি তাফসীরিল জালালাইন লিদ-দাকায়িকিল খফিয়া, খ. ৩, পৃ. ৫৭

২. পবিত্র কুরআনের কয়টি সূরায় হযরত আইয়ুব (আ.)-এর কথা আলোচিত হয়েছিল এবং কত জায়গায় তাঁর নাম পাওয়া যায়?
উত্তর: ৪টি সূরায় হযরত আইয়ুব (আ.)-এর কথা আলোচিত হয়েছে এবং দু'জায়গায় তাঁর নাম পাওয়া যায়।
৩. তাঁর বাসস্থান কোথায় ছিল?
উত্তর: আউয দেশে।
৪. কত বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়?
উত্তর: ৭৩ বছর বয়সে।
৫. পবিত্র কুরআনের কোন দুটি সূরায় হযরত যুলকিফল (আ.)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
উত্তর: সূরা আম্বিয়া ও সূরা সুয়াদে।
৬. পবিত্র কুরআনে হযরত ওয়াইর (আ.)-এর নাম কত জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে?
উত্তর: মাত্র এক জায়গায়।
৭. কোন নবী দুনিয়ায় ১০০ বছর মৃত অবস্থায় থাকার পরে পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন?
উত্তর: হযরত ওয়াইর (আ.)।
৮. কোন নবীকে ইহুদীরা 'আল্লাহর পুত্র' বলে?
উত্তর: হযরত ওয়াইর (আ.)-কে।
৯. হযরত যাকারিয়া (আ.) পবিত্র কুরআনের কয়টি সূরায় আলোচিত হয়েছেন এবং তাঁর নাম কত স্থানে উল্লেখিত হয়েছে?
উত্তর: ৪টি সূরায় আলোচিত হয়েছেন এবং তাঁর নাম মাত্র এক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে।
১০. তিনি কোন নবীর বংশধর?
উত্তর: হযরত সুলায়মান (আ.)-এর বংশধর।
১১. তাঁর কত বছর বয়সে একটি পুত্র-সন্তান হয়?
উত্তর: ৭৭ মতান্তরে ৯০ বা ১২০ বছর বয়সে।
১২. উক্ত পুত্রের তিনি কি নামকরণ করেন?
উত্তর: ইয়াহইয়া।

৯৯ আশিয়ায়ে কেরারেম ইতিকথা

১৩. ইয়াহইয়া শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: দীর্ঘজীবী ।

১৪. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) পবিত্র কুরআনের কয়টি সূরায় আলোচিত হয়েছেন?

উত্তর: ৪টি সূরায় ।

১৫. হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর মায়ের নাম কী?

উত্তর: ঈসা (আল-ঈয়াশা) ।

১৬. তাঁকে কারা শহীদ করেছিলেন?

উত্তর: ইহুদিরা ।

১৭. কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম কোন নবীকে কাপড় পরানো হবে?

উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ।

১৮. তাঁকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কোন কারণে?

উত্তর: আল্লাহর দীনের পথে দাওয়াত দেওয়ার দায়ে তাঁকে অত্যাচারী কাফিররা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল—এ কারণেই তিনি কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম বস্ত্র পরিহিত হবেন ।

১৯. ইহুদিদের শত্রুতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত মরিয়ম (আ.)

শিশুপুত্র হযরত ঈসা (আ.)-কে সঙ্গে নিয়ে কোথায় হিজরত করেন?

উত্তর: মিসরের ইসকান্দরিয়া অঞ্চলে ।

২০. হযরত ঈসা (আ.)-এর কত বছর বয়স হলে তিনি বায়তুল মাকদিসে প্রত্যাবর্তন করেন?

উত্তর: ১৩ বছর বয়সে ।

২১. হযরত মুসা (আ.)-এর পর বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব লাভ করেন কে?

উত্তর: তাঁর বোন মরিয়মের স্বামী কালেব ইবনে ইউহান্না ।

২২. কালেব ইবনে ইউহান্নার পর বনী ইসরাঈলের মধ্যে আবির্ভূত হন কে?

উত্তর: হযরত হিয়কীল (আ.) ।

২৩. কোন নবীর দু'আর ফলে হাজার হাজার মানুষ পুনর্জীবন লাভ করেন?

উত্তর: হযরত হিয়কীল (আ.)-এর ।

২৪. হযরত দাউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে কোন নবী আবির্ভূত হয়েছিলেন?

উত্তর: হযরত শাসুয়েল (আ.) ।

২৫. কোন নবীর মাধ্যমেই তদানীন্তন পৃথিবীর সমগ্র মানব গোষ্ঠীর মধ্যে দীনের বাণী প্রচারিত হয়েছিল?

উত্তর: হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাধ্যমে ।

২৬. তিনি কোথায় ইস্তিকাল করেন?

উত্তর: বায়তুল মাকদিস থেকে ১২ মাইল দূরে ‘হিবরন’ নামক স্থানে ।

২৭. কোন নবী আবে হায়াতের সন্ধান পেয়েছেন এবং তার প্রভাবে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকবেন?

উত্তর: হযরত খিযির (আ.) । [হযরত খিযির (আ.)-এর নবী হওয়া সম্পর্কে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে ।]

২৮. তাঁর আসল নাম কি?

উত্তর: বালয়া ইবনে মালকাম ।

২৯. তাঁকে খিযির নামে অভিহিত করা হয় কেন?

উত্তর: আল্লাহ পাক তাঁর মধ্যে এমন বুয়ুর্গি দান করেছেন যে, যেখানে তাঁর পায়ের ছোঁয়া লাগে, সে ভূমি সবুজে আচ্ছাদিত হয়ে যায় । এজন্যই তাঁকে খিযির (সবুজের প্রতীক) নামে অভিহিত করা হয় ।

৩০. তিনি কোথায় বাস করেন?

উত্তর: জন-মানবহীন দ্বীপে ।

৩১. তাঁর কাজ কী?

উত্তর: সমুদ্রবক্ষে বিচরণ এবং আল্লাহর বিপদগ্রস্ত বান্দাদের সাহায্য করাই তাঁর প্রধান কাজ ।

৩২. কোন নবী প্রতি বছরই হজ্জব্রত পালন করেন?

উত্তর: হযরত খিযির (আ.) ।

৩৩. পবিত্র কুরআনের ৩০তম সূরা লুকমান । যে ব্যক্তির নামকরণে পরিবেশিত হয়েছে তিনি কি নবী ছিলেন?

উত্তর: উক্ত সূরায় লুকমানের কতগুলো অমূল্য উপদেশ উল্লেখিত হয়েছে । তাফসীরবিদ হযরত ইকরমা (রহ.) হযরত লুকমান (আ.)-কে একজন নবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন । তবে অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে হযরত লুকমান নবী ছিলেন না, একজন সৎজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন ।

৩৪. হযরত মরিয়ম (আ.) কি নবী ছিলেন? যদি নবী হয়ে থাকেন তাহলে কোন ধরনের নবী ছিলেন? আর যদি নবী না হয়ে থাকেন তবে তাঁর নিকট ওহী আসতো কেন এবং তাঁর নামের শেষে ‘(আ.)’-ইবা লেখা হয় কেন?

উত্তর: বিষয়টা বিতর্কিত। ইমাম ইবনে কসীর (রহ.), ইমাম হযরত হাসান আল-বাসারী (রহ.), ইমামুল হারামাইন শায়খ আবদুল আযীয (রহ.), কাযী আযায় (রহ.) প্রমুখ মনে করেন যে, স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেউই নুবুওয়াত পাননি। এ বিষয়ে তাঁরা বহু যুক্তিও পেশ করেছেন।

অন্যদিকে ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ.), আকায়িদ শাস্ত্রবিদ ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী (রহ.) ও তাফসীরবিদ ইমাম কুরতুবী (রহ.)-এর ন্যায় বহু বুয়ুর্গ মতপ্রকাশ করেছেন যে, স্ত্রীলোকগণের মধ্যেও বেশ কিছু সংখ্যককে আল্লাহ পাক নুবুওয়াত দান করেছেন। এদের মধ্যে মানবজাতির আদিমাতা হযরত হাউয়া (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহধর্মীণী হযরত সারা (আ.) ও হযরত হাজারা (আ.), হযরত মূসা (আ.)-এর আম্মা, ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আসিয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা হযরত মরিয়ম (আ.) নবী ছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁরাও বহু যুক্তি পেশ করেছেন।

অতএব স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেউ নবী হয়েছিলেন কিনা এ বিষয়টা যেহেতু তাফসীরবিদ-ইমামগণের মধ্যে বিতর্কিত এবং উভয় দিকেই আমাদের অনুসরণীয় বুয়ুর্গ মনীষীগণ রয়েছে। তাই এ বিষয়ে আমাদের পক্ষে কোনো স্থির মন্তব্য না করাই শ্রেয়।

৩৫. আল্লাহর কোন দু’জন নবী বিয়ে করেননি?

উত্তর: হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)।

৩৬. কোন নবী কাদা মাটি নিয়ে পাখি তৈরি করে তাতে ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথেই তা আল্লাহর হুকুমে জীবিত পাখি হয়ে উড়ে যেতো?

উত্তর: হযরত ঈসা (আ.)।

৩৭. সর্বপ্রথম কোন নবীর প্রতি ওষুধ সম্পর্কে অহী অবতীর্ণ হয়?

উত্তর: হযরত ইদরীস (আ.)-এর প্রতি।

৩৮. দুনিয়ায় কতজন রাসূল এসেছেন?

উত্তর: হযরত আবু যর আল-গিফারী (রাযি.) দুনিয়াতে প্রেরিত রাসূলদের সংখ্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (আ.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি

বলেছেন, ‘দুনিয়ায় মোট ৩১৩ জন রাসূল আগমন করেছেন।’^১ [হাশিয়া শরহে আকায়েদ, পৃ. ১০১]

৩৯. দুইজন রাসূলের আবির্ভাবের মাঝে কত বছরের ব্যবধান ছিল? এবং কোন রাসূল কার পরে এসেছেন?

উত্তর: এক রাসূল থেকে আরেক রাসূলের আগমনের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান হতো। তবে কখনো কখনো এ ব্যবধানে কম-বেশিও হতো। প্রতি হাজার বছরে যেসব রাসূল আগমন করেছেন, তাদের তালিকা নিম্নরূপ:

১. প্রথম হাজারে হযরত আদম (আ.),
২. দ্বিতীয় হাজারে হযরত ইদরীস (আ.),
৩. তৃতীয় হাজারে হযরত নূহ (আ.),
৪. চতুর্থ হাজারে হযরত ইবরাহীম (আ.),
৫. পঞ্চম হাজারে হযরত মূসা (আ.),
৬. ষষ্ঠ হাজারে হযরত সুলাইমান (আ.),
৭. সপ্তম হাজারে হযরত ঈসা (আ.),
৮. অষ্টম হাজারে হযরত মুহাম্মদ (সা.)।^২

৪০. আম্বিয়া কেরামদের মধ্যে কোন কোন নবীর নিরাপত্তার জন্য মাকড়সা জাল বুনা করেছিলেন এবং তা কোন কোন স্থানে?

উত্তর: দু’জন নবীর নিরাপত্তার জন্য মাকড়সা জাল বুনেছিল। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর জন্য গারে সওরের প্রবেশপথে মাকড়সা জাল বুনেছিল। কারণ তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করার পর কাফিররা তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর অনুসন্ধানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সময় তিনি তাঁর সাথী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-সহ এ গারে সওরে ৩ দিন অবস্থান করেছিলেন। এদিকে কাফির দল তাঁকে তালাশ করতে করতে এ সওর গুহা পর্যন্ত চলে আসে। কিন্তু তারা গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে এই ভেবে চলে গেল যে, যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.) গুহার ভেতরে প্রবেশ করতেন তাহলে গুহার মুখে মাকড়সার এ জাল বোনা থাকত না।

^১ ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭৬, হাদীস: ৩৬১:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: ... قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمْ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ؟، قَالَ: «ثَلَاثٌ وَمِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ عَشَرٌ بَجَاءِ غَيْبٍ»

^২ যাকারিয়া আল-কাযওয়ানী, আজায়িবুল মাখলুকাত ওয়াল হায়ওয়ানাত ওয়া গারায়িবুল মওজুদাত, খ. ২, পৃ. ৬৮

আর দ্বিতীয়জন হলেন হযরত দাউদ (আ.)। অত্যাচারী বাদশা তালূত যখন তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল তখন তিনি একটি গুহার আত্মগোপন করেছিলেন। তালূত যখন জানতে পারল তখন সে এ গুহার তল্লাশি নিতে যায়। কিন্তু গুহার মুখে মাকড়সা জাল বুনে রেখেছিল। যে কারণে সে গুহার তল্লাশি না করেই ফিরে গিয়েছিল।^১

৪১. আশিয়ায়ে কেরামের মধ্যে মজদুরি করেছেন কারা?

উত্তর: আশিয়ায়ে কেরামের মধ্যে মজদুরি করেছেন দুইজন। একজন হলেন হযরত মূসা (আ.)। তিনি হযরত শু'আইব (আ.)-এর ১০ বছর বকরী চড়িয়েছেন। দ্বিতীয়জন হলেন হযরত নবী করীম (সা.)। তিনি হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর মজদুরি করেছেন।^২

৪২. এমন নবী কয়জন, যারা জীবিত আছেন?

উত্তর: ৪জন। আকাশে যারা জীবিত অবস্থায় আছেন তাঁরা হলেন, হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত ইদরীস (আ.)। আর পৃথিবীর বুকে যারা জীবিত তাঁরা হলেন হযরত খিযির (আ.) ও হযরত ইলিয়াস (আ.)।^৩

৪৩. আশিয়ায়ে কেরামের মধ্যে জন্মগতভাবে যাদের খতনা করা ছিল তাঁদের সংখ্যা কত ছিল এবং তাঁরা কে কে?

উত্তর: হযরত কা'ব আহবার (রাযি.)-এর বর্ণনানুযায়ী তাদের সংখ্যা ১৩। এসব আশিয়ায়ে কেরাম হলেন:

১. হযরত আদম (আ.),
২. হযরত শীস (আ.),
৩. হযরত ইদরীস (আ.),
৪. হযরত নূহ (আ.),
৫. হযরত সাম (আ.),
৬. হযরত লূত (আ.),
৭. হযরত ইউসুফ (আ.),
৮. হযরত মূসা (আ.),
৯. হযরত শু'আইব (আ.),
১০. হযরত সুলাইমান (আ.),
১১. হযরত ইয়াহইয়া (আ.),

^১ আদ-দামীরী, হায়াতুল হাযওয়ান, খ. ২, পৃ. ৯২

^২ শায়খুত তুরবা, মুহাযারাতুল আওয়াল ওয়া মুসামিরাতুল আওয়াখির, পৃ. ৩৩০

^৩ আহমদ আস-সাবী, হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন, খ. ৩, পৃ. ৪১

১২. হযরত ঈসা (আ.) ও

১৩. হযরত মুহাম্মদ (সা.) ।

আর মুহাম্মদ ইবনে হাবীব আল-হাশিমী (রহ.) ১৪ বলেছেন ।

যথা—

১. হযরত আদম (আ.),

২. হযরত শীস (আ.),

৩. হযরত নূহ (আ.),

৪. হযরত হূদ (আ.),

৫. হযরত সালেহ (আ.),

৬. হযরত লূত (আ.),

৭. হযরত শু'আইব (আ.),

৮. হযরত ইউসুফ (আ.),

৯. হযরত মূসা (আ.),

১০. হযরত সুলাইমান (আ.),

১১. হযরত যাকারিয়া (আ.),

১২. হযরত ঈসা (আ.),

১৩. হযরত হানযালা ইবনে আবু সাফওয়ান (আ.) ও

১৪. হযরত মুহাম্মদ (সা.) ।^১

৪৪. আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে জীবিত অবস্থায় কয়জনকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাঁরা কে কে?

উত্তর: দু'জনকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ।

তাঁদের একজন হযরত ইদরীস (আ.) ও অপরজন হযরত ঈসা (আ.) ।

^১ আদ-দামীরী, হায়াতুল হায়াওয়ান, খ. ১, পৃ. ৭৯

গ্রন্থপঞ্জি

॥আ॥

১. আল-কুরআন আল-করীম
২. শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক: শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক ইবনে হাজী ইরশাদ আলী (১৩৩৭-১৪৩৩ হি. = ১৯১৯-১৯১২ খ্রি.), বুখারী শরীফ, হামিদিয়া লাইব্রেরি লি., ঢাকা, বাংলাদেশ
৩. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. = ৮১৭-৮৮৯ খ্রি.), আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান
৪. আবু নুআইম আল-আসবাহানী: আবু নুআইম, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুসা ইবনে মিহরান আল-আসবাহানী (৩৬৩-৪৩০ হি. = ৯৪৮-১০৩৮ খ্রি.), হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)
৫. হাকীমুল উম্মত আশরফ আলী থানবী: হাকীমুল উম্মত, মাওলানা, আশরফ আলী ইবনে আবদুল হক আত-থানবী (১২৮০-১৩৬২ হি. = ১৮৬৩-১৯৪৩ খ্রি.), নশরুত তীব ফী যিকরিল হাবীব
৬. আহমদ আস-সাবী : আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-খালুতী আস-সাবী আল-মালিকী

(১১৭৫-১২৪১ হি. = ১৭৬১-১৮২৫ খ্রি.),
হাশিয়াতুস সাবী আলা তাফসীরিল জালালাইন,
আল-মাতবাতুল কুবরা আল-আমিরিয়া,
কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩১৮ হি. =
১৯০০ খ্রি.)

৭. আহমদ ইবনে হাম্বল

: আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ
ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-
শায়বানী (১৬৪-২৪১ হি. = ৭৮০-৮৫৫
খ্রি.), আল-মুসনদ, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা,
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি.
= ২০০০ খ্রি.)

৮. আল-আলুসী

: আবুস সানা, শিহাবুদ্দীন, মাহবুদ ইবনে
আবদুল্লাহ আল-হুসাইনী আলা-আলুসী
(১২১৭-১২৭০ হি. = ১৮০২-১৮৫৪ খ্রি.),
রুহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল
আযীম ওয়াস-সাব'উল মাসানী, দারুল কুতুব
আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৫ হি.
= ১৯৯৪ খ্রি.)

॥ই॥

৯. ইবনুল জওযী

: আবুল ফরজ, জামাল উদ্দীন, আবদুর রহমান
ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জওযী
(৫০৮-৫৭৯ হি. = ১১১৬-১২০১ খ্রি.),
যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর, দারুল
কিতাব আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম
সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০২ খ্রি.)

১০. ইবনে আবিদীন

: মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আবদুল
আযীয আবিদীন আদ-দামিস্কী আল-হানাফী
(১১৯৮-১২৫২ হি. = ১৭৮৪-১৮৩৬ খ্রি.),
রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার =
হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন = ফতোয়ায়ে শামী,
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয়
সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

১১. ইবনে আবু হাতিম আর-রাযী: আবু মুহাম্মদ, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ
ইবনে ইদরীস ইবনুল মুনযির আত-তামীমী

- আল-হানযালী আর-রাযী (২৪০-৩২৭ হি. = ৮৫৪-৯৩৮ খ্রি.), **তাফসীরুল কুরআনিল আযীম**, মাকতাবাতুল নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকাররমা, সুউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)
১২. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাইল ইবনে ওমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১-৭৭৪ হি. = ১৩০২-১৩৭৩ খ্রি.), **তাফসীরুল কুরআনিল আযীম**, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)
১৩. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯-২৭৩ হি. = ৮২৪-৮৮৭ খ্রি.), **আস-সুনান**, দারুল ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান
১৪. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানী' আয-যুহরী আল-হাশিমী আল-বাসারী আল-বগদাদী (১৬৮-২৩০ হি. = ৭৮৪-৮৪৫ খ্রি.), **আত-তাবাকাতুল কুবরা**, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)
১৫. ইবনে হাজর আল-আসকলানী : আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩-৮২৫ হি. = ১৩৭৪-১৪৪৯ খ্রি.), **ফতহুল বারী শরহ সহীহ আল-বুখারী**, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)
১৬. ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০-৩৫৪ হি. = ০০০-৯৬৫ খ্রি.), **আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান**, মুআসসিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

॥ক॥

১৭. আল-কাযওয়ীনী

: যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাহমূদ আল-আনসারী আন-নাজ্জারী আল-কুফী আল-কাযওয়ীনী (৬০৫-৬৮২ হি. = ১২০৮-১২৮৩ খ্রি.), *আজায়িবুল মাখলুকাত ওয়াল হায়ওয়ানাত ওয়া গারায়িবুল মওজুদাত*

॥খ॥

১৮. আল-খাযিন

: আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উমর আশ-শায়হী আল-বগদাদী আল-খাযিন (৬৭৮-৭৪১ হি. = ১২৮০-১৩৪১ খ্রি.), *লুবাবুত তাওয়ীল ফী মা'আনিত তানযীল*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

॥ত॥

১৯. আত-তাবরীযী

: আবু আবদুল্লাহ, ওয়ালি উদ্দিন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমরী আত-তাবরীযী (১০০০-৭৪১ হি. = ১০০০-১৩৪০ খ্রি.), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ = ১৯৮৫ খ্রি.)

২০. আত-তিরমিযী

: মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্‌হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪-৮৯২ খ্রি.), *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

॥দ॥

২১. আদ-দামীরী

: কামালুদ্দীন, আবুল বাকা, মুহাম্মদ ইবনে মুসা ইবনে ইসা ইবনে আলী আদ-দামীরী (৭৪২-৮০৮ হি. = ১৩৪১-১৪০৫ খ্রি.), *হায়াতুল হায়ওয়ান*, দারুল কুতুব আল-

ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ:
১৪২৪ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

॥ব॥

২২. আল-বগওয়ী

: রুকুনুদ্দীন, মুহয়িউস সুন্নাহ, আবু মুহাম্মদ,
আল-ভুসাইন ইবনু মাস'উদ ইবনি মুহাম্মদ
ইবনিল ফাররা আল-বগওয়ী আশ-শাফি'ঈ
(৪৩৬-৫১০ হি. = ১০৪৪-১১১৭ খ্রি.),
মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন,
দারু ইয়াহইয়া আত-তুরাস আল-আরবি,
বয়রুত, লেবনান (১৪২০ হি. = ১৯৮৩ খ্রি.)

২৩. আল-বুখারী

: হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ
ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা
আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হি. = ৮১০-৮৭০
খ্রি.), আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-
মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি ﷺ ওয়া
সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ, দারু
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম
সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

॥ম॥

২৪. মুসলিম

: আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে
মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়াশাপুরী
(২০৪-২৬১ হি. = ৮২০-৮৭৫ খ্রি.), আল-
মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল
আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ,
দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী,
বয়রুত, লেবনান

॥য॥

২৫. আয-যামাখশারী

: আবুল কাসিম, মাহমুদ ইবনে আমর ইবনে
আহমদ আয-যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি. =
১০৭৪-১১৪৩ খ্রি.), আল-কাশশাফ আন
হাকায়িকি গাওয়ামিযিত তানযীল, দারুল
কিতাব আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয়
সংস্করণ: ১৪০৭ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

॥শ ॥

২৬. শায়খুত তুরবা

: আলাউদ্দীন, আলী দাদাহ ইবনে মুস্তাফা
আল-মুসাতারী আল-সিকতাওয়ারী
(০০০-১০০৭ হি. = ০০০-১৫৯৮ খ্রি.),
মুহাযারাতুল আওয়াল ওয়া মুসামিরাতুল
আওয়াল, আল-মতবাতুল কুবরা আল-
আমীরিয়া বুলাক, কায়রো, মিসর

॥স ॥

২৭. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী:

মাওলানা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী
আল-উসমানী আল-মাহারী (১১৪৩-১২২৫
হি. = ১৭৩০-১৮১০ খ্রি.), *আত-তাফসীরুল*
মাহারী, মকতাবায়ে রশিদিয়া, করচি,
পাকিস্তান (১৪১২ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

২৮. সুলাইমান আল-জামাল

: সুলাইমান ইবনে ওমর ইবনে মনসুর আল-
আজীলী আল-আযহারী আল-জামাল
(০০০-১২০৪ হি. = ০০০-১৭৯০ খ্রি.),
আল-ফুতুহাতুল ইলাহিয়া বি-তাওয়াহি
তাফসীরিল জালালাইন লিদ-দাকায়িকিল
খফিয়া, আল-মতবাতুল কুবরা আল-
আমীরিয়া বুলাক, কায়রো, মিসর (প্রথম
সংস্করণ: ১৩০৩ হি. = ১৮৮৫ খ্রি.)

২৯. আস-সুযুতী

: জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান
ইবনে আবু বকর আস-সুযুতী (৮৪৯-৯১১ হি.
= ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.), *আল-ইতকান ফী*
উলুমিল কুরআন, আল-হাইয়াতুল মিসরিয়া
আল-আম্মা, কায়রো, মিসর (১৩৯৪ হি. =
১৯৭৪ খ্রি.)